নগর সংস্করণ

শনিবার

২ নভেম্বর ২০২৪

১৭ কার্তিক ১৪৩১, ২৯ রবিউস সানি ১৪৪৬

প্র ছুটির দিনেসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩৫২

রাজধানীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি

অপরাধী দ্রুত শনাক্তে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভাঙা সিসি ক্যামেরা

আহমদুল হাসান, *ঢাকা*

খুন, ছিনতাই, চুরি ও ডাকাতির মতো ঘটনা ঘটলে পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো এখন প্রথমেই যে কাজ করে, সেটি হলো ঘটনাস্থল ও আশপাশের এলাকার ক্লোজড সার্কিট (সিসি) ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করা। এরপর সেই ফুটেজ বিশ্লেষণ করে অপরাধীদের দ্রুত শনাক্ত করার চেষ্টা চলে। কিন্তু রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার সিসি ক্যামেরা ভাঙা থাকার কারণে অপরাধীকে দ্রুত শনাক্ত করার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ছে পুলিশ।

শুধু অপরাধী শনাক্ত করার ক্ষেত্রেই নয়, অপরাধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও সিসি ক্যামেরার কার্যকারিতা রয়েছে বলে জানান পুলিশ কর্মকর্তারা। তাঁরা বলছেন, অপরাধ সংঘটনের আগে সাধারণত সিসি ক্যামেরা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে অপরাধীরা। এর অন্যতম কারণ প্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে যাতে দ্রুত অপরাধীকে শনাক্ত করা না যায়। একই সঙ্গে অপরাধের ঘটনার কোনো ভিডিও ফুটেজ যাতে কারও কাছে না থাকে। এখন রাজধানীতে অপরাধ বেড়ে যাওয়ার কারণগুলোর মধ্যে পর্যাপ্ত ও কার্যকর সিসি ক্যামেরা না থাকার বিষয়টি অন্যতম।

গত জুলাই ও আগস্টের শুরুতে ছাত্র-জনতার আন্দোলন এবং ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার সিসি ক্যামেরা নষ্ট করেছে দুর্বৃত্তরা। উদাহরণ হিসেবে ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকার কথা বলা যায়। সেখানকার বেশির ভাগ সিসি ক্যামেরা ভাঙা।

মোহাম্মদপুর এলাকায় সাম্প্রতিক সময়ে ছিনতাই ও ডাকাতির ঘটনা বেড়ে গেছে; কিন্তু অপরাধীদের দ্রুত শনাক্ত করতে সমস্যা হচ্ছে সিসি ক্যামেরা না থাকায়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে গত ২৬ অক্টোবর মোহাম্মদপুর থানার সামনে বিক্ষোভ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর মোহাম্মদপুর ও আশপাশ এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য যৌথ বাহিনী অভিযান শুরু করেছে।

মোহাম্মদপুর এলাকা ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও অঞ্চলের অধীন। এই অঞ্চলের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) জিয়াউল হক *প্রথম আলো*কে বলেন, মোহাম্মদপুরের অনেক স্থানে এখন সিসি ক্যামেরা পাওয়া যাচ্ছে না। এতে অপরাধী শনাক্ত করার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

ভেতরের পাতায়

নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার যেসব পরিবর্তন প্রয়োজন

নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী ও স্বাধীনভাবে সংস্থাটির দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সংবিধান ও নির্বাচনী আইনের বেশ কিছু সংযোজন-বিয়োজনের প্রয়োজন রয়েছে। নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার যেসব পরিবর্তন প্রয়োজন, তা নিয়ে লিখেছেন **এম সাখাওয়াত হোসেন**

বিস্তারিত : **পৃষ্ঠা ৫**

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার সিসি ক্যামেরা ভাঙা থাকার কারণে অপরাধী দ্রুত শনাক্ত করার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ছে পুলিশ। কিন্তু এই সিসি ক্যামেরাগুলো মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। মঙ্গলবার মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বর এলাকায়। ছবি : জাহিদুল করিম

ছিনতাইকারী ও ডাকাতেরা বেপরোয়া

রাজধানীতে অপরাধ

বেড়েছে খুনের ঘটনাও। গত দুই মাসে রাজধানীতে ১৪৫ খুন। শুধু মোহাম্মদপুরেই ঘটেছে ২১টি।

নজরুল ইসলাম, *ঢাকা*

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের ঢাকা উদ্যানে গত ১০ অক্টোবর রাতে ছিনতাইকারীরা রবিউল ইসলাম নামে এক নিরাপত্তাকর্মীকে বুকে, পিঠে ও হাতে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। ১৮ অক্টোবর দিনদুপুরে ডাকাতি হয় ইডেন কলেজের উপাধ্যক্ষ মমতাজ শাহানারার বাসায়। ৯-১০ জন ডাকাত উত্তরার ওই বাসায় ঢুকে মমতাজ শাহানারাকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ৮৩ ভরি স্বর্ণালংকার ও ১৫ লাখ টাকা লুট করে নিয়ে যায়।

মোহাম্মদপুর ও উত্তরার এই দুটি ঘটনা রাজধানীতে ছিনতাইকারী ও ডাকাতেরা বেপরোয়া হয়ে ওঠার দুটি উদহারণ। পাশাপাশি বেড়েছে খুনের ঘটনাও। গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে ঢাকায় ১৯২ জন খুন হয়েছেন। এর মধ্যে কেবল মোহাম্মদপুরেই খুনের ঘটনা ঘটেছে ২১টি। নগরের বিভিন্ন এলাকার প্রধান সড়ক থেকে অলিগলি, এমনকি অভিজাতপাড়ায়ও মানুষ ছিনতাই ও ডাকাতির শিকার হচ্ছেন। এতে নগরবাসীর দিন কাটছে আতঙ্কে। মোহাম্মদপুর এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির প্রতিবাদে গত শনিবার থানার সামনে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলী ইফতেখার হাসান *প্রথম আলো*কে বলেন, নানা কারণে মোহাম্মদপুর আগে থেকেই রাজধানীর অপরাধপ্রবণ এলাকাগুলোর একটি। জনবল-সংকটের কারণে পুলিশ সেখানে ঠিকমতো টহল দিতে পারছে না।

ডিএমপির পরিসংখ্যান

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে (অক্টোবরের ২৩ তারিখ পর্যন্ত) রাজধানীতে ১৯২ জন খুন হয়েছেন। শুধু মোহাম্মদপুরেই ২১টি খুনের ঘটনা ঘটেছে। গত বছরের সেপ্টেম্বরে রাজধানীতে খুনের ঘটনা ছিল ১১টি, অক্টোবরে ১৯টি।

একইভাবে বেড়েছে ছিনতাই ও ডাকাতির ঘটনাও। যদিও এ ধরনের ঘটনার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগীরা মামলা করতে চান না।

ডিএমপির কাছ থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী, গত মাসের প্রথম ২৩ দিনে রাজধানীতে ২৬টি ছিনতাইয়ের মামলা হয়েছে। একই সময়ে ডাকাতির মামলা হয় চারটি। এর আগের মাস সেপ্টেম্বরে ১৫টি ছিনতাই ও ৫টি ডাকাতির মামলা হয়।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে রাজধানীতে ছিনতাইয়ের ঘটনায় ২৯টি মামলা হয়েছিল। ডাকাতির কোনো মামলা হয়নি। ওই বছরের অক্টোবরে ছিনতাইয়ের মামলা ছিল ২৮টি, ডাকাতির মামলা ৩টি।

পুলিশ, ভুক্তভোগী ও হাসপাতাল সূত্র বলছে, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশে পুলিশি কার্যক্রম ভেঙে পড়ে। পরে পর্যায়ক্রমে সেটা স্বাভাবিক হয়ে আসতে শুরু করলেও হঠাৎ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ছিনতাই ও ডাকাতি বেড়ে যায়। ছিনতাইকারী ও ডাকাতের কবলে পড়ে মানুষ আহত হয়ে হাসপাতালে গেলে কিংবা থানায় মামলা হলে তা গণমাধ্যমে প্রকাশ পায়। কিন্তু অনেকে বাড়তি ঝামেলা মনে করে বা হয়রানির ভয়ে থানা-পুলিশ পর্যন্ত যেতে চান না। তাই থানায় ছিনতাই-ডাকাতির যে পরিসংখ্যান লিপিবদ্ধ করা হয়, তা প্রকৃত ঘটনার চেয়ে অনেক কম। অনেক সময় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো দেখাতে থানা-পুলিশ মামলা গ্রহণে গড়িমসি করে, এমন অভিযোগও আছে। আবার অনেক সময় ছিনতাইয়ের ঘটনায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করার নজিরও রয়েছে।

ছিনতাইকারীর হাতে নিহত

গত ৩০ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে আটটার দিকে যাত্রাবাড়ী থানার কুতুবখালীতে রাসেল শিকদার নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করে ছিনতাইকারীরা।

এর আগে ২৪ সেপ্টেম্বর ভোরে খিলক্ষেতের নিকুঞ্জ এলাকায় ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে নিহত হন মুস্তাকিম আলিফ (২৫) নামের এক তরুণ। ১৬ সেপ্টেম্বর সকালে পুরান ঢাকার মিটফোর্ড এলাকায় বেড়িবাঁধে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে নিহত হন দিনমজুর আলমগীর ব্যাপারী।

৩ সেপ্টেম্বর কদমতলীর মেরাজনগরে ছিনতাইকারীরা ছুরিকাঘাতে খুন করে কাঁচামাল বিক্রেতা হাশেমকে। একই দিন ভোরে হাজারীবাগের সিকদার মেডিকেলের পাশে যাত্রীবেশে ছিনতাইকারীরা ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালক সাদেকিনকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

রাজধানীর অপরাধচিত্র : ছিনতাই ও ডাকাতি

সেপ্টেম্বর ২০২৪
১৫টি ছিনতাই ও ডাকাতির মামলা ৫টি

অক্টোবর ২০২৪
২৬টি ছিনতাই ও ৪টি ডাকাতির মামলা
*২৩ অক্টোবর পর্যন্ত

সেপ্টেম্বর ২০২৩
ছিনতাইয়ের মামলা ২৯টি, ডাকাতির মামলা হয়নি

অক্টোবর ২০২৩
ছিনতাইয়ের মামলা ২৮টি, ডাকাতির মামলা ৩টি

খুন | ২০২৪ এর সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে ১৯২ খুন
*২৩ অক্টোবর পর্যন্ত
শুধু মোহাম্মদপুরেই খুন ২১টি

সূত্র : ডিএমপি

৭ দিনে মোহাম্মদপুরে গ্রেপ্তার ১০৮

পুলিশের টহল
- ডিএমপির আওতাধীন এলাকায় ১৫০টি তল্লাশিচৌকি কার্যকর রয়েছে।
- ৩০০টি মোটরসাইকেল টিম টহল দিচ্ছে।
- ২৫০টি টহল দল কার্যকর রয়েছে।

পুলিশের নিষেধাজ্ঞা মেনে দুই পক্ষের কর্মসূচি স্থগিত

রাজনৈতিক উত্তেজনা

জাপার কার্যালয়ে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের পর সমাবেশের ঘোষণা। একই কর্মসূচি দেয় ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র, শ্রমিক, জনতা।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

ঢাকায় জাতীয় পার্টির (জাপা) সমাবেশকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। কাকরাইলে দলের প্রধান কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার পরও আজ শনিবার সমাবেশ করার ঘোষণা দিয়েছিল জাপা। সেই সমাবেশ প্রতিহত করার ঘোষণা দেওয়া হয় 'ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র, শ্রমিক, জনতা'র ব্যানারে। এ পরিস্থিতিতে আজ কাকরাইলসহ আশপাশ এলাকায় সভা-সমাবেশ, মিছিল, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।

পুলিশের নিষেধাজ্ঞার পর জাতীয় পার্টি তাদের আজকের সমাবেশ স্থগিত করেছে। দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক গতকাল রাতে *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা সমাবেশের কর্মসূচি স্থগিত করেছি।'

অন্যদিকে ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র, শ্রমিক ও জনতার ব্যানারে জাপার সমাবেশ প্রতিহত করার পাল্টা সমাবেশ কর্মসূচিও স্থগিত করা হয়েছে। এই প্ল্যাটফর্মের উদ্যোক্তা ছাত্র অধিকার পরিষদের (নুরুল হকের নেতৃত্বাধীন গণ অধিকার পরিষদের ছাত্রসংগঠন) সাবেক সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লা *প্রথম আলো*কে বলেন, 'পুলিশের সিদ্ধান্তকে আমরা ইতিবাচকভাবে দেখছি। এই নিষেধাজ্ঞার পরও জাতীয় পার্টি সভা-সমাবেশ করতে চাইলে আমরা বসে থাকব না।'

জাতীয় পার্টির সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন জি এম কাদের। গতকাল রাজধানীর বনানীর দলীয় কার্যালয়ে। ছবি : প্রথম আলো

জাপাকে ঘিরে উত্তেজনা শুরু হয় গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে। 'ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র-শ্রমিক জনতার ব্যানারে একদল কর্মী মিছিল নিয়ে রাজধানীর বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে গেলে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। এরপর তাঁদের সঙ্গে জাপা কর্মীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পরে জাপা কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার একপর্যায়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দুজন নেতা তাঁদের ফেসবুক পেজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিল নিয়ে সেখানে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তবে জাপা কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা নিয়ে দুই পক্ষেরই দাবি—তারা আগে হামলার শিকার হয়ে প্রতিরোধ করেছে।

দুপুরে সমাবেশ করার ঘোষণা, রাতে স্থগিত

দলের প্রধান কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার পরদিন গতকাল শুক্রবার

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

'বিশেষ চাপ' দিয়ে জমি দখল করতেন আমু

আওয়ামী গডফাদার ১৮

নৈশপ্রহরী থেকে শুরু করে সব চাকরিতে আমুকে টাকা দিতে হতো। বিএনপির নেতা-কর্মীরা বাড়িতে ঘুমাতে পারেননি।

আ স ম মাহমুদুর রহমান, *ঝালকাঠি*

বর্ষীয়ান নেতা আমির হোসেন আমু আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য, ১৪ দলের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ও মুখপাত্র। জাতীয় নেতা হলেও তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশি ছিল ঝালকাঠিতে। আওয়ামী লীগ সরকারের প্রায় ১৬ বছরে একটি সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর উত্থান ঘটেছিল জেলায়, যারা আমুর হয়ে জেলার সব ধরনের ঠিকাদারি নিয়ন্ত্রণ, নিয়োগ-বাণিজ্য, কমিটি গঠন, নির্বাচনী মনোনয়ন বিক্রি করত। এই চক্রের মাধ্যমে আমু হয়ে উঠেছিলেন ঝালকাঠির গডফাদার।

১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে তৎকালীন বাকেরগঞ্জ-৭ আসন থেকে সংসদ সদস্য (এমপি) নির্বাচিত হন। ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হয়েছিলেন আওয়ামী লীগ (মালেক) থেকে। এর পরের যত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ নিয়েছিল, সব কটিতেই দলের প্রার্থী ছিলেন তিনি। ২০০০ সালের উপনির্বাচনে ঝালকাঠি-২ আসন থেকে নির্বাচিত হন। এরপর ২০০৮, ২০১৪ ও ২০১৮ সালেও নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। ২০১৪ সালে দায়িত্ব পান শিল্পমন্ত্রীর। সর্বশেষ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ঝালকাঠি-২ (সদর-নলছিটি) আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে এমপি হন আমু।

ঝালকাঠি জেলা বিএনপির সদস্যসচিব শাহাদাৎ হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, গত ১৬ বছর সব সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনকে কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন আমির হোসেন আমু। নৈশপ্রহরী থেকে শুরু করে সব চাকরিতে আমুকে টাকা দিতে হতো। বিএনপির নেতা-কর্মীরা বাড়িতে ঘুমাতে পারেননি।

গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর শেখ হাসিনা দেশ ছাড়েন। এরপর আমুর ঝালকাঠির বাড়িতে বিক্ষুব্ধ জনতা হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে। পরে ওই বাড়ি থেকে পোড়া-অক্ষত মিলিয়ে প্রায় চার কোটি টাকা ও বিদেশি মুদ্রা উদ্ধার করে সেনাবাহিনী ও পুলিশ। এর আগেই আমু পালিয়ে যান। এর পর থেকে আমুর অবস্থান সম্পর্কে জানে না কেউ। তাঁর নামে একাধিক মামলা হয়েছে। ১৮ আগস্ট বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) নির্দেশনায় তাঁর ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়। তাঁর পরিবারের সদস্যদের মালিকানাধীন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের লেনদেনও স্থগিত করা হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

নারী ভোট হতে পারে কমলার 'ট্রাম্প কার্ড'

হাসান ফেরদৌস
নিউইয়র্ক থেকে

নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে গত সপ্তাহে পুয়ের্তো রিকোকে 'ভাসমান জঞ্জাল' বলে কমলা হ্যারিসের হাতে এক 'উপহার' তুলে দিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজে না বললেও তাঁর নির্বাচনী সভা থেকে বলা সে কথায় পেনসিলভানিয়ার পুয়ের্তো রিকো থেকে আসা মানুষ বেজায় খেপেছে। সে আগুন নেভার আগেই কমলার উদ্দেশে আরেক উপহার পাঠিয়েছেন ট্রাম্প।

গত বুধবার উইসকনসিনে এক সভায় ট্রাম্প মন্তব্য করেন, তারা পছন্দ করুক বা না-করুক, তিনি নারীদের রক্ষা করবেন। ট্রাম্প স্বীকার করেন, তাঁর উপদেষ্টারা বলেছিলেন, এ ধরনের কথা অশোভন, তাই না বলাই ভালো। তিনি বলেন, 'কিন্তু আমি তো প্রেসিডেন্ট, দেশের নারীদের আমি রক্ষা করতে চাই। আমি তাদের নিরাপদে রাখব, তা তাঁরা চান বা না-চান।'

নারীদের নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমস্যার কথা সুবিদিত। তিন তিনটা বিয়ে করেছেন, এক বউ থাকার সময়ে অন্য নারীতে আসক্ত হয়েছেন। তাঁর তৃতীয় স্ত্রী মেলানিয়া যখন সদ্য সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, সে সময় এক পর্নো তারকার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে কেলেঙ্কারির জন্ম দেন ট্রাম্প। ২০১৬ সালের নির্বাচনের সময় এক ফাঁস হওয়া ভিডিওতে ট্রাম্পকে এমন কথাও বলতে শোনা যায়, তিনি একজন স্টার বা তারকা, তিনি মেয়েদের সঙ্গে যা খুশি করতে পারেন।

চলতি নির্বাচনী প্রচারের সময় ট্রাম্প কমলাকে নানা অশোভন ভাষায় আক্রমণ করেছেন, তাঁকে নির্বোধ ও দুর্বল বলে গাল দিয়েছেন। তাঁর সমর্থকদের কেউ কেউ কমলাকে দেহোপজীবিনী বলতেও দ্বিধা করেনি।

এহেন ট্রাম্প নিজেকে নারীর রক্ষক হিসেবে হাজির করে বিপদেই পড়ে গেছেন। নারীদের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, ট্রাম্প মেয়েদের রক্ষা করবেন কী, তাঁর হাত থেকে মেয়েদের রক্ষা পাওয়াটাই অধিক জরুরি। গত দুই যুগ তিনি কখন, কীভাবে নারীর প্রতি কী আচরণ করেছেন, কী মন্তব্য করেছেন, সবাই তা এখন নতুন করে খুঁচিয়ে দেখা শুরু করেছে। এক বিবৃতিতে কমলা বলেছেন, ট্রাম্পের কথা থেকেই স্পষ্ট, নিজের শরীরের ওপর নারীর অধিকারের ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতায় তিনি বিশ্বাস করেন না। তাঁর প্রচারশিবিরে নানা সময়ে ট্রাম্পের বলা কথার এক ভিডিও মন্তাজ (কোলাজ) প্রকাশ করেছে, যা দেখে 'জঘন্য' ছাড়া অন্য কিছু বলা কঠিন।

গর্ভপাত প্রসঙ্গ

এবারের নির্বাচনে একটা প্রধান বিষয় গর্ভপাত প্রশ্নে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা। গর্ভপাত প্রশ্নে যে আইনি নিশ্চয়তা আমেরিকার নারীরা অর্ধশতক ধরে ভোগ করেছেন, ২০২২ সালে সুপ্রিম কোর্ট এক সিদ্ধান্তে তা বাতিল করেন। ট্রাম্প গর্ব করে বলেছিলেন, এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ শুধু তাঁর জন্যই সম্ভব হয়েছে, কারণ তিনি সুপ্রিম কোর্টে এমন তিনজন রক্ষণশীল বিচারপতিকে নিয়োগ দিয়েছেন, যাঁরা গর্ভপাতবিরোধী। রাজনৈতিকভাবে এই আইনি বিজয় যে তাঁর জন্য গলার কাঁটা হবে, সে কথা বুঝতে ট্রাম্পের বেশি সময় লাগেনি। তিনি জানেন, নিজের অতি-অনুগত রক্ষণশীল ও খ্রিষ্টপন্থীদের কাছে জনপ্রিয় হলেও দেশের অধিকাংশ নারী ও পুরুষ গর্ভপাতের অধিকার সংরক্ষণের পক্ষে। এখন নির্বাচনের আগে আগে তিনি সুর বদলের চেষ্টা করছেন, কিন্তু তাতে চিড়ে ভিজবে, তা ভাবার কোনো কারণ নেই।

'জেন্ডার গ্যাপ'

২০২২ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে গর্ভপাতের প্রশ্নটি ব্যবহার করে ট্রাম্প-সমর্থিত 'লাল ঢেউ' ঠেকানো গিয়েছিল। কমলা আশা করছেন, এবারও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। এই আশাবাদ যে ভিত্তিহীন নয়, জনমত জরিপ থেকে তার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার ৫০.৫০ শতাংশ নারী। মোট ভোটারের হিসাবেও তাঁরা পুরুষদের চেয়ে এগিয়ে (৫৩ শতাংশ)। তার চেয়ে বড় কথা, পুরুষদের তুলনায় নারীরা অধিক হারে ভোট দিয়ে থাকেন। পুরুষদের ভোট দেওয়ার গড় হার যেখানে ৬৫ শতাংশ, সেখানে নারীদের ভোট প্রদানের হার প্রায় ৭০ শতাংশ।

গর্ভপাত চলতি নির্বাচনের অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে ওঠায় স্বাভাবিকভাবেই নারী ভোটাররা, বিশেষত শিক্ষিত, শহুরে ও শহরতলির নারীরা কমলার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। অধিকাংশ জরিপ অনুসারে, পূর্বেকার বছরগুলোর তুলনায় এবার 'জেন্ডার গ্যাপ' ১৬ শতাংশ, যা আগের যেকোনো সময়কে ছাড়িয়ে যাবে। তবে কোনো কোনো দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যে (যেমন পেনসিলভানিয়া), ২৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আর বাকি তিন দিন। ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের নির্বাচনী সমাবেশে জনপ্রিয় মার্কিন তারকা জেনিফার লোপেজ (বাঁয়ে) দর্শকদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। গত বৃহস্পতিবার নেভাদা অঙ্গরাজ্যের লাস ভেগাসে। ছবি : এএফপি

আজকের আবহাওয়া
অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ১৯ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৬টা ৫ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : ফেনীতে ৩৫° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : তেঁতুলিয়া ও শ্রীমঙ্গলে ২৩° সেলসিয়াস

নামাজের সূচি

ফজর	৪:৪৯	মাগরিব	৫:২৩
জোহর	১১:৪৫	এশা	৬:৩৮
আসর	৩:৪৩	কাল ফজর	৪:৫০

প্রধান উপদেষ্টা আজ নারী ফুটবল দলকে সংবর্ধনা দেবেন

বাসস, *ঢাকা*

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস আজ শনিবার সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ বিজয়ী বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলকে সংবর্ধনা দেবেন।

বেলা ১১টায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং।

নেপালে সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৪ জিতে বৃহস্পতিবার দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল।

জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে আমাদের

বললেন পানিসম্পদ উপদেষ্টা

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পানিসম্পদ এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, 'জাতীয় স্বার্থে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।'

উপদেষ্টা গতকাল শুক্রবার ঢাকায় রামপুরা-জিরানী খাল পরিচ্ছন্নকরণ অভিযান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন। পরে মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এখনকার প্রজন্মের উদ্দেশে উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, 'আপনারা পরিষ্কার নদী দেখেননি, নদী পরিষ্কার হলে এটি কেমন হয়, মানুষের কত কাজে লাগে এটি আপনারা জানেন না। আজকে আপনাদের হাত দিয়ে যে খালটা পরিষ্কার হবে, এই খালটা যেন ভবিষ্যতেও পরিষ্কার থাকে। আগামী দিনের নেতা হিসেবে এ দায়িত্বটা আপনাদেরকে নিতে হবে।'

উপদেষ্টা আরও বলেন, সারা দেশে ৬৪ জেলায় নির্বাচিত ৬৪টি খাল বা জলাশয় পরিচ্ছন্নকরণ অভিযানের ধারণাটি এসেছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে এবং এটাই হচ্ছে যুবকদের শক্তি।

বললেন উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম

তরুণ প্রজন্মই নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশের

বাসস, *ঢাকা*

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম বলেছেন, বাংলাদেশের একটা প্রজন্মান্তর ঘটে গেছে। তরুণেরা বাংলাদেশকে নতুন করে পথ দেখিয়েছে। অর্থনীতিসহ সবকিছুতেই তরুণেরা নেতৃত্বে আসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। যে প্রজন্ম জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছে, সেই প্রজন্মই বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবে।

গতকাল শুক্রবার ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৪' উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

নাহিদ ইসলাম বলেন, তরুণদের নিয়ে শুধু বাংলাদেশের মানুষই নয়, সমগ্র পৃথিবী নতুন করে ভাবছে, আর অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। কারণ, বাংলাদেশের তরুণেরা এই জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে একটি নতুন পথ দেখিয়েছে। ফলে এই তারুণ্য বাংলাদেশকে পরবর্তী সময়ে কোথায় নিয়ে যাবে, পুরো পৃথিবী এখন সেটি দেখার অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি বলেন, তারুণ্যের ভেতরে যে উদ্যম, স্পৃহা ও সচেতনতা রয়েছে, এই গুণাবলিকে যদি কাজে লাগানো যায়, তাহলে বাংলাদেশ অবশ্যই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, সরকারি ক্ষেত্রে আগামী দুই বছরে পাঁচ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। তিনি আরও বলেন, মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সময় যৌবনকাল এবং মানবসম্পদের শ্রেষ্ঠ অংশ যুবসমাজ। 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' হিসেবে এই যুবশক্তি দেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হাসনাত আবদুল্লাহ বললেন

জনগণকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তারা আগামীতে কাকে ক্ষমতায় বসাবে

সংবাদদাতা, *কুমিল্লা*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, এ দেশ থেকে ফ্যাসিবাদ চিরতরে বিদায় নিয়েছে। দেশে আর ফ্যাসিবাদের পুনর্বাসন হবে না। পরবর্তী সরকারে কে আসবে, সেটা নির্ধারণ করবে জনগণ। জনগণ যদি মনে করে, এমন কাউকে আবারও ক্ষমতায় আনবে, যারা পূর্বের মতো ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা করবে, তাহলে এর দায়দায়িত্বও জনগণকেই নিতে হবে। এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে জনগণকে যে তারা আগামী সময়ে কাকে ক্ষমতায় বসাবে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে কুমিল্লার দেবীদ্বার উপজেলা পরিষদ হলরুমে 'ফ্যাসিবাদ-পরবর্তী আগামীর দেবীদ্বার নিয়ে জনগণের ভাবনা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা'য় হাসনাত আবদুল্লাহ এ কথা বলেন।

সংশোধনী

'আদানি "একতরফা" চুক্তির সুযোগ নিচ্ছে' শিরোনামে গতকাল শুক্রবার *প্রথম আলোর* প্রথম পাতায় প্রকাশিত সংবাদের সঙ্গে দেওয়া ইনফোগ্রাফিকসে তথ্যগত একটি ভুল ছিল। সেখানে কয়লার দাম প্রসঙ্গে আদানি গ্রুপের স্থানে ৭৫ ডলার লেখা হলেও তা হবে ৯৬ ডলার। ভুলবশত পায়রার স্থানে ৯৬ ডলার লেখা হয়েছিল। অনিচ্ছাকৃত এ ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। বা. স

ঝুঁকি ব্যস্ততম সড়কে ঝুঁকিপূর্ণভাবে মোটরসাইকেলে শিশুকে এক হাতে আঁকড়ে ধরে চলাচল করছেন অভিভাবক। সামান্য অসাবধানতায় ঘটতে পারে মারাত্মক দুর্ঘটনা। গতকাল বিকেলে রাজধানীর বিজয় সরণি এলাকায়। ছবি : দীপু মালাকার

সামাজিক মাধ্যমে ভুল তথ্যের ৪২ শতাংশই রাজনৈতিক

ডিসমিসল্যাবের প্রতিবেদন

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঘিরে ভুল তথ্য ছিল বেশি।

সুহাদা আফরিন, *ঢাকা*

চলতি বছরের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনীতি ও ধর্মসংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভুল তথ্যের ছড়াছড়ি বেড়ে যায়। এই সময়ে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিবেশ ছিল। ফলে রাজনৈতিক ভুল তথ্য ছড়ায় প্রায় ৪২ শতাংশ। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঘিরে ভুল তথ্য ছিল বেশি।

তথ্যব্যবস্থায় প্রযুক্তির প্রভাব নিয়ে গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান ডিজিটালি রাইটের তথ্য যাচাইয়ের উদ্যোগ ডিসমিসল্যাব এক প্রতিবেদনে এ কথা জানিয়েছে। ভুল তথ্যের প্রবণতা নিয়ে বছরের তৃতীয় প্রান্তিকের প্রতিবেদন বৃহস্পতিবার প্রকাশ করে তারা। বাংলাদেশের আটটি ফ্যাক্ট-চেক ওয়েবসাইটের ফ্যাক্ট-চেক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে ডিসমিসল্যাব।

ডিসমিসল্যাব জানিয়েছে, চলতি বছরের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে ফ্যাক্ট-চেক প্ল্যাটফর্মগুলো ৯১৭টি ভুল তথ্য শনাক্ত করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি (৪২ শতাংশ) ছিল রাজনৈতিক ভুল তথ্য; যা আগের প্রান্তিকের চেয়ে প্রায় ৩ গুণ এবং প্রথম প্রান্তিকের চেয়ে দ্বিগুণ বেশি। রাজনৈতিক ভুল তথ্যের পরেই রয়েছে ধর্ম বিষয়ে ভুল তথ্য (সাড়ে ১১ শতাংশ)।

ডিজিটালি রাইটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিরাজ আহমেদ চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, রাজনৈতিক অস্থিরতার সঙ্গে ভুল তথ্য বা অপতথ্যের সম্পৃক্ততা রয়েছে। এ প্রতিবেদনেও সেটা দেখা গেছে। গত জানুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের পর এ ধরনের তথ্য ছড়ানোর প্রবণতা কমে এসেছিল; কিন্তু জুন থেকে তা বাড়তে থাকে।

রাজনৈতিক ভুল তথ্যের বিষয়বস্তুতে ড. ইউনূস-শেখ হাসিনা

বাংলাদেশি ফ্যাক্ট-চেকাররা জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রেকর্ড পরিমাণ ১ হাজার ৩৪৫টি ফ্যাক্ট-চেক করেছে। যার মধ্যে এককভাবে ৯১৭টি ভুল তথ্য তারা পেয়েছে।

ডিসমিসল্যাব বলেছে, জুন মাসে ভুল তথ্য ছড়ানো শুরু হয়। পরে কোটা সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে জুলাইয়ে ইন্টারনেট বন্ধ করা হলে তখন কিছুটা কমে যায়। এরপর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতন এবং ৮ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে নতুন অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হলে ভুল তথ্য ছড়ানো বাড়তে থাকে। সেপ্টেম্বরে তা শীর্ষে পৌঁছায়।

রাজনৈতিক ভুল তথ্য মূলত দুই পক্ষকে ঘিরে ছড়িয়েছে। শেখ হাসিনা ও তাঁর দল আওয়ামী লীগের নেতাদের জড়িয়ে সবচেয়ে বেশি ভুল তথ্য ছড়িয়েছে, যা ৩৬ শতাংশ। আর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস, তাঁর সরকার ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের জড়িয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভুল তথ্য ছড়িয়েছে, যা ৩৫ শতাংশ।

রাজনৈতিক ভুল তথ্যের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লক্ষ্য করে সবচেয়ে বেশি ভুল তথ্য ছড়ানো হয়েছে।

ডিসমিসল্যাবের প্রতিবেদনে বলা হয়, বিগত বছরগুলোতে সাধারণত বিএনপিকে লক্ষ্য করে ভুল তথ্য ছড়ানো হতো, যা এবার ৮ শতাংশে নেমেছে। তবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং দলটির ছাত্রসংগঠন ছাত্রশিবিরকে লক্ষ্য করে ভুল তথ্য ছড়ানো বেড়ে ১১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

ডিসমিসল্যাব ভুল তথ্যকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছে : 'নেতিবাচক' ও 'ইতিবাচক বা নিরপেক্ষ'। শেখ হাসিনা সম্পর্কিত ভুল তথ্যের প্রায় ৪৯ শতাংশ ছিল তাঁকে মহিমান্বিত করা। অন্যদিকে ড. ইউনূসকে ঘিরে ভুল তথ্যের ৬৫ শতাংশ ছিল নেতিবাচক।

ধর্ম বিষয়ে ভুল তথ্য

আগস্টের শুরুতে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলাসংক্রান্ত ভুল তথ্য ছড়িয়েছে। যেখানে পুরোনো ছবি বা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়, এমন ছবি-ভিডিও ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে এ-সংক্রান্ত ছবি-ভিডিও ছড়ানো হয়। যার বেশির ভাগ অ্যাকাউন্টের উৎস ভারত।

ডিসমিসল্যাব জানিয়েছে, ধর্ম বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের নামে মিথ্যা বিবৃতিও ছড়ানো হয়েছে।

ভিডিওতে বেশি ভুল তথ্য

জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যত ভুল তথ্য ফ্যাক্ট-চেকাররা শনাক্ত করেছেন, তার মধ্যে ভিডিও ৩১ শতাংশ। এরপর ছবি ২৭ শতাংশ এবং গ্রাফিক কার্ড ১৯ শতাংশ। তবে চলতি বছরের প্রথম দুই প্রান্তিকে ভিডিও ও ছবির মাধ্যমে ছড়ানো ভুল তথ্য আরও বেশি ছিল। তৃতীয় প্রান্তিকে গ্রাফিক কার্ডের মাধ্যমে ছড়ানো ভুল তথ্য বেড়েছে।

গ্রাফিক কার্ডের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভুল তথ্যের মধ্যে ৮১ শতাংশ ছিল প্রতিষ্ঠিত গণমাধ্যমের নাম ও লোগো নকল করা। এ ধরনের ভুল তথ্যের প্রায় অর্ধেকই রাজনীতিসংশ্লিষ্ট।

স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলো সাময়িকভাবে বিজয়ী হতে পারে

ট্রাম্পের মন্তব্য নিয়ে প্রেস সচিব

প্রথম আলো ডেস্ক

স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলো সাময়িকভাবে বিজয়ী হতে পারে; কিন্তু দ্রুতই তারা এটা বুঝতে পারবে যে তাদের বক্তব্যের কোনো সারবত্তা নেই। সামাজিক মাধ্যমে টাকা ঢেলে বক্তব্য ছড়িয়ে বা নিউইয়র্কের গণপরিবহনব্যবস্থা ও ভ্যানে ব্যানার টাঙিয়ে তাদের কোনো কাজে আসবে না।

কথাগুলো বলেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এ কথাগুলো বলেছেন তিনি।

গতকাল শুক্রবার ফেসবুকে এক পোস্টে প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, 'বাংলাদেশে যেসব ঘটনা ঘটছে, সে বিষয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প কী ভাবছেন, তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শিগগিরই মুক্ত বিশ্বের নেতা হতে পারেন। তবে আমাদের কাজ হলো সবচেয়ে স্বচ্ছতার সঙ্গে এবং যথাসম্ভব খোলামেলাভাবে সত্যটা তুলে ধরা।'

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প বৃহস্পতিবার এক্সে এক পোস্টে বলেন, 'আমি বাংলাদেশে হিন্দু, খ্রিষ্টান ও অন্য সংখ্যালঘুদের ওপর বর্বরোচিত সহিংসতার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। দেশটিতে দলবদ্ধভাবে তাঁদের ওপর হামলা ও লুটপাট চালানো হচ্ছে। বাংলাদেশ এখন পুরোপুরিভাবে একটি বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে রয়েছে।'

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই বক্তব্য নিয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি শফিকুল আলম। তবে নেত্র নিউজকে বাংলাদেশের সবচেয়ে শ্রদ্ধাপূর্ণ অনুসন্ধানী সংবাদমাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করে তিনি ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, তারা একটি দারুণ সাংবাদিকতা করেছে। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের ব্যানারে পরিচালিত কিছু মিথ্যা প্রচারণাকে তুলে ধরেছে।

শফিকুল আলম লিখেছেন, 'আমরা জানি, বিপ্লব (জুলাই গণ-অভ্যুত্থান) নিয়ে বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে সহিংসতা চালানোর বিষয়ে মিথ্যা বয়ান তৈরির ক্ষেত্রে এই গোষ্ঠীর ভাষ্যগুলো একটি বড় ভূমিকা রেখেছে। আমরা এটা অস্বীকার করছি না যে কিছু ধর্মীয় সহিংসতা ঘটেনি; কিন্তু সেগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং সেগুলো নিয়ে ব্যাপকভাবে অতিরঞ্জন করা হয়েছে।'

ফেসবুক পোস্টে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস কীভাবে বিভিন্ন সংকট সামলে নিচ্ছেন, তা নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন তাঁর প্রেস সচিব শফিকুল।

পুলিশের নিষেধাজ্ঞা মেনে দুই পক্ষের কর্মসূচি স্থগিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দুপুরে জাতীয় পার্টির বনানীর কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির চেয়ারম্যান জি এম কাদের ঘটনার প্রতিবাদ জানান। কাকরাইলে শনিবার যেকোনো মূল্যে সমাবেশ করার ঘোষণা দেন তিনি। জি এম কাদের বলেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও কাকরাইলে জাতীয় পার্টি সমাবেশ করবে।

দলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে জি এম কাদের এ-ও বলেন, 'কেউ ভয় পাবেন না, যে যেখানে আছেন। আমরা মরতে আসছি, আমরা মরতে চাই। কত লোক মারবেন ওনারা, আমরা সেটা দেখতে চাই। আমরা কোনো অপরাধ করিনি। আমাদের জোর করে অপরাধী করা হচ্ছে। কেন করা হচ্ছে, আমরা জানি না।'

জি এম কাদের আরও বলেন, 'জাতীয় পার্টি জাতীয় পর্যায়ের একটি রাজনৈতিক দল। বারবার আমাদের কবরস্থ করার পরও আমরা কবর থেকে উঠে এসেছি। কেউ আমাদের ধ্বংস করতে পারেনি। যেহেতু আমরা সহাবস্থানের রাজনীতি করি, আমরা দখলদারি করিনি, সন্ত্রাসের রাজনীতি করি না, হাট-মাঠ-ঘাট দখল করিনি, মানুষকে অত্যাচার-দলীয়করণ করিনি।'

তবে শেষ পর্যন্ত সমাবেশ স্থগিত করেছে জাপা। দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঘিরে কাকরাইল এলাকায় পুলিশ নিষেধাজ্ঞা দিলে গতকাল সন্ধ্যার পর জি এম কাদেরের নেতৃত্বে জাপার শীর্ষপর্যায়ের নেতারা বৈঠকে বসেন। সেই বৈঠকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শনিবারের সমাবেশ সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়।

পুলিশের নিষেধাজ্ঞার পর 'ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র শ্রমিক জনতা' তাদের কর্মসূচিও স্থগিত করেছে। এর আগে 'ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র, শ্রমিক, জনতা' শনিবার বেলা ১১টায় জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়গুলোর সামনে 'ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ' কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল।

গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের কিছুদিন পর থেকে জাতীয় পার্টিকে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের 'দোসর' বলে আসছিলেন ছাত্রনেতারা। যার রেশ ধরে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সাম্প্রতিক বৈঠকগুলোতে দলটিকে ডাকা হয়নি। ইতিমধ্যে জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে ঢাকায় সংঘটিত দুটি হত্যা মামলায় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের ও তাঁর স্ত্রী শেরীফা কাদের এবং দলের মহাসচিবসহ কয়েকজন নেতাকে আসামি করা হয়। এ নিয়ে দুই পক্ষের মুখোমুখি অবস্থানে উত্তেজনা চলছিল। রংপুরে জাপার পক্ষ থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দুই নেতাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে।

> গত ১৭ অক্টোবর জাতীয় পার্টি নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের দাবিতে কাকরাইলে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচির ঘোষণা দেয়। এই কর্মসূচির দুই দিন আগে সমাবেশস্থল কাকরাইলে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।

গত ১৭ অক্টোবর জাতীয় পার্টি নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের দাবিতে কাকরাইলে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচির ঘোষণা দেয়। এই কর্মসূচির দুই দিন আগে সমাবেশস্থল কাকরাইলে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জাপার কার্যালয়ের ওই ঘটনার এক পর্যায়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ ফেসবুকে এক পোস্টে বলেন, 'এবার এই জাতীয় বেইমানদের উৎখাত নিশ্চিত।' এর কিছুক্ষণ পর আরেকটি পোস্টে তিনি লেখেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য থেকে রাত সাড়ে আটটায় মিছিল নিয়ে তাঁরা বিজয়নগরে যাবেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আরেক নেতা সারজিস আলম বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে ফেসবুকে একই রকম পোস্ট দেন। তিনি লিখেছেন, 'রাজু ভাস্কর্য থেকে মিছিল নিয়ে আমরা বিজয়নগরে যাচ্ছি।' পরে রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি মিছিল বিজয়নগরের উদ্দেশে বের হয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যসচিব আরিফ সোহেল গতকাল রাতে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শিক্ষার্থীদের ওপর জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীরা হামলা করায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহসহ কেউ কেউ ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এটা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফোরামের সিদ্ধান্ত ছিল না। তবে জাতীয় পার্টির কর্মসূচি নিয়ে আপাতত আমাদের কোনো কর্মসূচির চিন্তা নেই।'

জাপা কার্যালয়ের চিত্র

কাকরাইলে চারতলা ভবনটির নিচতলা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই পোড়া চিহ্ন এখনো রয়ে গেছে। অন্য তলাগুলো ভাঙচুর করা হয়েছে। সেসব তলায় গিয়ে দেখা যায়, জিনিসপত্র ভবনের মেঝেতে পড়ে আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। গতকাল বেলা ১১টার দিকে সরেজমিন দেখা যায়, হামলা-ভাঙচুর ও আগুন দেওয়া ভবনটি খালি পড়ে আছে। ঘটনাস্থলে এসেছেন কিছু নেতা-কর্মী। তবে কার্যালয়ের সামনে পুলিশ ও অন্য কোনো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের দেখা যায়নি।

ভবনটি দেখতে আসা নেতা-কর্মীদের অনেকেরই প্রশ্ন ছিল, দেশে কি প্রশাসন নেই, এভাবে কার্যালয়টি পুড়িয়ে দেওয়া হলো। কোনো বাধা দেওয়া হলো না। এসব কর্মীর নাম জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলতে চাননি।

পুলিশের নিষেধাজ্ঞা

জাতীয় পার্টির সমাবেশের দিন শনিবার রাজধানীর কাকরাইলসহ আশপাশ এলাকায় সভা-সমাবেশ, মিছিল, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করেছে ডিএমপি। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে এক গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে এই নিষেধাজ্ঞার কথা জানিয়েছে ডিএমপি।

ডিএমপি কমিশনার মাইনুল হাসান স্বাক্ষরিত গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে সম্প্রতি উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় জনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিন্যান্স (অর্ডিন্যান্স নম্বর ১১১-৭৬)-এর ২৯ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে শনিবার পাইওনিয়ার রোডের ৬৬ নম্বর ভবন, পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইলসহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় যেকোনো ধরনের সভা, সমাবেশ, মিছিল, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হলো।

বড় গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার ছাড়া আবাসিকে সংযোগ সম্ভব নয়

ভোলায় জ্বালানি উপদেষ্টা

২০২৪ সালে আরও ৫টিসহ ২০২৮ সালের মধ্যে ভোলায় আরও ১৯টি গ্যাসকূপ খনন করা হবে বলে জানিয়েছেন উপদেষ্টা।

প্রতিনিধি, *ভোলা*

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেছেন, বড় ধরনের গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার ছাড়া এ মুহূর্তে ভোলা কেন, বাংলাদেশের কোথাও আবাসিক খাতে গ্যাস-সংযোগ দেওয়া সম্ভব নয়।

গতকাল শুক্রবার ভোলা সদর উপজেলার পশ্চিম ইলিশা ইউনিয়নের মালেরহাট এলাকায় ইলিশা-১ গ্যাসক্ষেত্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে জ্বালানি উপদেষ্টা এ কথা বলেন। জ্বালানি উপদেষ্টা আরও বলেন, ২০২৪ সালের মধ্যে আরও ৫টিসহ ২০২৮ সালের মধ্যে ভোলায় আরও ১৯টি গ্যাসকূপ খনন করা হবে। তখন বড় মজুতের কূপ আবিষ্কৃত হলে ভোলার মানুষের দাবি বাস্তবায়িত হবে বলে উপদেষ্টা আশ্বাস দেন।

দুপুর ১২টার দিকে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান ভোলায় আসেন। পরে দিনব্যাপী বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেডের (বাপেক্স) আবিষ্কৃত ভোলা নর্থ-১, নর্থ-২, ইলিশা-১, শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র, বোরহানউদ্দিন উপজেলায় অবস্থিত ২২০ মেগাওয়াট, নতুন বিদ্যুৎ বাংলাদেশ লিমিটেড ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ২২৫ মেগাওয়াট, কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, ভোলার বাংলাবাজারে অবস্থিত পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ও প্রস্তাবিত ভোলা নর্থ প্রসেস প্ল্যান্ট এলাকা পরিদর্শন করেন। বোরহানউদ্দিন শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রে তিনি মতবিনিময় সভা করেন।

ইলিশা-১ গ্যাসক্ষেত্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেন, 'বাণিজ্যিক খাতে গ্যাস-সংযোগ বন্ধ নেই। ভোলায় এটা চাইলেই পেট্রোবাংলার সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড গ্যাস-সংযোগ দিতে বাধ্য। কিন্তু আবাসিক খাতে গ্যাস-সংযোগ নিয়ে আমরা বিরাট সমস্যায় আছি। ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে আবাসিক খাতে যে গ্যাস-সংযোগ আছে, আমাদের যে বিডা (বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ), বেজা (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ) রয়েছে, যেসব অর্থনৈতিক অঞ্চল, রপ্তানিমুখী অঞ্চল রয়েছে, তাদের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও আলাপ করেছি, সব জায়গায় অনেকেই বলছে, আবাসিক খাতে নতুন করে গ্যাস-সংযোগ দেওয়া যাবে না। যাদের সংযোগ আছে, তাদের সংযোগও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।'

ছিনতাইকারী ও ডাকাতেরা বেপরোয়া

প্রথম পৃষ্ঠার পর

> সন্ত্রাস, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, মাদক, কিশোর গ্যাং, ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে চলমান বিশেষ অভিযান জোরদার করতে পুলিশের সব ইউনিটকে নির্দেশনা দিয়েছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. ময়নুল ইসলাম। গত সোমবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশনার কথা জানানো হয়।

নওগাঁ থেকে জাররাফ আহমেদ নামে এক যুবক ২৭ আগস্ট ভোরে ঢাকায় নেমেই দারুস সালাম এলাকায় ছিনতাইকারীদের হাতে প্রাণ হারান।

সাম্প্রতিক সময়ে আলোচিত ডাকাতির ঘটনার মধ্যে একটি হচ্ছে ১১ অক্টোবর রাতে মোহাম্মদপুরে বেড়িবাঁধ এলাকায় ব্যবসায়ী আবু বকরের বাসায় ও কার্যালয়ে ডাকাতি হয়। সেনাবাহিনী ও র‍্যাবের পোশাক পরা ডাকাতেরা নিজেদের যৌথ বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ৭৫ লাখ টাকা ও ৭০ ভরি সোনা লুট করে নিয়ে যান। অবশ্য সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে এই ঘটনায় জড়িত অনেককে শনাক্ত করে দ্রুত গ্রেপ্তার করা হয়।

কী বলছে পুলিশ

পুলিশের কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গুলি চালানোকে কেন্দ্র করে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরপর পুলিশের ওপরও ব্যাপক হামলা হয়। পুড়িয়ে দেওয়া হয় অনেক থানা ভবন, পুলিশের টহল যান। সপ্তাহখানেক থানায় কোনো পুলিশ ছিল না। পরে পুলিশ ফিরলেও যানবাহন ও জনবল-সংকটে পুলিশের টহল কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হয়নি। এ সুযোগে অপরাধীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। কিছু এলাকায় গড়ে উঠেছে নতুন সন্ত্রাসী গ্রুপ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চাকরিচ্যুত সদস্যদের কেউ কেউও ডাকাতিতে যুক্ত হয়েছে, এমন উদাহরণও পাওয়া গেছে।

পুলিশের একাধিক সূত্র বলছে, অন্তর্বর্তী সরকার এসে ঢাকা মহানগর পুলিশের মাঠপর্যায়ে ব্যাপক রদবদল করে। এখন ঢাকার থানাগুলোতে পুলিশের বড় অংশই ঢাকার বাইরে থেকে আসা। তারা রাজধানীর বিভিন্ন অলিগলি এখনো ঠিকমতো চেনে না। এ ছাড়া রাজধানীতে তাদের সোর্সও (তথ্যদাতা) এখনো গড়ে ওঠেনি। তাই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তাদের বেগ পেতে হচ্ছে।

এমন পরিস্থিতিতে প্রতিকার পেতে ভুক্তভোগীদের থানায় যাওয়ার ওপর জোর দিলেন ডিএমপি কমিশনার মো. মাইনুল হাসান। তিনি গত বুধবার *প্রথম আলোকে* বলেন, ছিনতাই-ডাকাতি প্রতিরোধে পুলিশকে টহল দিতে ৩০০ মোটরসাইকেল দেওয়া হয়েছে। ডিএমপির যেসব গাড়ি পোড়ানো হয়েছিল, সেগুলো মেরামত করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ ও র‍্যাব দিনরাত কাজ করে যাচ্ছে বলে জানালেন মহানগর পুলিশের এই কর্মকর্তা।

প্রতিবাদের পর অভিযান

সাম্প্রতিক সময়ে মোহাম্মদপুরে খুন, ছিনতাই, ডাকাতি ও সংঘর্ষের ঘটনাসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হলে স্থানীয় বাসিন্দারা গত শনিবার সন্ত্রাসমুক্ত মোহাম্মদপুরের দাবিতে থানার সামনে প্রতিবাদ জানান। এরপর ওই দিন রাতেই সেনাবাহিনী, পুলিশ ও র‍্যাব যৌথ অভিযান শুরু করে। গতকাল শুক্রবার পর্যন্ত ছিনতাই ও ডাকাতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে ১০৮ জনকে গ্রেপ্তার করে যৌথ বাহিনী।

এরপর মোহাম্মদপুরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও ঢাকার অন্যান্য এলাকার উন্নতি নেই। গত বুধবার দুপুরে পল্লবীর বাউনিয়া বাঁধ এলাকায় মাদকের কারবার নিয়ে বিরোধের জের ধরে সন্ত্রাসীদের গুলিতে আয়েশা আক্তার (২৮) নামের এক নারী নিহত হন। গুলিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলের অদূরে দোতলা একটি বাড়ির জানালার পাশে দাঁড়ানো ওই নারীর শরীরে লেগেছিল।

বিশেষ অভিযান জোরদারের নির্দেশ

সন্ত্রাস, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, মাদক, কিশোর গ্যাং, ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে চলমান বিশেষ অভিযান জোরদার করতে পুলিশের সব ইউনিটকে নির্দেশনা দিয়েছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. ময়নুল ইসলাম। গত সোমবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশনার কথা জানানো হয়।

জানতে চাইলে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) মহাপরিচালক এ কে এম শহিদুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, মোহাম্মদপুর এলাকায় ছিনতাই-ডাকাতি বেড়ে গেছে। যৌথ বাহিনী সেখানে অভিযান পরিচালনা করছে। কিছু ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের গ্রেপ্তারের প্রক্রিয়া চলছে। পুরো ঢাকা শহরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে স্বাভাবিক থাকে, অপরাধ যাতে না বাড়ে, সে ব্যাপারে তৎপরতা অব্যাহত আছে।

নারী ভোট হতে পারে কমলার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ কথা ঠিক, পুরুষ ভোটার, বিশেষত শ্বেতাঙ্গ ও কম শিক্ষিত পুরুষদের মধ্যে ট্রাম্পের সমর্থন বেশি। এই গ্রুপের ভোটারদের মধ্যে কমলার তুলনায় ট্রাম্প ৯-১০ শতাংশ হারে এগিয়ে। অধিকাংশ পর্যবেক্ষক মনে করেন, চলতি জরিপ যদি ঠিক হয়, তাহলে শুধু নারী ভোটের সাহায্যেই কমলার পক্ষে পুরুষ ভোটারদের সঙ্গে তাঁর এই ফারাক কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে।

উদাহরণ হিসেবে পেনসিলভানিয়ার কথা ভাবা যাক। নতুন জরিপে দেখছি, মিশিগান ও উইসকনসিনে কমলা ২ শতাংশ বা তার চেয়ে অধিক ব্যবধানে এগিয়ে। কিন্তু ২৭০টি ইলেকটোরাল কলেজ ভোট পেতে হলে তাঁকে পেনসিলভানিয়ার ১৯টি ইলেকটোরাল ভোট কবজা করতেই হবে। এই অঙ্গরাজ্যে নারীদের মধ্যে ট্রাম্পের তুলনায় কমলার সমর্থন ১২ শতাংশ বেশি, ৫৫ শতাংশ বনাম ৪৩ শতাংশ। অন্যদিকে পুরুষদের মধ্যে ট্রাম্পের সমর্থন ৫৪ শতাংশ, কমলার ৪৪ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান থেকে ভোটের প্রকৃত হিসাবটি পাওয়া যাবে না। সে জন্য দেখতে হবে এখানে মোট ভোটার কত এবং তারা কী হারে ভোট দেয়। ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের এক নির্বাচনী বিশ্লেষণ অনুসারে, ২০২০ সালে যাঁরা ভোটে অংশগ্রহণ করেন, তার ৫৩ শতাংশ নারী এবং ৪৭ শতাংশ পুরুষ। মোট প্রদত্ত ভোট গুনে ব্রুকিংস জানাচ্ছে, এ বছরের নির্বাচনেও যদি নারী ও পুরুষ গতবারের হারে ভোট দেন, তাহলে ট্রাম্পের তুলনায় কমলা ১ লাখ ১৪ হাজার ৭৯৪ অধিক ভোট পাবেন। ২০২০ সালে জো বাইডেন এই অঙ্গরাজ্যে মাত্র ৮১ হাজার ৬৬০ ভোটে জিতেছিলেন।

অপর দুই দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্য মিশিগান ও উইসকনসিনেও কমলা নারী-পুরুষ অনুপাতে বেশ ভালো ব্যবধানে এগিয়ে। মিশিগানে এই হিসাব ৫৬: ৫২ ও উইসকনসিনে ৫৬: ৫৩, কমলার পক্ষে।

আগাম ভোটে অধিক নারী

কমলার জন্য আরও একটি সুখবর রয়েছে। ইতিমধ্যে ৫ কোটি ৮০ লাখ মানুষ আগাম ও ডাকযোগে ভোট দিয়েছেন। এনবিসির হিসাব অনুসারে, পুরুষদের তুলনায় নারীদের ভোট পড়েছে ১০ শতাংশ বেশি। বেশি নারী ভোট মানে কমলার বাক্সে অধিক ভোট, সে কথা মাথায় রেখে ট্রাম্পের অন্যতম সমর্থক চার্লি কার্ক এক্স বা টুইটারে উদ্বিগ্ন হয়ে লিখেছেন, মেয়েরা অনেক বেশি হারে ভোট দিচ্ছেন। এভাবে যদি পুরুষ ভোটাররা ঘরে বসে থাকেন, তাহলে নির্ঘাত কমলাই প্রেসিডেন্ট হবেন।

আট বছর আগে হিলারি ক্লিনটন জয়ের মুখে দাঁড়িয়েও পরাস্ত হয়েছিলেন। ট্রাম্পের সেই বিজয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নারীদের অনেকেই লজ্জিত হয়েছিলেন। এবার আরেক সুযোগ এসেছে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন এই প্রজাতন্ত্রে প্রথমবারের মতো একজন নারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করার। মোটেই বিস্মিত হব না যদি নারী ভোটারদের সমর্থনেই সে বিজয় অর্জিত হয়। নারী ভোট হতে পারে কমলার 'ট্রাম্প কার্ড'।

মার্কিন নির্বাচন ২০২৪

সর্বশেষ জনমত জরিপ
(১ নভেম্বর)

জাতীয় গড়
কমলা হ্যারিস ৪৯%
ডোনাল্ড ট্রাম্প ৪৮%

দোদুল্যমান সাত অঙ্গরাজ্য

কমলা	অঙ্গরাজ্য	ট্রাম্প
কমলা : ৪৮%	পেনসিলভানিয়া	ট্রাম্প : ৪৯%
কমলা : ৪৭%	অ্যারিজোনা	ট্রাম্প : ৪৯%
কমলা : ৪৮%	নেভাদা	ট্রাম্প : ৪৮%
কমলা : ৪৯%	উইসকনসিন	ট্রাম্প : ৪৮%
কমলা : ৪৮%	নর্থ ক্যারোলাইনা	ট্রাম্প : ৪৯%
কমলা : ৪৯%	মিশিগান	ট্রাম্প : ৪৮%
কমলা : ৪৮%	জর্জিয়া	ট্রাম্প : ৪৯%

সূত্র : নিউইয়র্ক টাইমস

“ একদিকে ছিল দেশমাতৃকা, অপর দিকে মৃত্যু। মাতৃভূমি অথবা মৃত্যু যেকোনো একটাকে বেছে নিয়ে আমাদের লড়তে হয়েছিল।

নাহিদ ইসলাম, তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সবাই রাস্তায় নেমে এসেছিল উল্লেখ করে

সংক্ষেপে

ডেঙ্গুতে তিনজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৩৮২

দেশে গতকাল শুক্রবার সকাল আটটা থেকে আগের ২৪ ঘণ্টায় তিন ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এ সময় ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩৮২ জন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা গেছে। মারা যাওয়া তিনজনই পুরুষ। দুজনের মৃত্যু হয়েছিল ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) এলাকার হাসপাতালে। অপরজন মারা গেছেন ময়মনসিংহ বিভাগের একটি হাসপাতালে। নতুন ডেঙ্গু রোগীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৪৮ জন ভর্তি হয়েছেন ডিএনসিসি এলাকার বিভিন্ন হাসপাতালে। আর চট্টগ্রাম বিভাগে ৬৩, খুলনা বিভাগে ৪৬, মহানগর ছাড়া ঢাকার অন্যান্য জেলায় ৩৫, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ২৮, ময়মনসিংহ বিভাগে ২৫, রাজশাহী বিভাগে ২০, বরিশাল বিভাগে ১২ ও সিলেট বিভাগে ৫ ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হন। চলতি বছর এ পর্যন্ত ৩০০ ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ১৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে অক্টোবরে। মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৫১ দশমিক ৩ শতাংশ নারী ও ৪৮ দশমিক ৭ শতাংশ পুরুষ। ১ জানুয়ারি থেকে শেষ ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৬২ হাজার ১৯৯ ডেঙ্গু রোগী। তাঁদের মধ্যে পুরুষ ৬৩ দশমিক ৩ শতাংশ ও নারী ৩৬ দশমিক ৭ শতাংশ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

খাঁচা

ফেরি করে মুরগির খাঁচা বিক্রি করেন মমিন মিয়া। আকারভেদে প্রতিটির দাম ৮০ থেকে ১২০ টাকা। গতকাল রংপুরের মিঠাপুকুরের হাতিমপুর এলাকায়। ছবি : মঈনুল ইসলাম

ঢাকা-আদ্দিস আবাবা রুটে সরাসরি ফ্লাইট কাল থেকে

আফ্রিকার শীর্ষ বিমান সংস্থা এবং স্টার অ্যালায়েন্সের সদস্য ইথিওপিয়ান এয়ারলাইনস ৩ নভেম্বর থেকে ঢাকা-আদ্দিস আবাবা রুটে সরাসরি ফ্লাইট চালু করবে। এয়ারলাইনসটি সপ্তাহে পাঁচটি ফ্লাইট পরিচালনা করবে। উদ্বোধনী ফ্লাইটে থাকছে অত্যাধুনিক বোয়িং ড্রিমলাইনার ৭৮৭-৯। ফ্লাইটটি সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছাবে এবং একই দিন আবার আদ্দিস আবাবার উদ্দেশে যাত্রা করবে। এই রুটে ফ্লাইটগুলো রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা থেকে ছেড়ে যাবে। এ ছাড়া অতিরিক্ত ফ্লাইট প্রতি সোম ও শুক্রবার সকালে ঢাকা ছাড়বে। ইথিওপিয়ান এয়ারলাইনসের গ্রুপ চিফ কমার্শিয়াল অফিসার লেম্মা ইয়াদেচা ও বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মঞ্জুর কবীর ভূঁইয়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। প্রসঙ্গত, যাত্রী গন্তব্য এবং আয়ের দিক থেকে ১৪৭টি উড়োজাহাজ নিয়ে ইথিওপিয়ান এয়ারলাইনস আফ্রিকার সবচেয়ে বড় বিমান সংস্থা। এটি বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম বিমান সংস্থা হিসেবে স্বীকৃত।

বাসস, *ঢাকা*

স্ত্রী-সন্তানের জন্য সরকারি গাড়ি বরাদ্দ নেন তিনি

দুর্নীতি দমন কমিশন

কমিশনের সাবেক কমিশনার (তদন্ত) মো. জহুরুল হক সাড়ে তিন বছর আগে বেআইনিভাবে সংস্থা থেকে একটি গাড়ি বরাদ্দ নেন।

- গত মঙ্গলবার জহুরুল হক পদত্যাগ করলেও বৃহস্পতিবার পর্যন্ত গাড়িটি বুঝিয়ে দেননি।
- চালকসহ গাড়িটি আরও এক মাস পারিবারিক কাজে ব্যবহার করতে চান তিনি।

নুরুল আমিন, *ঢাকা*

মো. জহুরুল হক

সরকারি গাড়ি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের অভিযোগে আগে অনেকের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সেই দুদকেরই সাবেক কমিশনার কমিশনার (তদন্ত) মো. জহুরুল হক স্ত্রী ও সন্তানদের চলাফেরায় চালকসহ সরকারি গাড়ি ব্যবহার করতেন। দুদক সূত্র জানায়, সাড়ে তিন বছর আগে বেআইনিভাবে সংস্থাটি থেকে গাড়িটি বরাদ্দ নেন তিনি।

গত মঙ্গলবার দুদক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ এবং কমিশনার (তদন্ত) মো. জহুরুল হক ও কমিশনার (অনুসন্ধান) মোছা. আছিয়া খাতুন পদত্যাগ করেন। তবে গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত গাড়িটি বুঝিয়ে দেননি জহুরুল হক। চালকসহ গাড়িটি আরও এক মাস পারিবারিক কাজে ব্যবহার করতে চান তিনি।

দুদকের সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, জহুরুল হকের নিজের ব্যবহারের জন্য একটি গাড়ি বরাদ্দ ছিল। এর বাইরে ২০২১ সালের এপ্রিলে তিনি চালকসহ আরেকটি গাড়ি সার্বক্ষণিক ব্যবহার করার জন্য বরাদ্দ নেন। সেই গাড়িতে তাঁর স্ত্রী ও ছেলে অফিসে যাতায়াত করতেন।

বরাদ্দ নেওয়া গাড়িটির চালক মো. সাদ্দাম হোসেন। গত বৃহস্পতিবার *প্রথম আলো*কে তিনি বলেন, ‘সাড়ে তিন বছর ধরে গাড়িটি চালাচ্ছি। গাড়িতে স্যারের স্ত্রী ও ছেলে অফিসে যাওয়া-আসা করেন। এটি আরও এক মাস স্যার রাখবেন বলে জানিয়েছেন।’

নাম প্রকাশ না করে দুদকের দায়িত্বশীল কয়েকজন কর্মকর্তা বলেন, দুদকে গাড়ির সংকট। উপপরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তারাও শেয়ার করে গাড়ি ব্যবহার করেন। সেখানে বেআইনিভাবে একজন কমিশনার প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে একটি গাড়ি বরাদ্দ নিয়ে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেছেন। অথচ দুদক সরকারি গাড়ি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করে।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, জহুরুল হক পদত্যাগ করার পর গাড়িটি ফেরত চাওয়া হয়েছিল। তখন তিনি মৌখিকভাবে গাড়িটি আরও এক মাস ব্যবহার করার কথা জানিয়েছেন। এতে রাজি হয়েছেন দুদকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।

সূত্র আরও জানায়, রাষ্ট্রায়ত্ত পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশের (পিজিসিবি) গাড়ি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করে সরকারের আর্থিক ক্ষতি করার অভিযোগে কোম্পানিটির দুই কর্মীর বিরুদ্ধে গত বছর মামলা করেছে দুদক। অথচ দুদকের শীর্ষস্থানীয় একজন কর্মকর্তা একই অপরাধ করেছেন।

> “ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অনুযায়ী কর্মকর্তা নিজে ব্যবহারের জন্য গাড়ি পাবেন। তবে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের জন্য গাড়ি বরাদ্দ দেওয়ার সুযোগ নেই।
>
> **সমীর বিশ্বাস**, উপপরিচালক, দুদক

চালকসহ গাড়ি বরাদ্দের জন্য দুদকে আবেদন করেছিলেন সাবেক কমিশনার জহুরুল হকের একান্ত সচিব। সেই আবেদনে বলা হয়েছিল, জহুরুল হক ধানমন্ডির সরকারি বাংলোতে বসবাস করেন। তিনি তাঁর অনুকূলে চালকসহ অতিরিক্ত একটি গাড়ি বরাদ্দ চান। গাড়ি ব্যবহার বাবদ সরকারি ফি তিনি পরিশোধ করবেন। তাঁর বাসভবনে চালকের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

পরে গাড়ি বরাদ্দ দিয়ে দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে চিঠি ইস্যু করা হয়। সেখানে বলা হয়, কমিশনার জহুরুল হকের ইচ্ছা অনুযায়ী চালক সাদ্দাম হোসেন ও ঢাকা মেট্রো-গ৪২-৭৬৩০ গাড়িটি সার্বক্ষণিক ব্যবহার করার জন্য অনুমতি দেওয়া হলো।

এ বিষয়ে দুদক প্রধান কার্যালয়ের উপপরিচালক (প্রশাসন) সমীর বিশ্বাস *প্রথম আলো*কে বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অনুযায়ী কর্মকর্তা নিজে ব্যবহারের জন্য গাড়ি পাবেন। তবে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের জন্য গাড়ি বরাদ্দ দেওয়ার সুযোগ নেই।

তবে সাবেক কমিশনার জহুরুল হক কীভাবে গাড়ি বরাদ্দ নিয়েছিলেন জানতে চাইলে সমীর বিশ্বাস বলেন, এটা পরিবহন বিভাগ দেখে। এ বিষয়ে তারা বলতে পারবে।

গাড়িটি বরাদ্দ দিয়েছিলেন দুদকের পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল। এ বিষয়ে জানতে তাঁর মুঠোফোন নম্বরে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ধরেননি। বার্তা পাঠানো হলেও সাড়া দেননি। একই বিষয়ে জহুরুল হকের মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরেও বার্তা পাঠানো হয়। তবে সাড়া পাওয়া যায়নি।

কাপ্তাই ভ্রমণ রাঙামাটিতে প্রায় এক মাস নিরুৎসাহিত ছিল পর্যটক ভ্রমণ। গতকাল জেলা প্রশাসনের এ আদেশ প্রত্যাহারের পর পর্যটক আসতে শুরু করেছেন। কাপ্তাই হ্রদ থেকে তোলা। ছবি : সুপ্রিয় চাকমা

সপ্তাহে পাবে ২০০ পরিবার

শহীদ পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে হতাহত ব্যক্তিদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া শুরু করছে ‘জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন’। আজ শনিবার থেকে ‘শহীদ পরিবারের পাশে বাংলাদেশ’ ব্যানারে এই সহায়তা প্রদান কার্যক্রম চলবে। প্রাথমিকভাবে নিহত ব্যক্তিদের পরিবার পাবে পাঁচ লাখ, আহত ব্যক্তিরা পাবেন এক লাখ টাকা।

গতকাল শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর শাহবাগে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ের সামনে সংবাদ সম্মেলনে ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম এসব তথ্য জানান।

সারজিস আলম বলেন, শনিবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সহায়তা দেওয়া হবে। প্রতি সপ্তাহে চারটি ধাপে ২০০ পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হবে। আপাতত ঢাকা থেকে এই কার্যক্রম শুরু হচ্ছে।

সহায়তার ক্ষেত্রে শহীদ পরিবারকে পাঁচ লাখ টাকা চেকের মাধ্যমে আর আহত ব্যক্তিদের এক লাখ টাকা বিকাশে দেওয়া হবে বলে জানান সারজিস। শহীদদের পরিবারকে বিভিন্ন ভুয়া নম্বর থেকে কল দেওয়া হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘শুধু ১৬০০০ নম্বর থেকে শহীদ পরিবারকে কল দেওয়া হচ্ছে।’

অজ্ঞাতনামা ৫০০ জনকে আসামি করে মামলা

মিরপুরে সংঘর্ষ-আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর মিরপুরে সেনাবাহিনী ও পুলিশের সঙ্গে পোশাকশ্রমিকদের সংঘর্ষ ও গাড়িতে আগুন দেওয়ার ঘটনায় মামলা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে কাফরুল থানায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলাটি করে। এ ঘটনায় গতকাল তিনজনকে আটক করার কথা জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।

মামলার বিষয়টি *প্রথম আলো*কে নিশ্চিত করেন কাফরুল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী গোলাম মুস্তফা। তিনি বলেন, সংঘর্ষের এ ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় ৪০০ থেকে ৫০০ শ্রমিককে আসামি করে একটি মামলা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর মিরপুর ১৪ নম্বরে সেনাবাহিনী ও পুলিশের সঙ্গে পোশাকশ্রমিকদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে দুই পোশাকশ্রমিক গুলিবিদ্ধ হন। এ সময় বিক্ষুব্ধ পোশাকশ্রমিকেরা পুলিশের একটি ও সেনাবাহিনীর একটি গাড়িতে আগুন দেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ বলছে, মিরপুর ১৪ নম্বরসংলগ্ন পুরোনো কচুক্ষেত এলাকার প্রধান সড়কের পাশে রয়েছে ক্রিয়েটিভ ডিজাইনারস লিমিটেড (সিডিএল) নামের একটি পোশাক কারখানা। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে কারখানায় ‘কাজ না করলে বেতন নয়’ নোটিশ দেখে ক্ষুব্ধ হন শ্রমিকেরা। তাঁরা নোটিশ প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভে নামেন। একপর্যায়ে শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করে রাখেন।

সড়কে অবস্থান নিলে সেনা ও পুলিশ সদস্যরা ধাওয়া দেন। এতে শ্রমিকেরা এলাকা ছেড়ে চলে যান। কিছুক্ষণ পর পাশের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা সিডিএলের সামনে এসে স্লোগান দেন, ‘আমার ভাই মরল কেন জবাব চাই, দিতে হবে’। এ সময় মিরপুরের বিভিন্ন পোশাক কারখানা থেকে শত শত শ্রমিক এসে সিডিএল কারখানার সামনে আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দেন।

চারপাশ থেকে বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকেরা এসে অবস্থান নিলে মিরপুর ১৪ নম্বরের সঙ্গে সংযোগ সড়কগুলোর যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় যৌথ বাহিনীর সদস্যরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গেলে শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁদের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। প্রায় তিন ঘণ্টা পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

এদিকে আইএসপিআর জানিয়েছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর আক্রমণ ও সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসের ঘটনার পর বৃহস্পতিবার থেকে যৌথ অভিযান শুরু করে সেনাবাহিনী। অভিযানে ভাষানটেক এলাকা থেকে গতকাল রিফাত, হৃদয় ও ইয়াসিন নামের তিন দুষ্কৃতকারীকে আটক করা হয়। তাঁদের ভাষানটেক থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

‘জিসানকে যেন হারিয়ে না ফেলি’

মানসুরা হোসাইন, *ঢাকা*

ফাতেমা তুজ জোহরার দুই ছেলে। বড় ছেলে আবদুল্লাহ বিন জাহিদ গত ৫ আগস্ট রাতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে। এর ১৪ দিনের মাথায় এই মা জানতে পেরেছেন, তাঁর ১৪ বছর বয়সী আরেক ছেলে মাহমুদুল্লাহ বিন জিসান কোলন ক্যানসারে (তৃতীয় পর্যায়) আক্রান্ত। এখন ছোট ছেলেকে বাঁচাতে পারবেন কি না, সেই চিন্তা এই মায়ের।

রাজধানীর শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল আবদুল্লাহ। আন্দোলনে শুরু থেকে সক্রিয় ছিল সে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের দিন আনন্দমিছিলে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারায় সে। গতকাল শুক্রবার ছিল তার জন্মদিন। বেঁচে থাকলে ১৭ বছরে পা দিত সে।

ফাতেমা তুজ জোহরা জানালেন, সেদিন আনন্দমিছিলে যাওয়ার জন্য তাঁর কাছে অনুমতি চেয়েছিল আবদুল্লাহ। তিনি অনুমতি দিয়েছিলেন। তবে বলেছিলেন, মাগরিবের আজানের পরই যেন বাসায় ফিরে আসে। সন্ধ্যার পর একবার ছেলের সঙ্গে কথাও হয় তাঁর। কিন্তু রাতে তিনি খবর পান রাজধানীর উত্তরায় গুলিবিদ্ধ হয়েছে আবদুল্লাহ। খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে হাসপাতালে দেখেন ছেলের নিথর দেহ।

পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণে এক বছর ধরে দুই ছেলেকে নিয়ে আলাদা থাকতেন ফাতেমা। বর্তমানে ছোট ছেলেকে নিয়ে উত্তরার আবদুল্লাহপুরে থাকেন। ফাতেমা বলেন, বড় ছেলে গুলিতে মারা যাওয়ার পর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন ছেলের মৃত্যুর জন্য তাঁকেই দায়ী করেছেন। ছোট ছেলের ক্যানসার শনাক্ত হওয়ার খবর শুনেও তাঁর স্বামী কোনো খবর নেননি। কোনো আর্থিক সহায়তাও করেননি।

মঙ্গলবার কারওয়ান বাজারে *প্রথম আলো* কার্যালয়ে বসে ফাতেমা যখন কথা বলছিলেন, তখন তাঁর ছোট ছেলে জিসান পাশে বসে ছিল। কেমোথেরাপির ধকলে হাতের বিভিন্ন জায়গায় কালো দাগ পড়ে গেছে। শুকিয়ে লিকলিকে হয়ে গেছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন ফাতেমা তুজ জোহরার বড় ছেলে আবদুল্লাহ বিন জাহিদ। এরপর ছোট ছেলে জিসানের (পাশে) ক্যানসার শনাক্ত হয়। ছবি : প্রথম আলো

ফাতেমা বলেন, ক্যানসার শনাক্ত হওয়ার সেই যে খরচের ধাক্কা শুরু হয়েছে, সেই ধাক্কা সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাঁকে। বড় ছেলে আবদুল্লাহর কলেজ কর্তৃপক্ষ ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) ছোট ছেলের কেমোথেরাপিসহ অন্যান্য খরচ কমানোর বিষয়টি দেখছে। আর আবদুল্লাহ মারা যাওয়ার পর কয়েকটি সংগঠন আর্থিক সহায়তা দিয়েছে।

ফাতেমার বাবা মারা গেছেন। আলাদা বাসা নেওয়ার পর থেকে মা, দুই ভাই ও এক বোন ফাতেমার পাশে দাঁড়িয়েছেন। ছোট ছেলের চিকিৎসার খরচও তাঁরা দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা কত দিন সাহায্য করতে পারবেন, তা-ও জানেন না ফাতেমা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল অনকোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. জামাল উদ্দিন মুঠোফোনে *প্রথম আলো*কে বলেন, ‘ছেলেটির যে স্টেজে ক্যানসার ধরা পড়েছে, তাতে সে ভালো হয়ে যাবে, সে গ্যারান্টি দেওয়া যাচ্ছে না।’

মাহমুদুল্লাহ বিন জিসানের মোট ১২টি কেমোথেরাপি লাগবে। চতুর্থ কেমোথেরাপি শেষ হয়েছে। ছয়টি কেমোথেরাপি দেওয়ার পর কেমোর পাশাপাশি রেডিওথেরাপি দিতে হবে। এরপর অস্ত্রোপচার করা হবে।

কথা শেষ করার পর ছেলের লিকলিকে হাতটি শক্ত করে ধরে ফাতেমা বললেন, ‘আমি এখন হাঁপিয়ে গেছি। আমার এ পথচলা তো এক দিনের না। জিসানকে যেন হারিয়ে না ফেলি, শুধু তা-ই চাই। আমি শুধু চাই, আমার ছোট ছেলেটা আমার হাত ধরে থাকুক।’

পলিথিন নিয়ে আগামীকাল থেকে কঠোর ব্যবস্থা

জানাল মনিটরিং কমিটি

গতকাল থেকে কাঁচাবাজারে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ। গত ১ অক্টোবর থেকে নিষিদ্ধ করা হয় সুপারশপে।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

নিষিদ্ধ পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার বন্ধে রাজধানীর মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটসহ আশপাশের বিভিন্ন সুপারশপে গতকাল শুক্রবার মনিটরিং কার্যক্রম চালানো হয়েছে। এ সময় মনিটরিং কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়, পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদনকারীদের বিরুদ্ধে ৩ নভেম্বর থেকে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

কাঁচাবাজারে গতকাল থেকে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর আগে গত ১ অক্টোবর থেকে সুপারশপে পলিথিন বা পলিপ্রপিলিনের ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তর গঠিত মনিটরিং কমিটি গতকাল এই মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করে।

মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনাকালে মনিটরিং কমিটির সদস্যরা বাজার করতে আসা লোকজনকে পলিথিন ব্যবহার না করতে অনুরোধ জানান। এর পরিবর্তে পাট বা কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করতে বলেন।

একই সঙ্গে দোকানিদের পলিথিনের ব্যাগ ব্যবহার বন্ধে নির্দেশনা দেন মনিটরিং কমিটির সদস্যরা। দোকানিদের বলা হয়, অভিযানে পলিথিন ব্যাগ পাওয়া গেলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মনিটরিং কমিটির আহ্বায়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও আইন অনুবিভাগ) তপন কুমার বিশ্বাস উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, ৩ নভেম্বর থেকে পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

নিষিদ্ধ হলেও ব্যবহৃত হচ্ছে পলিথিন। গতকাল দুপুরে কারওয়ান বাজারে। শুভ্র কান্তি দাশ

নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার বন্ধে সবার সহযোগিতা কামনা করে মনিটরিং কমিটি।

মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনাকালে মনিটরিং কমিটির সদস্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ রেজাউল করিম, উপসচিব রুবিনা ফেরদৌসী, পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক রাজিনারা বেগম, মোহাম্মাদ মাসুদ হাসান পাটোয়ারীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পলিথিন ব্যাগ বর্জন করতে ব্যবসায়ীদের অনুরোধ

সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পরিবেশদূষণরোধে পলিথিন ব্যাগ বর্জনের জন্য দোকান ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করেছেন দোকান মালিক সমিতির নেতারা। তাঁরা বলেছেন, পলিথিন ব্যাগ বর্জনে সাময়িক কষ্ট হলেও এতে পরিবেশের যে উপকার, তার সুফল পাবে সারা দেশের মানুষ।

দোকান মালিক সমিতির সভাপতি মো. হেলাল উদ্দিন, মহাসচিব মো. জহিরুল হক ভূঁইয়া ও সহসভাপতি রেজাউল ইসলাম এক যৌথ বিবৃতিতে বৃহস্পতিবার এ অনুরোধ করেন।

মেট্রোরেলের এমআরটি পাসের রেজিস্ট্রেশন ৭ নভেম্বর পর্যন্ত স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

অনিবার্য কারণে মেট্রোরেলের এমআরটি পাসের রেজিস্ট্রেশন ও পুনরায় ইস্যু কার্যক্রম ৭ নভেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। এ জন্য গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় ডিএমটিসিএলের ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ খবর জানানো হয়েছে।

মেট্রোরেলে যাতায়াতের জন্য এমআরটি পাস ও একক যাত্রা টিকিট রয়েছে। লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কেনার ঝামেলা এড়াতে অনেক যাত্রী, বিশেষ করে নিয়মিত যাত্রীরা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) পাস করে নেন। এতে ব্যস্ত সময়ে লম্বা লাইনে দাঁড়ানোর ঝক্কি এড়ানোর পাশাপাশি ভাড়া ১০ শতাংশ কমে পাওয়া যায়। এ ছাড়া এমআরটি পাসধারীরা স্টেশনের টিকিট কাউন্টার বন্ধ হয়ে যাওয়ার ৩০ মিনিট পর পর্যন্ত মেট্রোরেলে যাতায়াত করতে পারেন। এমআরটি পাসে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যালেন্স বা স্থিতি রাখা যায়।

করোনা শনাক্ত ১ জনের

দেশে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ১ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। কারও মৃত্যু হয়নি। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জেনারেটরের তারে বন্য হাতির মৃত্যু

প্রতিনিধি, *নালিতাবাড়ী, শেরপুর*

শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে জেনারেটরের তারে জড়িয়ে একটি বন্য হাতির মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার সীমান্তবর্তী বাতকুচি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

গতকাল শুক্রবার সকালে *প্রথম আলোকে* এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ময়মনসিংহ বন বিভাগের মধুটিলা ইকোপার্কের রেঞ্জ কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম। তিনি জানান, বৃহস্পতিবার রাতেই বন বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে জেনারেটরটি জব্দ করেছেন।

বন বিভাগ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, এক সপ্তাহ ধরে ২৫-৩০টি বন্য হাতি উপজেলার সীমান্তবর্তী গারো পাহাড়ের বিভিন্ন টিলা ও জঙ্গলে অবস্থান করছে। বুধবার রাতে হাতির পাল বাতকুচি গ্রামের টিলাপাড়া এলাকায় ধানখেতে হানা দেয়। এ সময় একটি হাতি সেখানে থাকা জেনারেটরের তারে জড়িয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যায়। এ সময় অন্য হাতিগুলো মৃত হাতিটিকে ঘিরে রাখে। গতকাল সকালে মৃত হাতিটি রেখে অন্য হাতিগুলো জঙ্গলে ফিরে যায়।

জেনারেটরের তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা যায় বন্য হাতিটি। গতকাল শেরপুরের নালিতাবাড়ীর বাতকুচি গ্রামে। ছবি : প্রথম আলো

সাত কলেজের অধিভুক্তি বাতিলের দাবিতে ৭২ ঘণ্টার সময়সীমা

ইউএনবি, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

সরকারি সাত কলেজের অধিভুক্তি বাতিলের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ৭২ ঘণ্টার সময় বেঁধে দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কিছু শিক্ষার্থী। এ সময়ের মধ্যে দাবি মানা না হলে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন ও প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেওয়াসহ কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

সরকারি সাত কলেজের অধিভুক্তি বাতিল ও ছাত্রীদের জন্য নতুন হল নির্মাণের দাবিতে গতকাল শুক্রবার বিকেলে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে শিক্ষার্থীরা এ হুঁশিয়ারি দেন।

সমাবেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা রায়হান ফেরদৌস বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা অধিভুক্তি প্রত্যাহার চান।

রায়হান ফেরদৌস বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৩ শতাংশ শিক্ষার্থী নারী হলেও তাদের মাত্র পাঁচটি আবাসিক হল রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত আবাসন ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও কীভাবে সাত কলেজের জন্য নতুন প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করা হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ সমাবেশের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে জরুরি আলোচনার উদ্যোগ নিয়েছে।

উবায়দুল মোকতাদির পাঁচ দিনের রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর পল্টন থানায় করা বিএনপির কর্মী মকবুল হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীর পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

ঢাকার সিএমএম আদালতের বিচারক মেহেরা মাহবুব গতকাল শুক্রবার বিকেলে এ আদেশ দেন। এর আগে গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রাজধানীর শেওড়াপাড়া থেকে উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুলিশ ও আদালতসংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, বিএনপির কর্মী মকবুল হত্যা মামলায় উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীকে ১০ দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি চায় পুলিশ। উভয় পক্ষের শুনানি নিয়ে তাঁকে পাঁচ দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দেন আদালত।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের ৭ ডিসেম্বর রাজধানীর পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা ও মকবুল নামের বিএনপির এক কর্মীকে হত্যার অভিযোগে গত ৩০ সেপ্টেম্বর শেখ হাসিনাসহ ২৫৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়। মামলার এজাহারে র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীর নাম রয়েছে।

সাহায্যের আবেদন

মনোয়ারার চিকিৎসায় সহায়তা দরকার

মনোয়ারা বেগম

রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার শঠিবাড়ীর বাসিন্দা মৃত মো. ওছমান মণ্ডলের স্ত্রী মনোয়ারা বেগম (৫১) ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েডসহ নানা রোগে আক্রান্ত। এই দম্পতির কোনো সন্তান নেই। মনোয়ারা বেগম রাজধানীর নাখালপাড়ায় একটি বাসায় কাজ করে মাসে পাঁচ হাজার টাকা পান। এই টাকায় তাঁর থাকা, খাওয়াসহ জীবনধারণের বন্দোবস্ত করতে হয়। অথচ তাঁর ওষুধের জন্যই মাসে কয়েক হাজার টাকার প্রয়োজন। অর্থাভাবে তিনি চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পারছেন না। এ জন্য সমাজের বিত্তবান মানুষের সহায়তা চেয়েছেন তিনি। মনোয়ারা বেগমের সঙ্গে যোগাযোগের নম্বর ০১৮৬৬১৬৯১৪৪। এই নম্বরে বিকাশ অথবা নগদে তাঁকে অর্থসহায়তা পাঠানো যাবে। **বিজ্ঞপ্তি**

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান দায়িত্ব নতুন গঠনতন্ত্র উপহার দেওয়া

গোলটেবিলে ফরহাদ মজহার

'দুর্নীতি ও রাষ্ট্রপতি বা সংস্কার' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে সেন্টার ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড পিস স্টাডিজ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ফরহাদ মজহার

'সাধারণ সৈনিকেরা গুলি করতে অস্বীকার করেছিল বলে এই গণ-অভ্যুত্থান সফল হয়েছে। ফলে সৈনিকদের অভিপ্রায়, যারা শ্রমিকের সন্তান, যারা কৃষকের সন্তান তাদের অভিপ্রায়ের সঙ্গে আমরা এখানে যারা একত্র হয়েছি, আমাদের অভিপ্রায়ের কোনো পার্থক্য নেই।' গতকাল শুক্রবার এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেছেন কবি ও চিন্তাবিদ ফরহাদ মজহার। তিনি গণ-অভ্যুত্থানের অভিপ্রায় অনুযায়ী গঠনতন্ত্র চালু করতে বলেছেন।

সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে 'দুর্নীতি ও রাষ্ট্রপতি বা সংস্কার' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথাগুলো বলেন ফরহাদ মজহার। সেন্টার ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড পিস স্টাডিজ এ বৈঠকের আয়োজন করে।

ফরহাদ মজহার বলেন, সংবিধান শব্দটি পরিবর্তন করতে হবে। এটি ঔপনিবেশিক শব্দ। ব্রিটিশ শাসকেরা সংবিধান নামে আইন চাপিয়ে দিয়ে শাসন চালাত; কিন্তু গণতন্ত্রে শাসনের অস্তিত্ব নেই। সংবিধানের আভিধানিক অর্থ হবে গঠনতন্ত্র। জুলাইয়ের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে জনগণের রাষ্ট্র গঠনের অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান দায়িত্ব নতুন একটি গঠনতন্ত্র উপহার দেওয়া বলে মন্তব্য করেন ফরহাদ মজহার। এর পক্ষে যুক্তি দিয়ে তিনি বলেন, জনগণের অভিপ্রায়ের মধ্য দিয়ে এই সরকার ক্ষমতায় এসেছে। নতুন গঠনতন্ত্রে জনগণের অভিপ্রায়কে বাস্তবায়ন করতে হবে। এই গঠনতন্ত্র বৃহৎ হতে হবে এমন নয়। এটি মাত্র ১৬ পাতারও হতে পারে। রাষ্ট্র কী করতে পারবে আর কী করতে পারবে না, জনগণকে কী ক্ষমতা দেওয়া হলো আর রাষ্ট্রকে কী ক্ষমতা দেওয়া হলো—সেই বিষয়গুলো গঠনতন্ত্রে স্পষ্ট করে লিখিত থাকবে। রাষ্ট্র জনগণের জীবন ও জীবিকা নিশ্চিত করবে। ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করতে পারবে না।

ফরহাদ মহজার বলেন, 'এই যে সরকার, যেটা সেনা-সমর্থিত উপদেষ্টা সরকার। আপনারা অনেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলছেন, এটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার নয়, এটা সেনা-সমর্থিত উপদেষ্টা সরকার। এই সরকার টিকে আছে, যেহেতু এখনো পর্যন্ত আমাদের সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান তিনি ভালো মানুষ, তিনি সাপোর্ট করে যাচ্ছেন। তিনি যদি সমর্থন না করেন এই সরকার পড়ে যাবে। তাঁর শুভবুদ্ধির ওপর ভিত্তি করে এটা দাঁড়িয়ে আছে। ফলে সেনা-সমর্থিত উপদেষ্টা সরকার আছে, আমরা সেনা-সমর্থিত উপদেষ্টা সরকার চাই না। আমাদের সৈনিকেরাও চায় না।'

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার সারা বিশ্বের কাছে অবৈধ উল্লেখ করে ফরহাদ মহজার বলেন, 'অভিযোগ উঠতে পারে, অবৈধভাবে শেখ হাসিনাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই সংবিধানের অধীন আমরা অন্তর্বর্তী সরকার চাই না। এই সংবিধান আমাদের জন্য বিপজ্জনক। এই সংবিধান দিল্লি এবং ইন্দো-আমেরিকান-ইসরায়েলের আগ্রাসন থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং অবিলম্বে এই সংবিধান বাতিল করে, সেনাবাহিনী-সমর্থিত অন্তর্বর্তী সরকারের ধারণা থেকে বের হয়ে এসে পরিপূর্ণ স্বাধীন সরকার হিসেবে ঘোষণা দিতে হবে। সেই সরকারের প্রতি আমাদের সমর্থন সহযোগিতা পরিপূর্ণভাবে থাকবে।'

বড় দল হিসেবে বিএনপিকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে বলে মন্তব্য করেন ফরহাদ মজহার। বিএনপি কেন এই রাষ্ট্রপতিকে রাখতে চায়, তা বোধগম্য নয় বলে উল্লেখ করেন তিনি। ফরহাদ মজহার বলেন, 'রাষ্ট্রপতি যখন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগপত্র তাঁর কাছে নেই, তখন থেকেই তাঁর আর ক্ষমতায় থাকার নৈতিক অধিকার নেই। এই সরকার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এসেছে। সেটিই তাদের সবচেয়ে বড় বৈধতা, সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার দায় তাদের নেই। তারা রাষ্ট্রপতিকে বিদায় দেওয়ার ঘোষণা দিতে পারে। অধ্যাদেশ নয়, ঘোষণা দিতে হবে। এই বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

নির্বাচন প্রসঙ্গে ফরহাদ মজহার বলেন, আগে গঠনতন্ত্র তৈরি করতে হবে। সর্বস্তরের জনগণের অভিপ্রায় অনুসারে গঠনতন্ত্র সম্পর্কে গণপরিষদ নির্বাচন করতে হবে। এরপরে হবে সরকার গঠনের নির্বাচন।

সভায় গণমুক্তি জোটের চেয়ারম্যান শাহরিয়ার ইফতেখার বলেন, বিলম্ব হলেও এখনো বিপ্লবী সরকার গঠনের সুযোগ রয়েছে। রাষ্ট্রপতির উচিত আত্মসম্মান রক্ষার্থে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করা।

সাবেক সচিব কাশেম মাসুদ বলেন, 'এখন আমরা একটি অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে আছি। সবাই মিলে জনমত তৈরি করতে হবে। নির্বাচনের আগে আমূল সংস্কার করতে হবে। গণ-অভ্যুত্থানের স্বপ্ন সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়ন করতে হবে।'

গোলটেবিল বৈঠকে আরও বক্তব্য দেন গণ-আজাদী লীগের একাংশের সভাপতি আতাউল্লাহ খান, বাংলাদেশ কংগ্রেসের মহাসচিব ইয়ারুল ইসলাম, জাতীয় হিন্দু মহাজোটের সম্পাদক গোবিন্দ প্রামাণিক, জাস্টিস পার্টির চেয়ারম্যান আবুল কাশেম মজুমদার, গণ অধিকার পরিষদের নেতা মাহবুবুল বারী চৌধুরী, শিক্ষাবিদ মোমেনা খাতুন, অধ্যাপক ঈসা মোহাম্মদ, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সাইফুল আলম প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন সেন্টার ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড পিস স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক সাদেক রহমান।

অটোরিকশা-ভটভটির সংঘর্ষে সেনাসদস্যসহ নিহত ২

সড়ক দুর্ঘটনা

প্রতিনিধি, *রাজশাহী* ও **নিজস্ব প্রতিবেদক**, *রংপুর*

রাজশাহীতে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও ভটভটির মুখোমুখি সংঘর্ষে সেনাবাহিনীর এক সদস্যসহ দুজন নিহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলার সইপাড়া গ্রামে রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত দুজন হলেন মো. পলাশ (২১) ও আবদুল কুদ্দুস (৪০)। নিহত পলাশ নওগাঁর মান্দা উপজেলার দাসপাড়া গ্রামের মো. মমতাজুল ইসলামের ছেলে। তিনি সেনাবাহিনীর সৈনিক পদে কর্মরত ছিলেন। নিহত কুদ্দুস নওগাঁর রানীনগর উপজেলার ওপর তালিমপুর গ্রামের মৃত তোতা হাজির ছেলে। তিনি একটি মসজিদে ইমামতি করতেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পলাশ ও আবদুল কুদ্দুস সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে রাজশাহী থেকে নওগাঁর দিকে যাচ্ছিলেন। মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নের সইপাড়া গ্রামে পৌঁছালে অটোরিকশাটি একটি মাহিন্দ্রাকে অতিক্রম করার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা ইঞ্জিনচালিত ভটভটির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় অটোরিকশায় থাকা যাত্রী পলাশ ও কুদ্দুস গুরুতর আহত হন। দুজনকে উদ্ধার করে মোহনপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে তাঁরা মারা যান।

এ ঘটনায় অটোরিকশাচালক বদিউজ্জামান ও ভটভটিচালক নাজমুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সেই সঙ্গে গাড়ি দুটি জব্দ করা হয়েছে।

মোহনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল হান্নান বলেন, এ ঘটনায় নিহত সেনাসদস্যের বাবা বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছেন। সেই মামলায় আটক দুজনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। লাশ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

রংপুরের মিঠাপুকুরে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে বলদিপুকুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ঘটনাস্থলেই মারা যান মোটরসাইকেলচালক মোকলেছুর রহমান (৬০)। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মোকলেছুর রংপুর নগরের সিটি করপোরেশনের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের ধর্মদাস মিলনপাড়া এলাকার বাসিন্দা। মিঠাপুকুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোস্তফা কামাল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মাদারীপুরে মাইক্রোবাস ও মাহিন্দ্রার মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছেন অন্তত ১২ জন। গতকাল সন্ধ্যায় ডাসার উপজেলার ভুরঘাটা-শশিকর সড়কের আশ্রম এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ৬ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভাঙা সিসি ক্যামেরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অপরাধীর গতিবিধি লক্ষ করা, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে ডিএমপির পক্ষ থেকে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়। গত বছর ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ২ হাজার ১০০ সিসি ক্যামেরা স্থাপন করেছিল ডিএমপি। এসব ক্যামেরা পর্যবেক্ষণের কাজটি হয় গুলশান থানায় স্থাপিত একটি নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে।

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মূলত বাড়ির মালিকেরা নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে নিজ খরচে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করেছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন সমিতি বা সংগঠনের পক্ষ থেকেও অনেক এলাকায় সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। অপরাধী শনাক্তের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে এসব ক্যামেরার ফুটেজও পুলিশ সংগ্রহ করে।

ডিএমপির জনসংযোগ ও গণমাধ্যম শাখার উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, গত জুলাই-আগস্টে বেশ কিছু সিসি ক্যামেরা ধ্বংস করা হয়। এগুলো এখন মেরামতের কাজ চলছে।

পুলিশ সূত্র বলছে, মোহাম্মদপুর, মিরপুর, উত্তরা, ভাটারা, বাড্ডা, রামপুরা, মতিঝিল, যাত্রাবাড়ী ও কদমতলী এলাকার বেশির ভাগ সিসি ক্যামেরা নষ্ট করা হয়েছে। যে কারণে অপরাধী শনাক্তে সমস্যা হচ্ছে। তবে অপরাধী শনাক্তে এখন আরও কিছু প্রতিবন্ধকতা যুক্ত হয়েছে।

ডিএমপির শীর্ষ পর্যায়ের দুজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, এখন ডিএমপিতে যাঁরা দায়িত্ব পালন করছেন, তাঁদের অনেকে ঢাকায় এর আগে কখনো কাজ করেননি। ঢাকার অপরাধ ও অপরাধের ধরন সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা নেই তাঁদের। আবার ঢাকায় নতুন হওয়ার কারণে এলাকাভিত্তিক যোগাযোগও নেই তাঁদের, সোর্সও তৈরি হয়নি। ফলে অপরাধীদের বিষয়ে তাঁরা সেভাবে কোনো তথ্য পাচ্ছেন না। এর বাইরে আরও একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হলো প্রযুক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন পুলিশ কর্মকর্তার অভাব। দীর্ঘদিন ধরে প্রযুক্তিগত তদন্তের সঙ্গে যুক্ত পুলিশ সদস্যদের অধিকাংশকেই ঢাকার বাইরে বা 'নন অপারেশনাল ইউনিটে' বদলি করা হয়েছে। যে কারণে ঢাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সময় লাগছে।

'বিশেষ চাপ' দিয়ে জমি দখল করতেন আমু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জমি দখলের নেশা

ব্যক্তিমালিকানাধীন জায়গা দখল করে আমির হোসেন আমু নিজের মা-বাবার নামে আকলিমা মোয়াজ্জেম হোসেন ডিগ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে প্রায় ছয় একর জমি জোর করে নামমাত্র মূল্যে লিখে নেন। ভুক্তভোগীদের মধ্যে পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলেছে *প্রথম আলো*। তাঁরা বলেছেন, আমু নিজেই পুলিশের ভয় দেখিয়ে লোক দিয়ে জমি দখল করেন।

কলেজের পাশে ঝালকাঠি শহরের লবণ ব্যবসায়ী ফজলুল হক হাওলাদারের ৩৬ শতক জমি ছিল। তাঁর জামাতা প্রবাসী আতিকুর রহমানের আরও ৭৫ শতাংশ জমি নিয়ে ফজলুল হক যৌথভাবে হাওলাদার ফিলিং স্টেশন নামে একটি পাম্প নির্মাণ শুরু করেন। স্থাপনা নির্মাণসহ বিভিন্ন দপ্তর থেকে অনুমোদন নিতে ৩৬ লাখ টাকা খরচ করেন। কিন্তু আমু তাঁর প্রতিষ্ঠিত কলেজের জন্য সেই জমি লিখে দিতে চাপ সৃষ্টি করেন। ফজলুল হক অস্বীকৃতি জানানোয় আমুর 'খলিফা' জিএস জাকিরের নেতৃত্বে নেতা-কর্মীরা প্রায়ই তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে জমি লিখে দিতে হুমকি দিয়ে আসতেন। একদল পুলিশ প্রায়ই তাঁর ছেলে রিয়াজুল ইসলামকে তুলে নিয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত থানায় বসিয়ে রাখত। ভয় দেখাত 'ক্রসফায়ারের'।

ফজলুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, 'একদিন আমুর বরিশালের বগুড়া রোডের বাসায় আমাকে ও আমার জামাতাকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বসে তিনি বলেন, "আমার নামে জমি লিখে না দিলে তোমাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ।" পরে ভয়ে আমি ও আমার জামাতা তাঁর বাসায় বসে জমি লিখে দিই। সেদিন রাত ১২টার দিকে ঝালকাঠি সদর সাবরেজিস্ট্রারের মাধ্যমে তাঁর বাসায় বসে জমি রেজিস্ট্রি হয়। আমাকে কাঠাপ্রতি তিন লাখ টাকা নামমাত্র মূল্য দেওয়া হয়। অথচ এ জমির প্রতি কাঠার মূল্য ১০ লাখ টাকা। জমি লিখিয়ে নেওয়ার জন্য একজন দলিল লেখক সব সময় প্রস্তুত থাকতেন। এ কাজে সহায়তা করতেন জিএস জাকির ও পিপি আবদুল মান্নান রসুল।'

ব্যবসায়ী ফজলুল হক আরও বলেন, 'আমার ব্যবসায়ী অংশীদার সালেক শরীফের সঙ্গে একটি লবণের মিল নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। সেই মিলে আমি প্রায় ৪০ লাখ টাকা বিনিয়োগ করি। কিন্তু সালেক শরীফের ছেলে জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক কামাল শরীফ (এক 'খলিফা') আমাকে মিলের অংশ দিতে অস্বীকার করেন। পরে সব তথ্যপ্রমাণ দেখানো সত্ত্বেও মীমাংসার নামে আমু পুরো মিলের মালিকানা সালেক শরীফকে দিয়ে দেন। আমার পক্ষে কথা বলবেন বলে আমু আমার কাছ থেকে নগদ পাঁচ লাখ টাকা নেন। সেই টাকাও আজ পর্যন্ত ফেরত পাইনি।'

খলিলুর রহমান নামে অপর এক জমির মালিক বলেন, 'আমার অনেক কষ্টে জমানো টাকায় ৬ শতক জমিতে একটি পাকা টিনশেড ঘর তৈরি করি। সেই জমি লিখে নিতে জাকির চাপ সৃষ্টি করেন। পরে আমার বাড়ির প্রবেশপথ কলেজের সীমানাপ্রাচীর দিয়ে আটকে দেন আমু। কিছুদিন আমি ও আমার স্ত্রী মই দিয়ে প্রাচীর টপকে বাড়িতে প্রবেশ করতাম। আমুর ঢাকার বাসায় গিয়ে আমার স্ত্রী কিছুদিন গৃহকর্মীর কাজ করেছে, যাতে জমিটি লিখে দিতে না হয়। কিন্তু আমুর মন গলেনি। একপর্যায়ে মাত্র আট লাখ টাকার বিনিময়ে বাড়িসহ ছয় শতক জমি লিখে দিতে বাধ্য হই।'

একইভাবে আমু তাঁর প্রতিষ্ঠিত কলেজের জন্য আবদুর রাজ্জাক, পাদুকা ব্যবসায়ী সম্রাট শু হাউসের মালিক পরিমল চন্দ্র দে, সাবিহা কেমিক্যাল ওয়ার্কসের মালিক মো. সামসুল হক ও তাঁর ভাই-বোনদের ৩৬ শতকসহ অনেকের জমি দখল করে নেন। এসব জমি ভরাটের জন্য জেলা পরিষদ থেকে ২০ লাখ টাকা বরাদ্দও দেওয়া হয়।

২০১৫ সালে আমুর নির্দেশে জেলা প্রশাসন পরিচালিত কালেক্টরেট স্কুল ভবনের দুটি কক্ষ ও সীমানাপ্রাচীর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন পৌর মেয়র লিয়াকত আলী তালুকদারের লোকজন। কালেক্টরেট স্কুলের পাশেই আমুর স্ত্রীর নামে বেগম ফিরোজা আমু ঝালকাঠি টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের ভবন নির্মাণের জন্য এ ভাঙচুর চালানো হয়। ২০১৯ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি সুগন্ধা নদীর তীরে কালেক্টরেট স্কুলটি নির্মাণ করা হয়। বিদ্যালয়টির সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য জেলা প্রশাসন সামনেই একটি পুকুর ও চারপাশে সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ করে। কালেক্টরেট স্কুলটির পাশেই নির্মাণ করার কথা ছিল বেগম ফিরোজা আমু ঝালকাঠি টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের ভবন। পরে সেখানে আর সেই প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হয়নি, যদিও জমি দখলে রয়েছে। পরে ওই জমির পেছনে ২০২৩ সালে বেগম ফিরোজা আমু হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নামে একটি ভবন নির্মাণ করা হয়।

জানতে চাইলে বেগম ফিরোজা আমু ঝালকাঠি টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও পৌর মেয়র লিয়াকত আলী তালুকদার বলেন, 'কলেজের ভবন নির্মাণের জন্য যে জমির প্রয়োজন, সমঝোতার মাধ্যমে একটু জমি নিয়েছি। পরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দুটি প্রতিষ্ঠানের জন্য জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।'

কালেক্টরেট স্কুলের সভাপতি ও জেলা প্রশাসক আশরাফুর রহমান বলেন, 'আমি এ জেলায় নতুন যোগ দিয়েছি। বিদ্যালয়ের জমি অবৈধভাবে ব্যবহার করলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

'চার খলিফা'র কমিশন বাণিজ্য

ঝালকাঠিতে উন্নয়ন প্রকল্প বরাদ্দ মানেই আমুকে কমিশন দিতে হতো। এ কাজে নিজের একটি বাহিনী তৈরি করেছিলেন তিনি। আমুর হয়ে বেশির ভাগ কাজ করতেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন খান সুরুজ ওরফে রাঙ্গা ভাই, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাফিজ আল মাহমুদ, জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক রেজাউল করিম জাকির ওরফে জিএস জাকির এবং জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক কামাল শরীফ। স্থানীয়ভাবে তাঁরা 'চার খলিফা' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আমুর ভায়রা ও এপিএস ফখরুল মজিদ কিরণ, ঢাকার বাসার আমুর ব্যক্তিগত সহকারী শাওন খানকেও কিছু ভাগ দিতে হতো। আমুর নামে তাঁরা ৩০-৪০ শতাংশ কমিশন নিয়ে সাধারণ ঠিকাদারদের কাছে দরপত্র বিক্রি করে দিতেন।

এলজিইডির অন্তত তিনটি সূত্রে জানা গেছে, 'চার খলিফা'র নেতৃত্বে ঢাকার এলজিইডি ও সওজ অধিদপ্তরসহ মন্ত্রণালয় থেকে অপ্রয়োজনীয় কালভার্ট ও সেতুর প্রকল্প তৈরি করে নিয়ে আসা হতো। অনেক সময় ভালো সেতু ভেঙেও নতুন সেতু নির্মাণের কার্যাদেশ আনা হতো। আমুর আধা সরকারি চিঠির (ডিও লেটার) মাধ্যমে নেওয়া এসব কাজে অতিরিক্ত বরাদ্দ ধরা থাকত। পরে এসব কাজ প্রায় ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমিশনে বিক্রি করে দেওয়া হলেও ঠিকাদারের লাভ থাকত।

ঝালকাঠি সওজের এক কর্মকর্তা বলেন, 'ঠিকাদার নির্বাচনে আমুর সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। ই-টেন্ডার চালু হওয়ার পর দরপত্র (গুচ্ছ) নেওয়া গেলেও জমা দিতে দরপত্রের কাগজ তুলে দিতে হতো চার খলিফার হাতে। কথা না শুনলে সরকারি কর্মকর্তাদের কেবল বদলি নয়, হেনস্তা করা হতো। সড়ক বিভাগের মতো এলজিইডি, শিক্ষা প্রকৌশল দপ্তর, গণপূর্ত, জেলার চার উপজেলা প্রকৌশলী, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগসহ সব ক্ষেত্রেই ছিল একই নিয়ম।

ঝালকাঠি এলজিইডির ঠিকাদার মেসার্স মনোয়ারা এন্টারপ্রাইজের মালিক শফিকুল ইসলাম বলেন, '২০১৩ সাল থেকে এলজিইডিতে কাজ করছি। লটারির মাধ্যমে কয়েকটি কাজ পেয়েও আমুকে ৫ পার্সেন্ট হারে কমিশন দিতে হতো। টাকা না দিলে কাজ করা সম্ভব হতো না। আমার কাছ থেকে ৬৮ লাখ ও ৩৩ লাখ টাকার দুটি কাজের বিপরীতে প্রায় ৪ লাখ টাকা কমিশন নেওয়া হয়েছে।'

জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম তালুকদার ওরফে মনির হুজুর ছিলেন আমুর বিশ্বস্ত সহচর। মনিরুলের বাবা লিয়াকত আলী তালুকদার ছিলেন পৌরসভার মেয়র। পৌরসভার সব ঠিকাদারির কাজ নিয়ন্ত্রণ করতেন মনিরুল। তিনি প্রতিটি ঠিকাদারি কাজ শুরু করার আগেই আমুর কমিশনের ভাগ হিসাব করে ঢাকায় পাঠিয়ে দিতেন। তাঁর পরিবার কানাডায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে।

দলীয় মনোনয়ন ও কমিটি নিয়ন্ত্রণ

নিজের আসন ঝালকাঠি-২ তো বটেই, ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর-কাঁঠালিয়া) আসনের রাজনীতিতেও আমুর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ছিল। প্রতিটি সাংগঠনিক কমিটিতে তাঁর মনোনীত ব্যক্তিরা স্থান পেয়ে এসেছেন। ত্যাগী নেতাদের বাদ দিয়ে অর্থের বিনিময়ে বিএনপিপন্থী ব্যক্তিদের বড় পদে বসানোর অভিযোগ রয়েছে। সাবেক বিএনপি নেতা লিয়াকত আলী তালুকদারকে শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে, ২০০৪ সালে পৌরসভা নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী মাহাবুব হোসেনকে শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে এবং সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আবদুর রশিদকে সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে বসান আমু।

পদবঞ্চিত অন্তত পাঁচ নেতা বলেন, ২০১৯ সালের ১২ ডিসেম্বর জেলা আওয়ামী লীগের সর্বশেষ সম্মেলনে দ্বিতীয়বারের মতো সরদার মো. শাহ আলম সভাপতি ও খান সাইফুল্লাহ সাধারণ সম্পাদক হন। সম্মেলনের পর পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়। এ ছাড়া ৪টি উপজেলা, ২টি পৌরসভাসহ ৩২টি ইউনিয়নের কমিটি গঠন করা হয়। এসব কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদে একমাত্র আমুর মনোনীত নেতারাই স্থান পেয়েছেন। এ নিয়ে ক্ষোভ থাকলেও কেউ প্রকাশ্যে কথা বলার সাহস করেননি। কারণ, সামান্য প্রতিবাদেও শেষ হয়ে যেত রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। আমুর সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে জেলা আওয়ামী লীগের [illegible] সাবেক পৌর মেয়র আফজাল হোসেন ও সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সুলতান হোসেন খান দল থেকে ছিটকে পড়েন। আমুর সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে পৌরসভায় আফজাল হোসেন এবং উপজেলা পরিষদে সুলতান হোসেন নির্বাচন করে পরাজিত হন।

নগদ টাকা ছাড়া নিতেন না

জেলা আওয়ামী লীগের এক নেতা বলেন, সব টাকাই নগদে দিতে হতো আমুকে। লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করতেন তাঁর ভায়রা কিরণ। কিরণের বাড়ি নরসিংদী জেলায়। আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের ছোট ভাই কিরণ তাঁর নিজের এলাকা বাদ দিয়ে পড়ে থাকতেন ঝালকাঠিতে। কেবল কমিশন আদায় নয়, নির্বাচনী এলাকায় আমুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও দেখাশোনা করতেন তিনি। নলছিটি উপজেলার আওয়ামী লীগের এক ইউপি চেয়ারম্যান বলেন, 'আমুর সঙ্গে দেখা করতে হলে অনুমতি নিতে হতো কিরণের। নলছিটির সব কাজের ভাগ-বাঁটোয়ারা করতেন তিনি।'

ঝালকাঠির রোনালস রোডের বাড়ি, বরিশাল নগরীর বগুড়া রোডের আলিশান বাংলোবাড়ি ও ঢাকার ইস্কাটনে বাংলোবাড়ি রয়েছে আমুর। আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা জানান, ব্যাংকে টাকা না রেখে আমু বাড়িতেই রাখতেন। যার প্রমাণ মেলে ৫ আগস্ট। আমুর ঝালকাঠির বাড়িতে বিক্ষুব্ধ জনতা হামলা ও অগ্নিসংযোগ করেন। পরে আগুন নেভানোর সময় কয়েকটি পোড়া লাগেজ থেকে টাকার বান্ডিল বেরিয়ে পড়ে। তখন সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা এসে ওই টাকার লাগেজগুলো উদ্ধার করেন। এর মধ্য থেকে তাঁরা গণনা করে একটি লাগেজে অক্ষত ১ কোটি এবং অপর লাগেজগুলো থেকে গণনা করে আংশিক পোড়া ২ কোটি ৭৭ লাখ টাকা উদ্ধার করেন। এ ছাড়া সেখানে ডলার, ইউরোসহ বিভিন্ন দেশের প্রায় এক কোটি টাকা মূল্যমানের মুদ্রা ছিল বলে জানায় পুলিশ।

নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ, মামলা, হয়রানি

প্রতিটি স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আগে এলাকায় অবস্থান করে প্রভাব বিস্তার করতেন আমু। ঝালকাঠিতে 'এক ভোটের চেয়ারম্যান' বলে একটি কথার প্রচলন রয়েছে। এর মানে হলো নির্বাচনে জিততে একজন প্রার্থীকে কেবল আমুর ভোট পেতে হতো। আমুকে টাকা দিয়ে যিনিই নৌকার মনোনয়ন পেতেন, তিনি নিশ্চিত বিজয়ী হতেন। নির্বাচনের মৌসুম এলেই ঢাকার ইস্কাটনের বাসায় সম্ভাব্য প্রার্থীদের যাতায়াত বেড়ে যেত।

ঝালকাঠি জেলা জজ আদালতের সরকারি কৌঁসুলি আবদুল মান্নান রসুল আমুর প্রভাব বিস্তার করে জেলা আইনজীবী সমিতিতে টানা ১১ বছর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি নির্বাচিত হন। জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মিজানুর রহমান জানান, আমুর নির্দেশে আবদুল মান্নান রসুল বিএনপি ও ভিন্নমতের নেতা-কর্মীদের নামে গায়েবি মামলা দিয়ে ফাঁসাতেন। আমুর পরেই তিনি ছিলেন ঝালকাঠির অঘোষিত সম্রাট। সরকারি মামলায় টাকা না দিলে বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি করতেন তিনি। সাধারণ আইনজীবীরা তাঁর ভয়ে তটস্থ থাকতেন। জেলা জজ আদালত ও চিফ জুডিশিয়াল আদালতে গত ১৬ বছরে সব ধরনের নিয়োগ-বাণিজ্যে আমির হোসেন আমুর নামে প্রায় ১০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে আবদুল মান্নান রসুলের বিরুদ্ধে।

অস্বাভাবিক সম্পদ বৃদ্ধি

২০১৮ সালে একাদশ সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় আমুর নগদ অর্থের পরিমাণ দেখানো হয়েছিল পাঁচ লাখ টাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা ছিল ২ কোটি ৮৭ লাখ ৪৫ হাজার ৬৩ টাকা। ২০২৪ সালে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় তাঁর নগদ অর্থ বেড়ে হয় দুই কোটি টাকা। এ ছাড়া ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা দেখানো হয় ৫ কোটি টাকা।

২০১৮ সালের হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, আমুর বার্ষিক আয় ছিল ৪ লাখ ৪০ হাজার টাকা। সে সময় তাঁর আবাসিক ভবন ছিল দুটি, যার মূল্য ছিল ৯৪ লাখ টাকা। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা ছিল ১টি। ২০২৪ সালের হলফনামায় দেখা যায়, আমুর কৃষিজমি, বাড়ি, দোকান, ভিটাসহ অন্যান্য উৎস থেকে বার্ষিক আয় ৬০ লাখ ৩০ হাজার ৬০ টাকা। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়পত্র, শেয়ার ও স্থায়ী আমানত ২৩ লাখ ৭০ হাজার ২৩৩ টাকা। তাঁর বাস, ট্রাক, মোটরগাড়ি ও মোটরসাইকেলের মূল্য ৭০ লাখ টাকা। এ ছাড়া আসবাবপত্রসহ অন্যান্য খাতে তাঁর ১৩ কোটি ৪৯ লাখ ৩ হাজার ৮৩৮ টাকার সম্পদ রয়েছে বলে হলফনামায় উল্লেখ করা হয়। তাঁর আবাসিক ভবন রয়েছে পাঁচটি। এর মধ্যে তিনটির মূল্য ৬ কোটি ৪৪ লাখ টাকা। বাকি দুটির মূল্য অজানা লেখা রয়েছে।

ঝালকাঠি সচেতন নাগরিক কমিটির (সনাক) সভাপতি সত্যবান সেনগুপ্ত *প্রথম আলোকে* বলেন, হলফনামার বিবরণীতে আমুর সম্পদ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও সম্পদ বিবরণীতে যে তথ্য আছে, তা তাঁর প্রকৃত সম্পদের সামান্য অংশ।

নজরদারির ক্ষমতা | নির্বাচনপ্রক্রিয়ার পুরো সময়ে নির্বাচন কমিশনকে সরকারের প্রশাসনিক কার্যক্রমের ওপর নজরদারির ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন।

নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার যেসব পরিবর্তন প্রয়োজন

নির্বাচনী সংস্কার

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সর্বজনীন ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কমিশনের কোনো বিকল্প নেই। নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী ও স্বাধীনভাবে সংস্থাটির দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সংবিধান ও নির্বাচনী আইনের বেশ কিছু সংযোজন- বিয়োজনের প্রয়োজন রয়েছে। নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার যেসব পরিবর্তন প্রয়োজন তা নিয়ে লিখেছেন **এম সাখাওয়াত হোসেন**

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যে বিষয়গুলো সংস্কারের জন্য কমিশন গঠন করেছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনী আইন এবং নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার সংস্কার। এ কমিশনগুলোয় যাঁদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, কমিশনের প্রধানসহ বেশির ভাগ সদস্য সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমার জানামতে, এরই মধ্যে কাজ অনেক দূর এগিয়েছে। এ বিষয়গুলো নিয়ে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি সেমিনার বা আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ রকম সেমিনার বা আলোচনা সভার দু-একটিতে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং এ বিষয়ে আমার কিছু মতামত তুলে ধরেছিলাম। সেসব বিষয় পত্রিকার পাঠকদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টায় আমার আজকের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনী আইন এবং নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার সংস্কার নিয়ে প্রথম যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো, নির্বাচন কমিশন গঠনপ্রক্রিয়া। আমাদের অনেকেরই মনে থাকার কথা, ২০২২ সালের আগে কোনো ধরনের আইন ছাড়াই নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে। মূলত ক্ষমতাসীন সরকারের পছন্দ-অপছন্দের তালিকা অনুসারে তখন নির্বাচন কমিশন গঠিত হতো। এমনকি ২০২২ সালের আগে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ একটি 'সার্চ কমিটি' গঠিত হলেও তার ফলাফল ছিল 'রাতের ভোটের' নির্বাচন কমিশন।

পরবর্তী সময়ে কাজী হাবিবুল আউয়ালের নেতৃত্বে যে কমিশন গঠিত হয়, তারাও একটি প্রহসনের নির্বাচন উপহার দেয়। ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত এই নির্বাচন ছিল প্রায় ভোটারবিহীন। অবস্থাদৃষ্টে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, সেই নির্বাচন কমিশন ভোটের হার বাড়িয়ে দেখিয়েছিল। তারা দেশবাসীর সঙ্গে প্রতারণা করেছিল, যা নিয়ে দেশে-বিদেশে ব্যাপক সমালোচনা হয়।

২০১৪ সাল থেকে ক্রমাগত অগ্রহণযোগ্য নির্বাচনগুলোর মাধ্যমে দেশে চরম স্বৈরাচারী-ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম হয়। এর পরিণতিতেই জুলাই-আগস্টে গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটল। দেড় দশক ধরে আওয়ামী লীগ সরকার কঠোর হাতে দেশ শাসন করেছে। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থানের মুখে তাঁরা দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। বর্তমানে তাঁদের অনেককেই আইনের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে এবং তাঁদের বিচারের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

এ বিষয়ে আমার আগের লেখাগুলোতে স্পষ্ট করেই বলেছি, অগ্রহণযোগ্য ও ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে যে সরকার গঠিত হয়, সেই সরকারকে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় 'হাইব্রিড' গণতন্ত্র বা কথিত নির্বাচনের মাধ্যমে 'স্বৈরতন্ত্র' হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই তত্ত্ব প্রমাণে বেশি দূর যেতে হয়নি; শেখ হাসিনার গত এক যুগের শাসন এবং গণ-অভ্যুত্থানে তাঁর পতনের ঘটনাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই তত্ত্বের প্রমাণ। লাখ লাখ মানুষের রাস্তায় নেমে আসা এবং হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের মধ্য দিয়ে স্বৈরতন্ত্রের পতন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

কাজেই সর্বজনীন ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কমিশন এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই। গ্রহণযোগ্য, বিশ্বাসযোগ্য এবং স্বেচ্ছায় ভোটার উপস্থিতির দ্বারা নির্বাচনের মাধ্যমেই জবাবদিহিমূলক সরকার গঠিত হতে হবে। এ জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিবর্গ দ্বারা গঠিত নির্বাচন কমিশনের বিকল্প নেই।

সময়ের স্বল্পতার কারণে এবারও সার্চ কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে কমিশন গঠনে একটি আইনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। যেহেতু এখন নির্বাচনবিষয়ক একটি সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছে, সেহেতু আমি মনে করি এ-সংক্রান্ত আইনটি প্রথমে অধ্যাদেশ আকারে জারি করে আগামী কমিশন গঠন করা যেত।

এই আইন প্রণয়নের বিষয়টি বহুবার বহুভাবে অনেকেই লিখেছেন। আইনের দ্বারা যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হলে সেটা স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা। এ প্রক্রিয়ায় সংসদের ভেতরের রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি অন্যান্য দলের অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা উচিত।

কমিশন গঠনপ্রক্রিয়ার বাইরেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার। ইদানীং নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তন আনার বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সন্দেহ নেই, বাংলাদেশ অলিখিতভাবে দ্বিদলীয় রাজনীতিতে বিভক্ত। বিগত নির্বাচনগুলোর ফলাফল ও সরকার গঠনের ক্ষেত্রে এমনটাই দেখা গেছে। বিশেষ করে, ১৯৯০-এর পর থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর এই প্রবণতা লক্ষণীয়।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এখন সংসদে আরও বেশি দলের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করতে হবে, যাতে সংসদ প্রাণবন্ত এবং অধিকতর অংশগ্রহণমূলক হয়। সে কারণে আমার সুপারিশ হলো, ন্যূনতম ১৫০টি আসনে আনুপাতিক হারে নির্বাচন পদ্ধতির প্রবর্তন।

- ২০১৪ সাল থেকে ক্রমাগত অগ্রহণযোগ্য নির্বাচনগুলোর মাধ্যমে দেশে চরম স্বৈরাচারী-ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম হয়।
- গ্রহণযোগ্য, বিশ্বাসযোগ্য এবং স্বেচ্ছায় ভোটার উপস্থিতির দ্বারা নির্বাচনের মাধ্যমেই জবাবদিহিমূলক সরকার গঠিত হতে হবে।
- নির্বাচনভিত্তিক কোনো অসদাচরণের কারণে অতীতে কোনো সরকারি অথবা আধা সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

অবশ্যই আগে থেকেই ন্যূনতম ভোটের হার নির্ণয় করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমার সুপারিশ, বর্তমানে সংসদে সংরক্ষিত নারী কোটার অবসান ঘটিয়ে ৩৩ শতাংশ নারীর উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হোক। সে ক্ষেত্রে 'ফাস্ট পাস্ট দি পোস্ট' (এ পদ্ধতিতে প্রত্যেক আসনে যিনি সর্বোচ্চ ভোট পাবেন, তিনি জয়ী হবেন) পর্যাপ্ত না হলে আনুপাতিক হারের মাধ্যমে নির্বাচিত হতে পারে। ওপরের সুপারিশ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর, বিশেষ করে প্রধান দলগুলোর মতৈক্যের প্রয়োজন রয়েছে।

তবে এর বিপরীত সুপারিশ হলো, বর্তমানের সংসদীয় আসন ৩০০ থেকে ৪০০-তে উন্নীত করা। অতিরিক্ত ১০০ আসনে নারীদের নির্বাচনের জন্য আনুপাতিক হারে সরাসরি ভোটের বিধান করা। সে ক্ষেত্রে নারী সংসদ সদস্যরা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন। এটা রাজনৈতিক দল দ্বারা নির্ধারিত হবে না।

বিগত সংসদগুলোতে সরাসরি কোটার কারণে নারী প্রতিনিধিরা বহুলাংশে বিতর্কিত হয়েছেন। আমি মনে করি, ৩০০ আসনে না হলেও অন্তত এই ১০০ আসনে 'ক্লোজড পার্টি লিস্টের' (প্রতিটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে সেই দলের জন্য বরাদ্দকৃত আসন কারা পাবে তা পূর্ব-নির্ধারণ করে থাকে) প্রক্রিয়ার নারী সদস্য নির্বাচিত হোক। এই দুই ক্ষেত্রেই সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হবে। তবে বর্তমান বিধান অনুযায়ী, নারী সদস্যদের পরোক্ষ নির্বাচনে মনোনয়ন আধুনিক ও শিক্ষিত নারী সমাজের সঙ্গে মানানসই নয়।

নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী ও স্বাধীনভাবে তার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র প্রস্তুতে সংবিধান ও নির্বাচনী আইনের বেশ কিছু সংযোজন ও বিয়োজনের প্রয়োজন রয়েছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে। সংবিধানের ১২৬-এর ধারায় বিগত দিনে যে সংশোধনী আনার প্রয়োজন ছিল, সেটা বাধাগ্রস্ত হওয়ায় মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে। যা হওয়া প্রয়োজনীয় বলে অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় তা হলো, 'নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর হতে গেজেট প্রজ্ঞাপিত না হওয়া পর্যন্ত আদালত নির্বাচনী বিষয়ে কোনো ধরনের মামলা গ্রহণ করিবে না।'

নির্বাচনপ্রক্রিয়া সমাপ্তির পর আদালত নির্বাচনকালীন যেকোনো অভিযোগের শুনানি করতে নির্দেশনা দিতে পারবেন। অতীত অভিজ্ঞতায় অনেক ক্ষেত্রে কমিশনকে বিব্রত ও প্রশাসনিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিশেষ করে মনোনয়নপত্র (নমিনেশন পেপার) বাছাই ও বাতিলের ক্ষেত্রে। এসব ক্ষেত্রে নির্বাচনপ্রক্রিয়া চলাকালে বহু মামলায় অন্তর্বর্তী রায়েও বাতিলকৃত নমিনেশন গ্রহণ করতে হয়েছে এবং এ ধরনের রায়ে নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় প্রশাসনিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে।

নির্বাচনী আইনেও প্রচুর সংশোধনীর প্রয়োজন রয়েছে। বেশ কিছু অসামঞ্জস্য রয়েছে, যা দূর করা প্রয়োজন। এসব বিষয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে, তবে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো।

প্রায় সব জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অপ্রতুলতার কারণে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়। কিন্তু ২০০৮ সালের পর থেকে এই বাহিনীকে অন্যান্য বাহিনীর মতো সরাসরি নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে দেওয়া হয়নি। কারণ, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে (আরপিও) সামরিক বাহিনীকে 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী'র সংজ্ঞা হতে বাদ দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে সামরিক বাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য মোতায়েন করা হয়, যার পরিচালনা ও নির্দেশনা আইনত ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসকের আওতায় থাকে। এটা নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যকারিতায় ব্যাঘাত ঘটায়। অবশ্যই এখানে পরিবর্তন প্রয়োজন।

আরপিওর ধারা ৩৭ এবং ৩৮-এ ভোট পুনর্গণনায় ৩৭(৫)(এ) ছাড়া নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা রাখার সুযোগ নেই। এর কারণে নির্বাচন কমিশনকে রিটার্নিং অফিসারের সনদকেই সঠিক ধরে গেজেট করতে হয়। এ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের কিছু ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে আমার মনে হয়েছে, নির্বাচনপ্রক্রিয়ার পুরো সময়ে নির্বাচন কমিশনকে সরকারের প্রশাসনিক কার্যক্রমের ওপর নজরদারির ক্ষমতা দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। এ বিষয়ে বহু সুপারিশ এবং বহু লেখালেখি হয়েছে।

নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় নিয়োজিত সব সরকারি ও আধা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ন্যূনতম ৩০ দিন নির্বাচন কমিশনের আওতায় রাখা বাঞ্ছনীয়। এটা বর্তমানে মাত্র ১৫ দিনের জন্য উল্লেখিত রয়েছে। নির্বাচনপ্রক্রিয়া চলাকালে অথবা পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে যদি কারও বিরুদ্ধে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনে অনিয়ম বা জালিয়াতির সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে, সরকারকে তা মেনে নিতে বাধ্য থাকতে হবে।

বিদ্যমান ধারায় অস্পষ্টতা থাকার কারণে বিগত সরকারগুলো কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। নির্বাচনভিত্তিক কোনো অসদাচরণের কারণে অতীতে কোনো সরকারি অথবা আধা সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি।

সর্বশেষ জোরালো সুপারিশ থাকবে যে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের (আরপিও) ধারা ৯১ (ক) আগের রূপে পূর্ণাঙ্গভাবে বহাল করা। সেখানে উল্লেখিত ছিল, নির্বাচন কমিশনকে যেকোনো সংসদীয় আসনের নির্বাচনপ্রক্রিয়া চলাকালে আংশিক অথবা সম্পূর্ণ আসনের নির্বাচন স্থগিত বা বাতিলের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

বিগত সময়ে বিশেষ করে আউয়াল কমিশনের সময়ে এই ধারায় যে পরিবর্তন করা হয়েছিল, তা আগের ধারার ঠিক বিপরীত। এখানে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতাকে খর্ব করা হয়েছিল। এমন বহু ধারার পরিবর্তন করা হয়েছিল, যেগুলোর সংস্কার এবং পুনর্বহালের প্রয়োজন রয়েছে।

ওপরে বর্ণিত কিছু কিছু জায়গায় সংস্কারের সুপারিশ করা হয়েছে, তা পূর্ণাঙ্গ নয়। তাই আরপিও এবং সংবিধানের কিছু ধারার পরিবর্তন না করলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সুস্থ, গ্রহণযোগ্য ও সঠিক নির্বাচন করা বেশ কঠিন হবে।

সর্বশেষ আমি মনে করি, ভবিষ্যৎ প্রশাসন এবং নির্বাচনের তত্ত্বাবধানের জন্য নিরপেক্ষ সরকারের প্রয়োজন রয়েছে এবং এ প্রয়োজনের স্থায়ী সমাধানকল্পে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতে পারে। উচ্চকক্ষের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

ওপরের আলোচনায় যে সুপারিশগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, তা আমার নিজস্ব মতামত মাত্র।

ড. এম সাখাওয়াত হোসেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং নৌ পরিবহন উপদেষ্টা, সাবেক নির্বাচন কমিশনার

শর্ষের তেল কতটা উপযুক্ত

ভালো থাকুন

মো. ইকবাল হোসেন, *জ্যেষ্ঠ পুষ্টি কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম ডায়াবেটিক জেনারেল হাসপাতাল*

শর্ষে ক্রুসিফেরি গোত্রের উদ্ভিদ। এর বীজ থেকে তেল পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে শর্ষের তেলের ব্যবহার বেশি হলেও আমরা এখন সয়াবিন, পাম, সূর্যমুখী, অলিভ, ক্যানুলা অয়েলসহ বিভিন্ন তেল ব্যবহারে অভ্যস্ত।

প্রতি ১০০ গ্রাম শর্ষের তেলে আছে

কিলোক্যালরি	৮৮৪
সম্পৃক্ত ফ্যাট	১১%
অসম্পৃক্ত ফ্যাট	৮০%
ইউরিসিক অ্যাসিড	৪০%
অলিক অ্যাসিড	১৯%
পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট	২১%
ওমেগা-৩	৬%
ওমেগা-৬ ফ্যাটি অ্যাসিড	১৫%
ভিটামিন এ, ই	কিছু পরিমাণ

শর্ষের তেলের উপকার

- শর্ষে তেলের পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট, ওমেগা-৩, ওমেগা-৬ ফ্যাটি অ্যাসিড ভালো চর্বি (গুড ফ্যাট) হিসেবে বিবেচিত। এই ফ্যাট রক্তে ক্ষতিকর চর্বি কমাতে ও ভালো চর্বি বাড়াতে সাহায্য করে; যা হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমায়।
- বাহ্যিক ব্যবহারে এ তেল উপকারী বেশি। ফ্যাটি অ্যাসিডসমৃদ্ধ বলে ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখে, পিগমেন্টেশন কমায় ও ত্বককে মসৃণ করতে সাহায্য করে। নিয়মিত শর্ষের তেল ব্যবহারে ত্বকে ব্যাকটেরিয়ারোধী বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়।
- শর্ষের তেলে ভিটামিন এ এবং ই থাকে, যা চুলের সুরক্ষা দেয়। সপ্তাহে অন্তত দুই দিন শর্ষের তেল ম্যাসাজ করলে চুলের গোড়ায় রক্ত সঞ্চালন ও অক্সিজেন সরবরাহ বাড়ে; যা চুলের গোড়াকে শক্ত করে।
- শর্ষের তেলের আলফা লিনোলয়িক অ্যাসিড শরীরের ব্যথা কমাতে সহায়তা করে।
- শর্ষের তেল প্রায়ই সাধারণ সর্দি, কাশি ও শ্বাসকষ্টে প্রাকৃতিক প্রতিকারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- আয়ুর্বেদশাস্ত্র অনুযায়ী, শর্ষের তেলের সঙ্গে সামান্য রসুনের নির্যাস মিশিয়ে বুক ও নাকের নিচে লাগালে শ্বাসতন্ত্রের উন্নতি হয়।

উচ্চ স্ফুটনাঙ্ক

শর্ষের তেলের স্মোকিং পয়েন্ট প্রায় ৪৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট (২৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস)। উচ্চ স্ফুটনাঙ্কের কারণে রান্না বা ভাজাপোড়ায় এ তেল নিরাপদ। সাধারণত উচ্চ তাপমাত্রায় অন্যান্য তেল ভেঙে ট্রান্সফ্যাট তৈরি হয়। এই ট্রান্সফ্যাট ক্যানসারের মতো রোগ তৈরিতে ভূমিকা রাখে।

খারাপ দিক

- যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপে রান্নায় শর্ষের তেলের ব্যবহার নিষিদ্ধ। কারণ, এতে ইউরিসিক অ্যাসিড নামে একটি লং চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড পাওয়া যায়। ইউরিসিক অ্যাসিড হার্টের সমস্যা, বিশেষ করে মায়োকার্ডিয়াল লিপিডোসিসের সঙ্গে যুক্ত।
- গবেষণায় দেখা যায়, ইউরিসিক অ্যাসিড বেশি খেলে হার্টে চর্বি জমে; যদিও শরীরে এই অ্যাসিডের প্রভাব নিশ্চিত নয়।
- প্রাচীনকালে শর্ষে থেকে ঘানির মাধ্যমে খুবই ধীর প্রক্রিয়ায় তেল সংগ্রহ করা হতো। এভাবে সংগৃহীত তেলে কোনো খারাপ দ্রব্য থাকত না এবং তেল ফিল্টার করার প্রয়োজন হতো না। এখন লোহার চাপ মেশিনে দ্রুত প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত তেলে খারাপ দ্রব্য বেশি থাকে। এ ক্ষেত্রে তেল উৎপাদনের সময় অতিরিক্ত তাপ উৎপন্ন হওয়ায় এর গুণ কিছুটা নষ্ট হয়।

» **আগামীকাল পড়ুন :** শিশুর হাঁপানি কেন আলাদা

কুমড়ার নৌকায় ৪৫.৬৭ মাইল ভ্রমণ করে রেকর্ড

বিচিত্র

ইউপিআই

কাঠের বা লোহার নয়, ১ হাজার ২১৪ পাউন্ড ওজনের বড় এক কুমড়া দিয়ে বানিয়ে ফেললেন নৌকা। সেই কুমড়ার নৌকা ভাসিয়ে দিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন নদীতে। সেই নৌকায় ৪৫ দশমিক ৬৭ মাইল ভ্রমণ করে গড়লেন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস।

যুক্তরাষ্ট্রের অরেগন অঙ্গরাজ্যের হ্যাপি ভ্যালি এলাকার ওই ব্যক্তির নাম গ্যারি ক্রিস্টেনসেন। ২০১১ সাল থেকে তিনি বড় আকারের কুমড়ার চাষাবাদ করে আসছেন। ওয়েস্ট কোস্ট জায়ান্ট পাম্পকিন রেগাটা প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে তিনি ২০১৩ সাল থেকে তাঁর খেতের বিশাল আকারের কুমড়া দিয়ে নৌকা বানানোর কাজ শুরু করেন। তিনি টানা চারবার এ প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছেন।

কুমড়াকে কেটে নৌকা বানিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে 'পাম্কি লোফস্টার' খেতাবও পেয়েছেন কারস্টেন। আর কুমড়ার প্যাডেলচালিত নৌকা দিয়ে ভ্রমণ করে গড়ে ফেললেন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস।

ওয়াশিংটন নদী থেকে কারস্টেন নৌকা নিয়ে ৪৫ দশমিক ৬৭ মাইল চালিয়ে কলম্বিয়া রিভারে যান। এতে তাঁর মোট সময় লাগে ২৬ ঘণ্টা। এর আগে অন্য একজন কুমড়ার নৌকা ৩৯ মাইল চালিয়ে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস গড়েছিলেন।

কারস্টেন বলেন, কুমড়ার নৌকা চালিয়ে নতুন রেকর্ড গড়ার পথ মোটেই মসৃণ ছিল না। প্রচণ্ড বাতাস আর উত্তাল নদীতে এই রেকর্ড গড়তে গিয়ে বেশ বেগ পেতে হয়েছে তাঁকে।

নিজের বানানো প্যাডেলচালিত কুমড়ার নৌকায় কারস্টেন। ছবি : গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস

কারস্টেন অরেগন পাবলিক ব্রডকাস্টিংকে বলেন, 'আমাদের ভ্রমণের সময় নদীতে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৩৫ মাইল বেগে বাতাস বইছিল।' তিনি বলেন, 'আমরা ভনিভাইল বাঁধ থেকে যাত্রা শুরু করেছি। মাঝেমধ্যে নদীর ঢেউ কুমড়ার নৌকার ওপর আছড়ে পড়ছিল। আমি নদীর ঢেউয়ের পানিতে ভিজে যাচ্ছিলাম। নৌকায় পানি জমে যাচ্ছিল।'

কারস্টেন তাঁর এই কুমড়ার নৌকায় ভ্রমণের পুরোটাই ভিডিও রেকর্ড করেছেন। পাশাপাশি কুমড়ার নৌকার এক পাশে লিখে রেখেছিলেন, 'এটা সত্যি।' এ কথা লিখে রাখার কারণও জানালেন তিনি। বললেন, উৎসুক জনতার অনেকে এই নৌকা নিয়ে নানা প্রশ্ন করতে পারেন। তাঁদের এত প্রশ্নের জবাব যেন দিতে না হয়, সে জন্য এই লেখা দেওয়া হয়েছে।

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : **আদনান মুকিত**, আঁকা : **আরাফাত করিম** ১৫১২

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

কোন বয়সে প্রোস্টেট বড় হওয়ার ঝুঁকি বেশি?

এমনই তো চাই।

বেনাইন প্রোস্টেট হাইপারট্রোফিকে বলা হয় এনলার্জড প্রোস্টেট। এটা তো সবারই জানা, এই সমস্যা কেবল পুরুষের হয়। বয়স ৬০ হলেই এর ঝুঁকি ৫০ শতাংশ, এবং বয়স ৮০ হলে ঝুঁকি দাঁড়ায় ৯০ শতাংশে।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১		২			৩		৪
				৫			
৬	৭		৮		৯		
			১০	১১			১২
১৩		১৪				১৫	
		১৬	১৭		১৮		
	১৯		২০				২১
২২					২৩		

বাঁ থেকে ডানে

১. লেশমাত্র। ৩. বিনিময়। ৫. অনাবৃষ্টি। ৬. সোজাসুজি। ৯. সখা। ১০. উপলব্ধি। ১৩. বুনো। ১৫. অস্তিত্ব। ১৬. হলুদ রং। ১৮. দহনযোগ্য। ২০. সাজাপ্রাপ্ত। ২২. অক্ষম। ২৩. ব্যতিক্রম।

ওপর থেকে নিচে

১. সুন্দরভাবে রচনা। ২. চিত্ত। ৩. সব সময়, সোজা। ৪. অর্জিত। ৭. সামন্ত রাজা। ৮. বিলুপ্তপ্রায় একপ্রকার মাছ। ১১. ওপরের ঠোঁট। ১২. জ্ঞানসম্পন্ন। ১৩. বিয়ের পাত্র। ১৪. তাপযুক্ত। ১৫. সহন। ১৭. সে জন্য। ১৮. দানযোগ্য। ১৯. গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করে দেওয়া। ২১. বাধ্যবাধকতা।

গত সমস্যার সমাধান

তি	র	বি	রে		স		ঝ
ন		যা		ব	ং	শা	ল
	সি	ক্ত	তা		কু		ক
র	ং		লা	ভা	লা	ভ	
	হ	তা	শ		ন	য়	ন
বি	দ্বা	ন		প		ং	
প	র		অ	ব	লো	ক	ন
দ		ব	ন্ধ	ন		র	

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

চীনের তাইয়ুয়ান শহরের এক দোকানে ভিনেগার ফ্লেভারের আইসক্রিম পাওয়া যায়!

১৮ শতকে দাঁতের ফিলিং হিসেবে এমন কিছু ধাতু ব্যবহৃত হতো, যার ফলে অনেকেরই দাঁত বিস্ফোরিত হতো হরহামেশা!

ইংল্যান্ডে বিয়ের পোশাকে মাকড়সা খুঁজে পাওয়াকে সৌভাগ্যের লক্ষণ হিসেবে ধরা হয়।

কথা অমৃত

সত্যি সত্যিই কিছু করতে চাইলে একটা না একটা রাস্তা আপনি খুঁজে পাবেনই, আর না চাইলে পাবেন অজুহাত।

জিম রন
মার্কিন উদ্যোক্তা ও লেখক (১৯৩০-২০০৯)

সুডোকু

2		4	1				8	5
	1				8			
5					7			
	5	1	7		4			8
		8		5		2		
3			9		1	4	5	
			6					3
			8				2	
7	6				2	8		9

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

4	7	3	2	9	6	8	1	5
1	2	8	4	7	5	9	6	3
6	9	5	1	8	3	4	7	2
5	1	9	8	6	4	2	3	7
3	4	6	7	5	2	1	9	8
7	8	2	9	3	1	6	5	4
2	3	1	6	4	7	5	8	9
8	6	7	5	2	9	3	4	1
9	5	4	3	1	8	7	2	6

চৌকিতে

হালিম স্যার ক্লাসে ভীষণ অজনপ্রিয়।
ক্লাসে এসে হম্বিতম্বি করেন শুধু।
কারও সঙ্গেই ভালোভাবে কথা বলেন না। সুযোগ পেলে মারধরও করেন।
সেদিন ক্লাসে এসে বিটলুকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বল তো, "আমি ভালো"—এটা কোন কাল?'
বিটলুর অকপট জবাব, 'অতীত কাল, স্যার।'

পিনাটস • চার্লস শুলজ

আমি জীবন সম্পর্কে জানতে চাই। আমার দরকার নির্জলা সত্য উত্তর।

পাঁচ।

পাঁচ?!

ডেঙ্গু প্রতিরোধে কর্মসূচি | নারায়ণগঞ্জে ডেঙ্গু প্রতিরোধে নানা কর্মসূচি পালন করেছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মামুন মাহমুদ। প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

সংক্ষেপে

গাজীপুর

এবি পার্টিতে যোগদান

গাজীপুরে আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টিতে যোগ দিলেন বিভিন্ন দল ও পেশার অর্ধশত নেতা-কর্মী। নতুন সদস্য যোগ দেওয়া উপলক্ষে সংবর্ধনা ও মতবিনিময় সভা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিএম কলেজের হলরুমে এ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এবি পার্টির গাজীপুর জেলা ও মহানগর আয়োজনে জেলা কমিটির আহ্বায়ক আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব এম আমজাদ খানের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন এবি পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব মজিবুর রহমান। উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর বিএম কলেজের অধ্যক্ষ হুমায়ুন কবির, ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক আলতাফ হোসেন, গাজীপুরে যুগ্ম আহ্বায়ক মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম, এস এম ইকবাল হোসেন, যুগ্ম সদস্যসচিব মওলানা শরিফুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রিপন মাহমুদ, এবি যুব পার্টির সদস্যসচিব সুলতানা রাজিয়া, আহ্বায়ক মাসুদ জমাদ্দার প্রমুখ। মজিবুর রহমান বলেন, 'আমরা নিবন্ধন পেয়েছি, আমাদের মার্কা ঈগল। আমরা এমন এক রাজনীতি করতে চাই, যেখানে জনগণ জানবে, আমরা কী করতে চাই। ইতিমধ্যেই সারা দেশে আমাদের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।'
প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

কেরানীগঞ্জ

বিক্ষোভ মিছিল

ঢাকার কেরানীগঞ্জে বিএনপির নেতা হাফিজুর রহমানকে প্রাণনাশের হুমকির প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন এলাকাবাসী। গতকাল দুপুরে কেরানীগঞ্জের জিনজিরা জনি টাওয়ার এলাকায় এ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল হয়। মিছিলটি জিনজিরা বাসরোড এলাকা পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করে। এতে শতাধিক এলাকাবাসী অংশ নেন। মানববন্ধনে জিনজিরা ইউনিয়ন ৫ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান বলেন, জিনজিরা এলাকার বাসিন্দা জুলফিকার প্রিন্স, নবাব মিয়া, মন্টু মিয়া, মামুন হোসেন, লাল মিয়াসহ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির ছত্রছায়ায় চাঁদাবাজি করছেন। তাঁরা ও তাঁদের সহযোগীরা বিভিন্ন রিকশা গ্যারেজে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। তাঁদের এসব অপকর্মের প্রতিবাদ করতে গেলে তাঁরা আমাকে প্রাণনাশের হুমকি দেন। এ ঘটনায় আমি থানায় জিডি করেছি।'
প্রতিনিধি, *কেরানীগঞ্জ, ঢাকা*

মানিকগঞ্জ

চেক ও সনদ বিতরণ

মানিকগঞ্জে জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা ও যুবকদের মধ্যে আর্থিক চেক ও উদ্যোক্তাদের সনদ বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। গতকাল ঘিওর উপজেলার জোকা এলাকায় জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রাঙ্গণ থেকে শোভাযাত্রা বের করা হয়। পরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে দিবসটি উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ আতিকুল মামুনের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মানোয়ার হোসেন মোল্লা। বক্তব্য দেন জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর উপমহাপরিচালক অলোকা প্রভা দে, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক রবীআহ নূর আহমেদ, ঘিওর থানার ওসি মো. রফিকুল ইসলাম ও মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাবের আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাস কয়েকজন যুব উদ্যোক্তা।
প্রতিনিধি, *মানিকগঞ্জ*

৭ হাজার একর বনভূমি দখল

গাজীপুর

গত ২৩ অক্টোবর অভিযান চালিয়ে মাত্র ছয় একর বনভূমি উদ্ধার করেছে বন বিভাগ।

> সম্প্রতি এক সভায় দখলদারদের নামে মামলা করা এবং ওই সব এলাকায় অভিযান চালিয়ে দখল উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
> **জুয়েল রানা**, রেঞ্জ কর্মকর্তা, রাজেন্দ্রপুর

মাসুদ রানা, *গাজীপুর*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর গাজীপুরে বনের জমি দখল ও দখল-বাণিজ্য শুরু করেছেন স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। বন বিভাগের হিসাব অনুযায়ী, প্রায় দুই মাসে দখল হয়েছে সাড়ে সাত হাজার একরের মতো বনভূমি। এ সময় সাড়ে তিন হাজার একর বনভূমি দখল করে স্থাপনা বা বাড়িঘর নির্মাণ করা হয়েছে। তবে গত ২৩ অক্টোবর অভিযান চালিয়ে মাত্র ছয় একর বনভূমি উদ্ধার করেছে বন বিভাগ।

বন বিভাগ সূত্রে জানা যায়, শালবনঘেরা গাজীপুরে বনভূমি রয়েছে ৫২ হাজার ৭৩৭ একর। দখল করে বনের ভেতর তৈরি করা হচ্ছে ঘরবাড়ি, দোকানপাট, বিপণিবিতানসহ নানা স্থাপনা। কিছু শিল্পমালিকও বন দখল করে কারখানা করেছেন। ৫ আগস্টের পর বনভূমির ৭ হাজার ৪৫০ একর জমি দখলের কথা বলা হলেও বাস্তবে হয়েছে আরও বেশি।

স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এ দুই মাসে রাজেন্দ্রপুর রেঞ্জের মনিপুর ও ভবনীপুর বিট অফিস এলাকাতেই গড়ে উঠেছে দেড় হাজারের বেশি ঘরবাড়ি, দোকানসহ বিভিন্ন স্থাপনা। কালিয়াকৈরের চন্দ্রা ও কাঁচিকাটা রেঞ্জে দখলের পরিমাণ আরও বেশি। ওই সব এলাকায় এই সময়ে কয়েক কোটি টাকার কাঠ, বাঁশ, লোহা ও ঢেউটিন বিক্রি হয়েছে। অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ঘরবাড়িতে বিদ্যুতের বৈধ মিটার, গভীর নলকূপ পর্যন্ত স্থাপন করা হচ্ছে। বনভূমি দখল করে সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ করা হচ্ছে। বন বিভাগের স্থানীয় কর্মীরা কিছু করতে পারছেন না, তাঁরা দখলদারদের কাছে অসহায়। ৫ আগস্টের পর বন আদালতে ৪১টি মামলা হলেও এসবের কার্যক্রম নেই। পুলিশ আসামি না ধরায় এলাকায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। রাজেন্দ্রপুর রেঞ্জের ভবানীপুর ও মনিপুর বিট অফিসের রাজেন্দ্রপুর, শিরিরচালা, বানিয়াচালা, বাঘের বাজার, মণ্ডলবাড়ী, মনিপুর, নয়াপাড়া, ফকির মার্কেট, রাজশাহী মার্কেট, বিকেবাড়ী, ডুগরী, বাউপাড়া, জাঙ্গালিয়াপাড়া, নান্দোয়াইন, বাংলাবাজার এলাকায় দখল বেশি হচ্ছে। কালিয়াকৈরের চন্দ্রা ও কাঁচিকাটা রেঞ্জে বনভূমি দখল হচ্ছে আরও বেশি।

এলাকাবাসী জানান, রাজেন্দ্রপুর রেঞ্জ ও মনিপুর বিট অফিসে বোরকান মৌজার আরএস-৮২৬ নম্বর দাগে আনুমানিক এক কাঠা জমির মালিক সুমন মাহমুদ। তিনি পাশের আরএস-৮০১ নম্বর দাগে বনের তিন কাঠাসহ চার কাঠা জমিতে আরসিসি পিলার করে ছয়তলা বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। সরেজমিনে দেখা যায়, ওই বাড়ির একতলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। এ ঘটনায় সুমনের বিরুদ্ধে বন আদালতে মামলা করেছে বন বিভাগ। তাতেও কাজ হচ্ছে না। সুমন নির্মাণকাজ চালিয়েই যাচ্ছেন। এ ছাড়া একই বিটের বেগমপুর হোতাপাড়ায় বন বিভাগের ১০ কোটি টাকা মূল্যের ১ বিঘা জমিতে টাইলস মার্কেট নির্মাণকাজ চলছে। অভিযোগ আছে, বোরকান-মনিপুর মৌজার সিএস-৫৮৬ নম্বর দাগে বন বিভাগের গেজেটভুক্ত ওই জমিতে ইতিমধ্যে ১৪টি দোকানের নির্মাণকাজ প্রায় সমাপ্তির পথে এবং কয়েকটি টাইলস ব্যবসায়ীদের থেকে এককালীন মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে দোকানঘর বুঝিয়ে দিয়ে দখলপ্রক্রিয়া প্রায় পাকাপোক্ত করছেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, মনিপুর বিটের নয়াপাড়া ফকির মার্কেট এলাকায় সামাজিক বনায়নের উডলট বাগানের গাছ কেটে মাইনুদ্দিন মোল্লা নামের একজন টিনশেড বাড়ি, তাঁর সহোদর নাছির মোল্লা একটি বাড়ি, সোহেল মোল্লা দোকান ও বাড়ি করছেন। একই এলাকার খলিল মিয়া নির্মাণ করেছেন টিনশেডের চারটি রুমের বাড়ি, রফিকুল ইসলাম তিন রুমের একটি বাড়ি, তাঁর সহোদর শফিকুল ইসলাম তিন রুমের একটি বাড়ি, নারায়ণ তিন রুমের একটি বাড়ি, শাপলা তিন রুমের বাড়ি, অর্জুন তিন রুমের বাড়ি, আলী দোকানসহ বাড়ি নির্মাণ করেছেন। মনিপুর মধ্যপাড়ার রুহুল আমীনের স্ত্রী নাজমা বেগম একটি দোকানসহ চার কক্ষের বাড়ি, আশ্রমচালার ইউনুস ড্রাইভার নির্মাণ করেন টিনশেডের দুই রুম, একই এলাকার আলী করেছেন দুই রুম, রুহুল আমীন পাঁচ রুম, আবু তালেব চার রুম, দুলাল মিয়া নির্মাণ করেছেন টিনশেডের দুই রুমের ঘর।

বনের জমি দখল করে ভবন নির্মাণের অভিযোগ অস্বীকার করে সুমন বলেন, 'আমি আমার জমিতে বাড়ি করছি।'

রাজেন্দ্রপুর রেঞ্জ কর্মকর্তা জুয়েল রানা বলেন, সম্প্রতি জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে ভাওয়াল সম্মেলনকক্ষে এক সভায় দখলদারদের নামে মামলা করা এবং ওই সব এলাকায় যৌথ অভিযান চালিয়ে দখল উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

৬ একর বনভূমি উদ্ধার

গত ২৩ অক্টোবর কালিয়াকৈরে দখল হওয়া জমি উদ্ধারে যৌথ বাহিনীর সহযোগিতায় অভিযান চালিয়েছে ঢাকা বন বিভাগ। উপজেলার পূর্ব চন্দ্রা বোর্ড মিল ও পাশা গেট এলাকায় এ অভিযানে অবৈধ স্থাপনা গুঁড়িয়ে দিয়ে ছয় একর বনের জমি উদ্ধার করা হয়।

ঢাকা বন বিভাগের সহকারী বন সংরক্ষণ রেজাউল আলম বলেন, 'দখলের খবর পেয়ে বাধা দিতে গিয়ে আমি নিজেও হেনস্তার শিকার হয়েছি।'

বাংলাদেশ রিভার ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মো. মনির হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁদের একটি জরিপে দেখা গেছে, জেলার মোট আয়তন অনুযায়ী ২০ থেকে ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকতে হয়। ২০০০ সালে গাজীপুরে বনভূমির পরিমাণ ছিল ৩৯ হাজার ৯৪৩ হেক্টর বা ২৩.৪৪ শতাংশ। ২০২৩ সালে জেলায় বনভূমির পরিমাণ এসে ঠেকেছে ১৬ হাজার ১৭৪ হেক্টর বা ৯.৪৯ শতাংশে।

গাজীপুর সদর উপজেলার ভবানীপুর এলাকায় বনের জমি দখল করে নির্মাণ করা হচ্ছে বহুতল ভবন। সম্প্রতি তোলা। ছবি : প্রথম আলো

আবুল হাসনাতের স্মরণ অনুষ্ঠানে স্মারক বক্তৃতা দিচ্ছেন আবুল মোমেন। মঞ্চে আছেন ওয়াসি আহমেদ, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ও সুব্রত বড়ুয়া। গতকাল রাজধানীর ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালয়ে। ছবি : তানভীর আহাম্মেদ

মুক্তবুদ্ধি চর্চায় সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ আবুল হাসনাত

স্মরণ অনুষ্ঠান

কালি ও কলম সাহিত্য পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকালীন সম্পাদক আবুল হাসনাত স্মরণে স্মারকবক্তৃতা অনুষ্ঠিত।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আবুল হাসনাত

মানুষের সম্মিলনের ভিত্তিতেই সম্ভাবনা তৈরি হয় গণমানুষের মুক্তির। একজন মানুষের মধ্যেও মুক্তবুদ্ধির চর্চা হলে সে নানাভাবে অবদান রাখতে পারে সমাজে। আর সে দৃষ্টান্তই রেখে গেছেন কবি, প্রাবন্ধিক ও সম্পাদক আবুল হাসনাত। *কালি ও কলম* সাহিত্য পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকালীন সম্পাদক আবুল হাসনাত স্মরণে অনুষ্ঠিত স্মারকবক্তৃতায় এমন মন্তব্য করলেন আলোচকেরা।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর ধানমন্ডিতে অবস্থিত বেঙ্গল শিল্পালয়ে আয়োজিত হয় আবুল হাসনাত স্মারকবক্তৃতা 'সাহিত্য ও গণমুক্তির সাধনা'। *কালি ও কলম* আয়োজিত এ স্মরণ অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন কবি ও প্রাবন্ধিক আবুল মোমেন। 'গণমুক্তি ও মানুষের মুক্তির সাধনা' শিরোনামে স্মারকবক্তৃতায় তিনি বলেন, 'গত শতকের ষাটের দশক ছিল আমাদের প্রজন্মের জেগে ওঠার কাল। কৈশোর পেরোতে পেরোতে আমরা জেনেছি, এ জগৎ স্বপ্ন নয়, আন্দোলন-সংগ্রামে সত্যিই রক্তের অক্ষরে লেখা হচ্ছিল আমাদের কালের রূপ।' আবুল মোমেন বলেন, 'আমাদের ষাটের দশক এবং তার আগের পঞ্চাশের দশককে বাঙালি মুসলমানের জাগরণের কাল আখ্যায়িত করেছিলেন অনেকে। এই দুই দশকের জাগরণের কালে হাসনাত ভাই এবং তাঁদের পেছন পেছন আমরাও, পরিবারের গণ্ডি ভেঙে দেশ এবং বিশ্বজগতের প্রতি উন্মুখ জিজ্ঞাসা নিয়ে পথ চলতে শুরু করি।'

আবুল মোমেন তাঁর প্রবন্ধে মূলত বালাদেশসহ গোটা বিশ্বের সংস্কৃতির রাজনীতির বিভিন্ন সংকট তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বিচ্ছিন্নতা, আত্মকেন্দ্রিকতার খোলস ভাঙতে হবে। সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা, নাটক, চলচ্চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্যের রস-রূপের খোঁজ পেতে হবে, জীবনের দায় হিসেবেই এসবেরও চর্চায় মেতে উঠতে হবে নতুন প্রজন্মকে। তিনি বলেন, মানুষের সম্মিলনের ভিত্তিতেই সম্ভাবনা তৈরি হয় গণমানুষের মুক্তির।

প্রবন্ধের ওপর আলোচনার সময় কথাসাহিত্যিক ওয়াসি আহমেদ বলেন, 'গণমুক্তি ও মানুষের মুক্তির সাধনা' প্রবন্ধে মানুষের মুক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রকাঠামোর প্রতিটি দিক কতভাবে সম্পৃক্ত, তা তুলে ধরা হয়েছে। পরিবেশের আনুকূল্য না থাকায় যে বিপর্যয় ঘটছে, তা নিয়েও উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইমেরিটাস অধ্যাপক, কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। তিনি বলেন, আবুল হাসনাত চিন্তার অনেক স্মৃতি ও সূত্র রেখে গেছেন, যা সামনের পথ দেখায়। আবুল হাসনাত নতুন লেখক সৃষ্টি করেছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, অনেককে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁদের গন্তব্যে। সত্তরের দশক থেকে তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের কথা উল্লেখ করে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, একটি দেশের সংস্কৃতি এক দিনে গড়ে ওঠে না। বহুজনের থাকে নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আবুল হাসনাত ছিলেন তেমনই একজন মানুষ।

সাংবাদিক ও আবুল হাসনাতের সহধর্মিণী নাসিমুন আরা হক মিনু বলেন, 'তার সারা জীবনই নিবেদিত ছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে। কাজেই ছিল তার আনন্দ। যখন যে কাজ করেছে, তা আনন্দেই করেছে। ছাত্র আন্দোলন থেকেই সে ছিল দেশের মুক্তবুদ্ধির চর্চার নিরলস কর্মী।'

স্বাগত বক্তব্যে *কালি ও কলম*-এর সম্পাদক সুব্রত বড়ুয়া বলেন, 'আবুল হাসনাতকে স্মরণ করার সময় সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার দীর্ঘ সময়কে স্মরণ করি আমরা। এতে নিজেদের পথচলা কতটুকু হলো, তা-ও বুঝতে পারি।' তিনি বলেন, '*কালি ও কলম* পত্রিকার যে ধারা আবুল হাসনাত সৃষ্টি ও রক্ষা করেছিলেন; সেটাই বজায় রাখার চেষ্টা করছি আমরা।'

সূচনায় বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক লুভা নাহিদ চৌধুরী আবুল হাসনাতের কর্মময় জীবনের পরিচিতি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এ দেশের সাহিত্যের পরিচর্যায় আবুল হাসনাত ছিলেন অক্লান্ত।

আবুল হাসনাত স্মরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন ইমেরিটাস অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, ছায়ানটের নির্বাহী সম্পাদক সারওয়ার আলী, গবেষক ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, লেখক বদিউদ্দিন নাজিরসহ অনেক বিশিষ্টজন।

আলোচনায় উঠে আসে মাহমুদ আল জামান নামে আবুল হাসনাতের কবিতা লেখার কথা। বক্তারা বলেন তাঁর শিল্প সমালোচনা, গল্প ও সম্পাদিত বইয়ের কথা। ২০০৪ সাল থেকে আবুল হাসনাত *কালি ও কলম* সম্পাদনা করছিলেন। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান তখন ছিলেন সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি। দুজনই চলে যাওয়ায় শূন্যতার কথা বললেন উপস্থিত সুধীজনেরা। আবুল হাসনাত দুই যুগের বেশি সময় সম্পাদনা করেছেন দৈনিক *সংবাদ*-এর 'সাহিত্য সাময়িকী'। ২০২০ সালের ১ নভেম্বর পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চিরবিদায় নেন বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য সম্পাদক আবুল হাসনাত। তাঁর স্মরণে প্রতিবছর স্মারকবক্তৃতার আয়োজন করে *কালি ও কলম*।

নারায়ণগঞ্জে নুরুল হক

কোনো কোনো দলের কর্মকাণ্ডে ফ্যাসিবাদের প্রতিধ্বনি পাচ্ছি

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

নুরুল হক

গণ অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নুরুল হক (ভিপি নুর) বলেছেন, 'কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডে আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। আমরা চাই না, আওয়ামী লীগের মতো আগামীর বাংলাদেশে আবার কেউ ফ্যাসিবাদ কায়েম করুক।'

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জ শহরের ডিআইটি বাণিজ্যিক এলাকায় জেলা ও মহানগর গণ অধিকার পরিষদ আয়োজিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে নুরুল হক এ কথা বলেন। গণ অধিকার পরিষদ নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি নাহিদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আরিফ ভূঁইয়ার সঞ্চালনায় গণসমাবেশে প্রধান বক্তার বক্তব্য দেন দলের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসান আল মামুন। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা বক্তব্য দেন।

নুরুল হক তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'গত ১৫ বছরে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে দলীয়করণ করে, ভিন্নমতের মানুষের নামে মামলা-হামলা দিয়ে, ভারতের নীলনকশায় এই দেশে ফ্যাসিবাদী ও একদলীয় শাসন কায়েম করেছিল। তাদের বিরুদ্ধে যাঁরাই কথা বলেছেন, লড়াই করেছেন, তাঁদের কারাগারে যেতে হয়েছে।'

ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক বলেন, আওয়ামী লীগের পতন হয়েছে, ফ্যাসিবাদের পতন হয়েছে, চাঁদাবাজ-দখলবাজরা লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে, দেশ ছেড়েছে। কিন্তু নারায়ণগঞ্জের ফুটপাত, শিল্পকারখানা, দোকানপাট, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে চাঁদাবাজি বন্ধ হয়নি। দখলবাজি বন্ধ হয়নি। শুধু হাতবদল হয়েছে।

নুরুল হক বলেন, কোনো রাজনৈতিক দল যদি ভেবে থাকে, 'আমরা ক্ষমতায় চলে আসছি'। ক্ষমতা অনেক দূরে, এটা অন্তর্বর্তী সরকার, অন্তর্বর্তী রাজনৈতিক দলের সরকার নয়। নুর আরও বলেন, 'আপনারা যাঁরা ভিন্নমতের ব্যানার-পোস্টার ছিঁড়ে ফেলছেন, নেতা-কর্মীদের হুমকি দিচ্ছেন, মামলা দিচ্ছেন, আপনারা আওয়ামী লীগ থেকে শিক্ষা নিন। এত বড় সরকার, এত বড় রাজনৈতিক দল, এত বড় রাষ্ট্র, ভারতের সমর্থন, ১৫ বছরে রাষ্ট্রযন্ত্রকে দলীয়করণ করেছে, ফ্যাসিবাদের সরকার নায়ক শেখ হাসিনা জুতাটা পরার সময়ও পান নাই। কাজেই বাড়াবাড়ি বন্ধ করুন। তাঁদের উদ্দেশে বলতে চাই, সেনাশাসন ডাইকা আইনেন না। পরে কোথাকার আগুন কোথায় যায়, কোন ঘটনা কোথায় যায়, সেটি কিন্তু বলা যায় না। কাজেই আমাদের রক্তচক্ষুর ভয় দেখাবেন না। আমাদের মধ্যে বিভক্তি করে ফ্যাসিবাদ পুনর্বাসনের সুযোগ দিয়েন না।'

মসজিদের জমি দখলচেষ্টার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

ঢাকার কেরানীগঞ্জ

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন কেরানীগঞ্জের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও আগানগর বড় মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য সাহিদুল হক।

প্রতিনিধি, *কেরানীগঞ্জ, ঢাকা*

ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলায় একটি চক্রের বিরুদ্ধে আগানগর বড় মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফ করা ৩০ শতাংশ জমি দখলচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এর প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন মসজিদের কয়েক শ মুসল্লি।

গতকাল শুক্রবার আগানগর বড় মসজিদে জুমার নামাজ শেষে মসজিদ চত্বরে এ সংবাদ সম্মেলন হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন কেরানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও আগানগর বড় মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য সাহিদুল হক।

সংবাদ সম্মেলনে সাহিদুল হক বলেন, আগানগর বড় মসজিদের নামে যে জমি রয়েছে, ওয়ারিশ সূত্রে সেই জমির মালিক ছিলেন তিন ভাই। তাঁরা হলেন অমিতাভ চৌধুরী, উত্তম চৌধুরী ও দেবাশিস চৌধুরী। কিন্তু আরএস রেকর্ডে শুধু অমিতাভের নামে সব জমি রেকর্ড হয়। যা অদ্যাবধি বহাল রয়েছে। ১৯৮৬ সালে অমিতাভ তাঁর দুই ভাইয়ের কাছ থেকে আমমোক্তার মুলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে ও নিজের সম্পত্তি মিলিয়ে ৭২ শতাংশ জমি মসজিদের জমিদাতা নুরুল ইসলামের কাছে বিক্রি করেন। নুরুল ইসলাম ৭২ শতাংশ জমি ক্রয় করে সেখান থেকে ৩০ শতাংশ জমি আগানগর বড় মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফ করে দেন। এই জমি মসজিদের নামে নামজারি করা রয়েছে। পাশাপাশি মসজিদের নামে হাল সন খাজনাও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রেকর্ডীয় মালিক অমিতাভের ভাই দেবাশিস চৌধুরী জমিটি দখল করতে নানাভাবে অপতৎপরতা চালাচ্ছেন। এমনকি দেবাশিস গংরা দুর্বৃত্ত ও সন্ত্রাসী দিয়ে মসজিদের মোতোয়ালি ও মসজিদ কমিটির লোকজনকে বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়ে আসছেন। এতে মসজিদের উন্নয়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তাই মসজিদের জমি রক্ষার্থে ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের সহযোগিতা কামনা করছি।

মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য আমান উল্লাহ আমানের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন আসহারুল হক, গোলাম মোস্তফা, আবদুল সাত্তার, ইমান উল্লাহ, সেলিম হোসেন, নুরে আলম প্রমুখ।

বাসভাড়া কমানোর দাবিতে পেশাজীবীদের সঙ্গে সভা

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে বাসভাড়া কমানোর দাবিতে যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরামের আয়োজনে পেশাজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার নগরের ডিআইটি বাণিজ্যিক এলাকায় আলী আহাম্মদ চুনকা নগর মিলনায়তনের ওই মতবিনিময় সভায় আবার ঘোষণা দেওয়া হয়, ১৫ নভেম্বরের মধ্যে দাবি না মানা হলে ১৭ নভেম্বর নারায়ণগঞ্জে অর্ধদিবস হরতাল পালন করা হবে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহ্বায়ক রফিউর রাব্বি। বক্তব্য দেন শিশু সংগঠক রথীন চক্রবর্তী, নারায়ণগঞ্জ চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক শহিদ আহমেদ, শিক্ষক বিজয় কর্মকার, সাবেক কাউন্সিলর অসিত বরণ বিশ্বাস, চিকিৎসক রফিকুল ইসলাম, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের জেলা সমন্বয়ক সুলতানা আক্তার, গণসংহতি মহিলা ফোরামের আহ্বায়ক পপী রানী সরকার, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির জেলা মহিলা পার্টির সভাপতি রাশিদা আক্তার, আইনজীবী আওলাদ হোসেন, জিয়াউল ইসলাম, মাসুম সিকান্দার, নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক ধীমান সাহা, সাংবাদিক আফসানা মুন, নারী উদ্যোক্তা নুসরাত নুপুর, কবি রাজলক্ষ্মী, বাসদের জেলা সদস্যসচিব আবু নাঈম, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির জেলা সভাপতি মাহমুদ হোসেন, সংস্কৃতিকর্মী দীপঙ্কর দে, জহিরুল ইসলাম প্রমুখ।

সভায় বক্তারা, নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা (লিংক রোড) রুটে বাসভাড়া ৫৫ টাকা থেকে কমিয়ে ৪৫ টাকা, নারায়ণগঞ্জ থেকে পাগলা-পোস্তগোলা হয়ে ঢাকা, চাষাঢ়া-চিটাগাং রোড, সোনারগাঁ পঞ্চমীঘাট, পানাম, কোবগা (তাজমহল) রুটের সিএনজিচালিত সব বাসের ভাড়া দ্রুত কমানো, ছাত্রদের জন্য অর্ধেক ভাড়া দ্রুত কার্যকর করা এবং নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা রুটে এসি বাসের ভাড়া বিআরটিসি ৬০ টাকা এবং বেসরকারি ৬৫ টাকা করার দাবিতে আন্দোলন আরও বেগবান করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

যানজটের ভোগান্তিতে পৌরবাসী

মানিকগঞ্জ

যানজটে শহরবাসীর ভোগান্তি এখন নিত্যসঙ্গী। শুধু শহরবাসীই নয়, দূরদূরান্ত থেকে জেলা শহরে আসা মানুষও ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

আব্দুল মোমিন, *মানিকগঞ্জ*

মানিকগঞ্জ শহরে যানজটে পৌরবাসীর নাকাল অবস্থা। সপ্তাহের কর্মদিবস রবি থেকে বৃহস্পতিবার সকাল নয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত জেলা শহরে যানবাহনের ভিড় লেগেই থাকে। এতে যানজটে শহরবাসীর ভোগান্তি এখন নিত্যসঙ্গী। শুধু শহরবাসীই নয়, দূরদূরান্ত থেকে জেলা শহরে আসা মানুষও ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

শহরের কয়েকজন বাসিন্দার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জেলা শহরে এই যানজটের কয়েকটি কারণ রয়েছে। শহরের খালপাড় এলাকায় সরু সেতু ও রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির কারণে যানজট হচ্ছে। শহরের প্রধান সড়কটি অত্যন্ত সরু। এর পাশে বিপণিবিতান, ভবনগুলোর নিচে (আন্ডারগ্রাউন্ড) জায়গা না থাকায় সড়কে যানবাহন পার্কিং এবং নিবন্ধিত সংখ্যা থেকে কয়েক গুণ বেশি ব্যাটারিচালিত তিন চাকার ইজিবাইকের কারণে যানজট লেগেই থাকে। ছোট এই শহরে জনগুরুত্বপূর্ণ সেতুটি অপ্রশস্ত। এ ছাড়া সড়কের পাশের দোকানপাটের কারণে লোকজনের ভিড় থাকে। অনেকে দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে কেনাকাটা করেন। ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়।

সরু সেতু ও সড়ক

খালপাড়া এলাকায় (বর্তমানে ভাষাশহীদ রফিক চত্বর) অবস্থিত সেতুটি অপ্রশস্ত। ১৯৭৪ সালে তৎকালীন ঢাকা বিভাগের সড়ক ও জনপথ (সওজ) কার্যালয় শহরের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া খালের ওপর ভাষাশহীদ রফিক চত্বর এলাকায় ৩৭ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৮ দশমিক ৪ মিটার প্রস্থের সেতুটি নির্মাণ করে। ২০২১ সালে মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড থেকে বেউথা পর্যন্ত দুই লেনের সড়কটি চার লেনে উন্নীত হয়। সড়কটি প্রশস্ত হলেও সেতুটি সরুই রয়ে গেছে। সেতুটির দুই প্রান্তে আরও চারটি সংযোগ সড়ক রয়েছে। এই চারটি সড়কের মধ্যে সেতুর দক্ষিণ প্রান্তের দুটি সড়কের একটি শহীদ রফিক সড়ক ও অন্যটি বান্দুটিয়া সড়ক এবং উত্তর প্রান্তের দুটি সড়কের একটি গঙ্গাধরপট্টি সড়ক ও অপরটি উত্তর সেওতা সড়ক। এই ছয়টি সড়ক এসে মিশেছে এই সেতুতে। এতে সরু এই সেতু এলাকায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যানজট লেগে থাকে।

জেলা সওজের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. শাহরিয়ার আলম বলেন, সেতুটির পাশে আরেকটি সেতু নির্মাণে জায়গার প্রয়োজন। জায়গা পেলে সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

অনিবন্ধিত যানবাহন

শহরে চলাচলকারী অধিকাংশ ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকের নিবন্ধন নেই। শহরে নিবন্ধিত ইজিবাইকের সংখ্যা ৭২২টি বলে জানিয়েছেন পৌরসভার যানবাহন নবায়ন পরিদর্শক সাইদুর রহমান।

সড়কে খোঁড়াখুঁড়ি

গত ঈদুল আজহার আগে পয়োনালা নির্মাণের জন্য গঙ্গাধরপট্টি সড়কে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়। মাটির নিচে পয়োনালা নির্মাণের কাজ হলেও এখনো সড়কটিতে বড় বড় গর্ত ও খানাখন্দ রয়েছে। এতে ওই সড়কে যানবাহন চলাচল কার্যত বন্ধ থাকায় ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রী, পথচারী, যানবাহনের শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা।

পৌর কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, প্রবাহিত খাল খনন, দক্ষিণ পাশে ওয়াকওয়ে, সৌন্দর্যবর্ধন এবং সুয়ারেজ ড্রেন নির্মাণের কাজ চলছে। সিটি রিজিয়ন ডেভেলপমেন্ট (সিআরডিপি) প্রকল্পের আওতায় প্রায় ২৮ কোটি টাকায় এ প্রকল্পের কাজ করছে অ্যাপেক্স এন্টারপ্রাইজ ও মেসার্স কামরুল ব্রাদার্স নামের দুটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। তবে ৫ আগস্ট পটপরিবর্তনের পর ঠিকাদার কাজ ফেলে আত্মগোপনে রয়েছেন। এর পর থেকে কার্যত এ সড়কের কাজ বন্ধ রয়েছে।

তবে পৌরসভার প্রকৌশলী মো. গিয়াস উদ্দিন বলেন, কয়েক দিনের মধ্যেই যান পুরোপুরি চলাচলের উপযোগী হবে সড়কটি।

জেলা ট্রাফিক পুলিশের পরিদর্শক (প্রশাসন) আবদুল হামিদ গতকাল শুক্রবার রাত ১০টার দিকে মুঠোফোনে *প্রথম আলো*কে বলেন, যানজট নিরসনে ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা সড়কে দায়িত্ব পালন করছেন।

মানিকগঞ্জ শহরের খালপাড় এলাকায় সরু সেতুর কারণে দিনের অধিকাংশ সময় যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। এতে ভোগান্তিতে পড়ছেন পৌরবাসীসহ যাত্রী ও পথচারীরা। সম্প্রতি জেলা শহরের খালপাড় এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

শামীম ওসমানের নামে দুটি হত্যাচেষ্টা মামলা

নারায়ণগঞ্জে আন্দোলনে দুই ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় সাবেক এমপি শামীম ওসমানের নামে দুটি মামলা হয়েছে। প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

সংক্ষেপে

ঢাকা

গৃহবধূকে হত্যা মামলায় ৩ জন গ্রেপ্তার

রাজধানীর পল্লবীর বাউনিয়াবাঁধ বস্তিতে গুলিতে আয়েশা আক্তার নামের এক গৃহবধূকে হত্যা মামলার প্রধান আসামিসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। গত তিন দিনে ঢাকা ও গাজীপুরে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. মমিন (৩৫), আল ইসলাম (২৫) ও নাসিরউদ্দিন ২৮। পুলিশের ভাষ্যমতে, মমিন একটি চাঁদাবাজ দলের প্রধান। ওই দিন তাঁর দলের লোকের গুলিতেই আয়েশা আক্তারের মৃত্যু হয়। গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে র‍্যাব-১ ও র‍্যাব-৪-এর যৌথ দল গাজীপুরের গাছা থানার উত্তরপাড়ায় অভিযান চালিয়ে মোমিনকে গ্রেপ্তার। এর আগে গত বুধবার রাতে রাজধানীর পল্লবী এলাকায় অভিযান চালিয়ে আল ইসলাম ও নাসিরকে গ্রেপ্তার করে। গত বুধবার বেলা আড়াইটার দিকে পল্লবীর বাউনিয়াবাঁধ বস্তিতে ২০-৩০ জন যুবক মিলে ধারালো অস্ত্রের মুখে মামুন নামের এক ব্যক্তিকে জিম্মি করে মারধর করছিলেন। হামলাকারীদের মধ্যে দু-তিনজনের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র এবং কয়েকজনের হাতে চাপাতিসহ ধারালো অস্ত্র ছিল। এ সময় কয়েকজন নারী ও স্থানীয় লোকজন এসে মারধরের শিকার মামুনকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে সন্ত্রাসীরা গুলি ছোড়ে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত বিচার বিভাগের প্রত্যাশা

আলোচনা সভা

বিচার বিভাগের পুরো প্রক্রিয়াকে নজরদারিতে রাখার প্রয়োজন বলে মনে করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সারা হোসেন।

> বিচারিক কার্যক্রম ইংরেজির পরিবর্তে বাংলায় হওয়া উচিত। ইংরেজিতে আদালতের কার্যক্রম পরিচালনা করায় তা জনবিচ্ছিন্ন।
> **নূরুল কবীর**, সম্পাদক, দ্য নিউ এজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

এখন পর্যন্ত দেশের কোনো রাজনৈতিক সরকার চায়নি বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করুক। সব সরকার চায় বিচারক তার পছন্দের হতে হবে এবং সে যেভাবে চাইবে, বিচারক সেভাবেই কাজ করবেন। রাজনীতিবিদেরা হস্তক্ষেপ না করলে একটা স্বাধীন ও কার্যকর বিচার বিভাগ পাওয়া যাবে।

'বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রের সার্বিক সংস্কার : মাসদার হোসেন মামলা, রায়ের রজতজয়ন্তী ও বাস্তবায়নের ১৭ বছর' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় আইনজ্ঞ ও রাজনীতিবিদেরা এ কথা বলেন। গতকাল শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর ফার্মগেটে আরএইচ হোম সেন্টারে এই সভার আয়োজন করে দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল)। ইউপিএল থেকে ২০২৪ সালে প্রকাশিত মিল্লাত হোসেন অনূদিত ও সম্পাদিত বই 'বিচার বিভাগ পৃথক্করণ প্রসঙ্গ মাসদার হোসেন মামলার রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ও মূল ইংরেজি ভাষ্য' নিয়ে এই আলোচনা সভা হয়।

সভায় *দ্য নিউ এজ*-এর সম্পাদক নূরুল কবীর বলেন, বিচারিক কার্যক্রম ইংরেজির পরিবর্তে বাংলায় হওয়া উচিত। ইংরেজিতে আদালতের কার্যক্রম পরিচালনা করায় তা জনবিচ্ছিন্ন। বিচারপ্রার্থীরা বুঝতেই পারেন না সেখানে কী হচ্ছে।

বিচার বিভাগের পুরো প্রক্রিয়াকে নজরদারিতে রাখার প্রয়োজন বলে মনে করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সারা হোসেন। তিনি বলেন, মিথ্যা মামলা গ্রহণের জন্য পুলিশকে দোষারোপ করলেও যে আদালতগুলো বছরের পর বছর মিথ্যা মামলাগুলো গ্রহণ করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

দেশের বিচার বিভাগ স্বাধীন নয় বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সাবেক অধ্যাপক রিদওয়ানুল হক। তিনি বলেন, সংবিধানের দোষের চেয়েও বড় দোষ হচ্ছে রাজনীতিবিদেরা বিচার বিভাগকে নিজেদের মতো করে ব্যবহার করতে চান। সেটা সব সরকারই করেছে। রাজনীতিবিদেরা হস্তক্ষেপ না করলে একটা স্বাধীন ও কার্যকর বিচার বিভাগ পাওয়া যাবে।

বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করুক, রাজনৈতিক সরকার কখনো তা চায় না বলে মনে করেন বিএনপির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক রুমিন ফারহানা। তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক সরকার কখনো চায় না বিচার বিভাগ একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে—রাজা তুমি অপরাধ করেছ, এটা বলার সাহস রাখুক।'

রুমিন ফারহানা বলেন, দেশে যখন যে দল ক্ষমতায় আসে, তারা কোনো অবস্থাতেই চায় না তাদের ক্ষমতা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ুক।

উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগের ক্ষমতা সরকারের হাতে থাকা যাবে না বলে মনে করেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি। তিনি বলেন, বিচারক নিয়োগের একটা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয়ের রূপরেখা গত সপ্তাহে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে বলে জানান আপিল বিভাগের রেজিস্ট্রার মুহা. হাসানুজ্জামান। তিনি বলেন, প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে উভয় বিভাগের বিচারপতিরা অভিমত প্রকাশ করেছেন কীভাবে, এটা বাস্তবায়িত হতে পারে।

বিচার প্রার্থনার ৯৮ শতাংশই হয় নিম্ন আদালতে এবং নিম্ন আদালতের বিচারকদের অনেক কিছুই এখনো আইন মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণ করে বলে উল্লেখ করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া।

এ সময় আরও বক্তব্য দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র উমামা ফাতেমা, ইউপিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহরুখ মহিউদ্দিন, লেখক ও গবেষক মিল্লাত হোসেন প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ইউপিএলের নির্বাহী ইলিয়াস জামান।

বরিশালে জাতীয় নাগরিক কমিটির মতবিনিময়

রাজনীতির কাঠামো জনগণ ঠিক করবে, এটাই নতুন রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জুলাই-আগস্টে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত খুনিদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। শহীদদের আত্মত্যাগ বৃথা যেতে দেওয়া হবে না। আগে শাসক ও ব্যবসায়ীরা রাজনীতির কাঠামো নির্ধারণ করেছেন, এখন থেকে জনগণ তা ঠিক করবে। এটাই নতুন রাজনীতি।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে বরিশালে নিহত ব্যক্তিদের স্বজন, আহত ও বিভিন্ন পেশার নাগরিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতারা এ কথা বলেছেন।

জাতীয় নাগরিক কমিটির এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বরিশাল শহরের এনেক্স ভবনের আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে গতকাল শুক্রবার বিকেলে 'বরিশাল রাইজিং' শিরোনামে এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্য, আহত, আন্দোলনে বিভিন্ন জেলার সংগঠক, আইনজীবী, শিক্ষক, চিকিৎসক, শ্রমিক এবং জাতীয় নাগরিক কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্যরা বক্তব্য দেন।

মতবিনিময়ের শুরুতে আহত ব্যক্তিদের ফুল দিয়ে বরণ করেন জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্যরা। পরে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের পক্ষ থেকে নিহত শাওন শিকদারের ভাই মারুফ শিকদার বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, 'আমার ভাই দেশের জন্য জীবন দিয়েছে। আমরা চাই সবার অধিকার নিশ্চিত হোক। আমার ভাইয়ের জন্য সবাই দোয়া করবেন।'

বরিশাল বিএম কলেজের শিক্ষার্থী রহমত উল্লাহ বলেন, সবাই এখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যস্ত। কোনো রাজনৈতিক দল আহত বা শহীদ পরিবারের জন্য কোনো উদ্যোগ বা কর্মসূচি করছে না।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে গত ১৭ জুলাই আন্দোলন চলাকালে পুলিশের গুলি চোখে লাগে বেলাল হোসেনের। তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। মতবিনিময় সভায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, 'আমার চোখের এখনো পূর্ণ চিকিৎসা হয়নি। আমি পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। ফলে পরিবার নিয়ে চলতে কষ্ট হচ্ছে।'

মতবিনিময় সভায় আরও বক্তব্য দেন জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য আরিফুল ইসলাম আদীব, ফয়সাল মাহমুদ, মাহমুদা মিতু প্রমুখ।

'৭২ ও '৯১-এর মতো আবারও আশাভঙ্গের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে

বললেন আনু মুহাম্মদ

প্রতিনিধি, *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়*

সমাবেশে বক্তব্য দিচ্ছেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। গতকাল চট্টগ্রাম নগরের ষোলশহর রেলওয়ে স্টেশনে। ছবি : প্রথম আলো

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেছেন, স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে এবং এরশাদ সরকারের পতনের পর ১৯৯১ সালে মানুষের যে আশাভঙ্গ হয়েছিল, গত তিন মাসেও তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এসব লক্ষণ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম নগরের ষোলশহর রেলস্টেশনে আয়োজিত এক সমাবেশে আনু মুহাম্মদ এসব কথা বলেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা অধিকার রক্ষা পরিষদের ব্যানারে এই সমাবেশ হয়।

সমাবেশে আনু মুহাম্মদ বলেন, 'আমরা যদি মনে করি, যে লঙ্কায় যায় সে-ই রাবণ হবে, তাহলে পরিবর্তন করে আর লাভ হলো না। এটি কী কারণে হয়, সেটি আমাদের বুঝতে হবে।'

আনু মুহাম্মদ আরও বলেন, কৃষক-শ্রমিকসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থ দেখার মতো রাজনৈতিক সংগঠিত শক্তি বাংলাদেশে তৈরি হয়নি। তৈরি হয়নি বলেই এত বড় একটি মুক্তিযুদ্ধের পরে, লক্ষ লক্ষ মানুষ শহীদ হওয়ার পরেও, বাংলাদেশে শোষক-লুটেরা শ্রেণি আবার নতুন করে তৈরি হয়েছে। নব্বইয়ে গণ-অভ্যুত্থান হলো, এরশাদ গেল, কিন্তু লুটেরা শক্তি আবার ক্ষমতায় থাকল। তিন মাস আগে এত বড় গণ-অভ্যুত্থানের পরেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবন কিংবা ভবিষ্যৎ চিন্তায় সেই পরিবর্তনের লক্ষণগুলো দেখা যাচ্ছে না।

সমাবেশে দেশে নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি, বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর গুলি করার সমালোচনা করেন আনু মুহাম্মদ।

সমাবেশে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক মাহা মির্জা বলেন, ছাত্র-জনতা এক না হলে প্রতাপশালী স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হতো না।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা অধিকার রক্ষা পরিষদের আহ্বায়ক আসমা আক্তার। সংগঠনটির সদস্য ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ওমর সমুদ্রের সঞ্চালনায় এতে আরও বক্তব্য দেন সংগঠনটির উপদেষ্টা অধ্যাপক তাহুরিন সবুর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক জি এইচ হাবীব, কবি ও সাংবাদিক আহমেদ মুনির, আন্দোলনে চোখ হারানো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ শুভ, গৃহকর্মী নূপুর বেগম প্রমুখ।

ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিদায় নিশ্চিত করতে হবে : জোনায়েদ সাকি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতা-শ্রমিকের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদী শাসনের বিদায় হয়েছে, এখন ফ্যাসিস্ট-ব্যবস্থা বিদায় করতে হবে। নাগরিক হিসেবে মানুষের মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে।

গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির তৃতীয় কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের উদ্বোধনী সভায় গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি এ কথাগুলো বলেন। গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে সভাটি শুরু হয়।

জোনায়েদ সাকি বলেন, শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশে সাড়ে ১৫ বছর ফ্যাসিবাদী শাসন জারি রেখেছিল। শেখ হাসিনার পরিবার ও তাদের দোসররা বাংলাদেশ থেকে ১০০ কোটি ডলারের বেশি অর্থ বিদেশে পাচার করেছে। ছাত্র-জনতা-শ্রমিকের অভ্যুত্থানে ফ্যাসিবাদী শাসনের বিদায় হয়েছে, এখন ফ্যাসিস্ট-ব্যবস্থার বিদায় চায় বাংলার মানুষ।

গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির কেন্দ্রীয় সভাপ্রধান তাসলিমা আখতারের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, উন্নয়নকর্মী মাহীন সুলতান, আইনজীবী ও মানবাধিকারকর্মী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, লেখক ও শিক্ষক নাভিন মুরশিদ, নারী আন্দোলন ও উন্নয়নকর্মী সীমা দাস শিমু, নারী সংহতির সাধারণ সম্পাদক অপরাজিতা চন্দ, ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সৈকত আরিফ ও গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক বাবুল হোসেন প্রমুখ।

বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির তৃতীয় কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অধিবেশন উদ্বোধন করেন ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নিহত শ্রমিক শুভ শীলের মা সাধনা শীল।

পূর্বাণীর সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

বাংলাদেশের অন্যতম ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান পূর্বাণী গ্রুপ তাদের প্রতিষ্ঠার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করেছে। গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর ইউনাইটেড কনভেনশন সেন্টারে একটি জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উঠে আসে ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত গ্রুপটির গল্প, বিভিন্ন সাফল্য, দেশের অর্থনীতিতে এর অবদান এবং আগামী দিনের পরিকল্পনার কথা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূর্বাণী গ্রুপের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আবদুল হাই সরকার, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শফিকুল আই সরকার (সোহেল)। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে দেশের ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারক, আমদানিকারক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিসহ পূর্বাণী গ্রুপের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

শতভাগ রপ্তানিমুখী টেক্সটাইল প্রতিষ্ঠান পূর্বাণী পোশাকশিল্প, কৃষিসহ মোট ১৩টি ব্যবসায়িক ইউনিট নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে।

পূর্বাণী গ্রুপের সিইও আবদুল হাই সরকার বলেন, 'কর্মীদের অধিকার, নিরাপত্তা এবং মঙ্গল আমাদের আমাদের শীর্ষ অগ্রাধিকার। শুধু ব্যবসায়িক চিন্তা নিয়ে আমাদের গ্রুপ পরিচালিত হচ্ছে না। আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি পরিবেশের সামঞ্জস্য, জাতীয় উন্নয়ন, ব্যক্তি পর্যায়ের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে।' **বিজ্ঞপ্তি**

ফিলিস্তিনিদের জন্য জাতিসংঘের সহায়তার ওপর ইসরায়েলের বিধিনিষেধ আরোপ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়

ভারতের পত্রিকা টাইমস অব ইন্ডিয়ার সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

স্থানীয় সরকার সংস্থা

জনগণের ভোগান্তি দূর হোক

স্থানীয় শাসন সম্পর্কে সংবিধানের ৫৯ ধারায় বলা আছে, 'আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাকাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।' বাস্তবতা হলো, আমাদের পূর্বাপর সব সরকারই স্থানীয় শাসন তথা স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোকে হাতের মুঠোয় রাখতে সচেষ্ট থেকেছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিক ও প্রশাসনিকভাবে স্বনির্ভর হোক, সেটা কেউ চাননি।

৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর স্থানীয় সরকার বা শাসন বলতে কিছু নেই। আগেও কতটা ছিল, সে বিষয়ে প্রশ্ন আছে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পরিষদগুলো ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ ভেঙে দেওয়া না হলেও অনেক ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্য পলাতক। এ অবস্থায় স্থানীয় সরকার সংস্থার অধীন জনগণের দৈনন্দিন কাজগুলো করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

প্রথম আলোর খবর অনুযায়ী, 'রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন'-এর তথ্য অনুসারে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশে ও বিদেশে মোট ১ লাখ ৬৮ হাজার ৬০৭টি জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন সনদ সংশোধনের জন্য ঝুলে ছিল। এর মধ্যে ১৪২টি মৃত্যুনিবন্ধন ও বাকিগুলো জন্মনিবন্ধন সংশোধনের আবেদন। বিভিন্ন স্থানে ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিসে হামলার জন্য নিবন্ধনকাজ বন্ধ ছিল। নতুন করে কাজ শুরু হলেও আবেদনপ্রার্থীদের ভোগান্তি কমছে না।

কেবল জন্ম ও মৃত্যুসনদ নয়, আরও অনেক কাজে নাগরিকদের স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে যেতে হয়। কিন্তু আগস্ট অভ্যুত্থানের পর সেই কাজ কোথাও বন্ধ আছে, কোথাও চলছে অতি ধীরগতিতে। নাগরিকদের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত অনেক কাজ করে থাকে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলো। সড়ক সংস্কার, সড়কে বাতি লাগানো, গৃহস্থ আবর্জনা ব্যবস্থাপনা, নদী-নালা পরিষ্কার, ডেঙ্গু রোধ—এমন অনেক কাজ রয়েছে, যা নিয়মিত সম্পাদনা বা রক্ষণাবেক্ষণ করা না গেলে বিবিধ সমস্যা তৈরি হয়।

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর সিটি করপোরেশনসহ বিভিন্ন সংস্থায় খণ্ডকালীন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছিল, যাঁদের মধ্যে জেলা প্রশাসকও আছেন। একজন খণ্ডকালীন প্রশাসকের পক্ষে সিটি করপোরেশনের মতো প্রতিষ্ঠানের কাজ চালানো সম্ভব নয়, এটা দেরিতে হলেও সরকারের নীতিনির্ধারকেরা টের পেয়েছেন। বুধবার সচিবালয়ে গণমাধ্যম কেন্দ্রে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরামের (বিএসআরএফ) সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এলজিআরডি) উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ বলেছেন, স্থানীয় সরকারের চার স্তরে শিগগিরই 'ফুল টাইম' প্রশাসক বসানো হবে।

কিন্তু কথা হলো, এতগুলো স্থানীয় সরকার সংস্থায় বিপুলসংখ্যক প্রশাসক নিয়োগের মতো জনবল সরকারের আছে কি না। যদি না থাকে, তাহলে উপদেষ্টার আশ্বাসবাণী আশ্বাসেই সীমিত থাকবে; জনগণের ভোগান্তি কমবে না। এ ক্ষেত্রে সরকারের উচিত জনগণকে পরিষ্কারভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা। পূর্ণকালীন লোকবল দেওয়ার পরও দেখা যাবে যে তাঁরা কর্মস্থলে যাচ্ছেন না। ফলে জনগণের ভোগান্তির অবসান হবে না। স্থানীয় সরকারের বিষয়ে সরকারের সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা থাকতে হবে। সরকার অনেক বিষয়ে সংস্কার কমিশন গঠন করলেও স্থানীয় সরকার নিয়ে কোনো কমিশন গঠন করা হয়নি। এ থেকেই স্পষ্ট, স্থানীয় সরকার বা শাসনকে তারা কতটা গুরুত্ব দেয়।

স্থানীয় সরকারকে দুর্বল রেখে পৃথিবীর কোনো দেশেই গণতন্ত্র টেকসই হয়নি, বাংলাদেশেও সেটা আশা করা যায় না।

পরমাণুকেন্দ্রের গাছ

পরিবেশবিধ্বংসী কর্মকাণ্ড গ্রহণযোগ্য নয়

প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর বাংলাদেশ। কিন্তু গাছপালা, নদী-খাল, পাহাড়-পর্বত—সবকিছুই সংকুচিত হয়ে পড়ছে মানুষের অপরিণামদর্শী আচরণে। সরকার বা সরকারি কর্তৃপক্ষগুলোর এখানে যে দায়িত্ব পালন করার কথা, তা কোনোভাবেই যথেষ্ট নয়। বরং অনেক সময় তারা নিজেরাই পরিবেশবিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। সেই ধারাবাহিকতায় অনেকগুলো গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে গাজীপুর সদর উপজেলায় একটি পরমাণুকেন্দ্রে। বিষয়টি খুবই দুঃখজনক।

প্রথম আলোর প্রতিবেদন জানাচ্ছে, উপজেলার ভাওয়ালগড় ইউনিয়নের শিরিরচালা এলাকায় পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক গবেষণাকেন্দ্রের ৪১টি কাঁঠালগাছসহ ৫৪টি গাছ কাটার উদ্যোগ নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। গত বৃহস্পতিবার গাছগুলো কাটা শুরুও হয়েছে। স্থানীয় পরিবেশ আন্দোলনকর্মী ও সংগঠকেরা এ কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানালেও গাছ কাটার সিদ্ধান্তেই অনড় থেকেছে কর্তৃপক্ষ।

ইনস্টিটিউটের গাজীপুরের শিরিরচালা আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাঠের বিভিন্ন জায়গায় গাছগুলোর অবস্থান। সম্প্রতি ৪১টি কাঁঠালগাছ, ১টি শিমুল, ৯টি আম ও ৩টি তালগাছ জ্বালানি কাঠ হিসেবে বিক্রি করে দেওয়ার জন্য নিলাম বিজ্ঞপ্তি দেয় সেখানকার কর্তৃপক্ষ। ১০টি শর্ত সাপেক্ষে গাছগুলো জ্বালানি কাঠ হিসেবে নিলামে বিক্রি করা হবে বলে জানানো হয়। ১৬ অক্টোবর একটি স্মারকে প্রকাশিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষর করেন ইনস্টিটিউটের ভান্ডার কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম। তার মানে এটি স্পষ্ট যে ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ সজ্ঞানে গাছগুলো কাটার এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবেশকর্মীরা বলছেন, 'রাষ্ট্র যেখানে সারা দেশে বৃক্ষরোপণের তাগিদ দিচ্ছে, সেখানে প্রায় শতবর্ষী গাছ বিক্রি করা হচ্ছে। পুরোনো ঐতিহ্য স্মৃতিবিজড়িত গাছগুলো বিক্রি করে পরিবেশ নষ্টের পাশাপাশি অক্সিজেনের ঘাটতির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সারা দেশে তালগাছ রোপণ করার জন্য বলা হলেও এখানে পুরোনো তালগাছ নিধন করা হচ্ছে। আমরা এমন অন্যায় সিদ্ধান্ত বাতিল চাই।' আমরা তাঁদের এ বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করছি।

গাছ কাটা শুরু হলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। অনেকে গাছগুলো রক্ষা করতে জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে যোগাযোগও করেন। গাজীপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বক্তব্য, 'পরমাণু শক্তি কমিশন যেহেতু স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, এ ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই।' আমরা তাঁর কাছ থেকে এমন বক্তব্য আশা করি না। গাছ কাটার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি আছে কি না, তা তিনি যাচাই-বাছাই করতে পারতেন। তেমনটি আমরা তাঁর মুখ থেকে শুনলাম না। কারণ, গাছ কাটার ক্ষেত্রেও সরকারি বিধিনিষেধ আছে। সেখানে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বলে কেউ এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে কি না, তা ভেবে দেখা দরকার। পরিবেশের জন্য হানিকর, এমন সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ড কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা এর নিন্দা জানাচ্ছি।

চিঠিপত্র

হাতিয়ার নৌপথ

নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ায় একমাত্র চলাচলের মাধ্যম নৌপথ। এ পথেই দৈনিক লাখ লাখ মানুষ চলাচল করে। তাদের চলাচলের একমাত্র মাধ্যম হলো সি-ট্রাক, ট্রলার ও স্পিডবোট। কিন্তু ফিটনেসবিহীন অতিরিক্ত ট্রলার ও স্পিডবোটের কারণে বন্ধ হওয়ার পথে সি-ট্রাক। সি-ট্রাক কর্তৃপক্ষের দাবি, ফিটনেসবিহীন অতিরিক্ত ট্রলার ও স্পিডবোটের কারণে যাত্রীসংকট থাকায় অচিরেই বন্ধ হতে পারে সি-ট্রাক সার্ভিস। সি-ট্রাক ছাড়ার ঠিক আগমুহূর্তে পাল্লা দিয়ে চলছে ফিটনেসবিহীন স্পিডবোট ও ট্রলারগুলো। মানুষের মধ্যেও নেই জীবনের মায়া ও সচেতনতা।

দুই মাস আগেও এ রুটে স্পিডবোটের সংখ্যা ছিল ২১, যা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩টিতে। অভিযোগ আছে, স্থানীয় কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি স্পিডবোটগুলো নিয়ন্ত্রণ করছেন। কয়েকজন প্রভাবশালীর জন্য হাতিয়ার আট লাখ মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

সি-ট্রাক ছাড়ার দুই ঘণ্টা আগপর্যন্ত ট্রলার কিংবা স্পিডবোট না চলার কথা থাকলেও, তা মানা হচ্ছে না। সবাই মনে করেন, উপজেলা ও জেলা প্রশাসন এবং নৌবাহিনীর হস্তক্ষেপেই কেবল সম্ভব এসব অনিয়ম রোধ করে ঘাটের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। নয়তো মাত্র কয়েকজনের হাতে লাখ লাখ মানুষ জিম্মি হয়ে রইবে।

মামুন রাফী
হাতিয়া, নোয়াখালী

পাঠকের প্রতি

আপনার চারপাশের সমস্যা-অসংগতি কিংবা অন্যান্য বিষয় নিয়ে অনধিক ২০০ শব্দে চিঠিপত্র বিভাগে লিখতে পারেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদকীয় বিভাগ, প্রথম আলো, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
editorial@prothomalo.com

অন্তর্বর্তী সরকার

জনপ্রত্যাশা কতটা পূরণ করতে পারছেন উপদেষ্টারা

সোহরাব হাসান

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর গত ৮ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে, তার বয়স তিন মাসের কাছাকাছি। কোনো সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতা বিচারে এটি যথেষ্ট সময় নয়। তারপরও প্রশ্ন উঠেছে, সরকার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কতটা পূরণ করতে পারছে? শুরুতে তাদের মধ্যে যে আশা জেগেছিল, সেটা কতটা ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে।

অস্বীকার করা যাবে না, অন্তর্বর্তী সরকার যখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেয়, তখন দেশে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পর তিন দিন কোনো সরকার ছিল না।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থেকে জনপ্রশাসন, শিক্ষাঙ্গন থেকে পরিবহন, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শিল্পকারখানা—সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য চলছিল। সেই অবস্থা থেকে দেশকে স্বাভাবিক ও সুস্থ পরিবেশে নিয়ে আসার কাজটি কঠিন এবং এ জন্য প্রয়োজন ছিল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি দক্ষ ও মেধাবী টিম। সারা বিশ্বে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ও গ্রহণযোগ্যতা আছে। কিন্তু সরকার তো একজনকে দিয়ে চলে না; তাঁর সহযোগীদেরও সমানতালে চলার সামর্থ্য ও সদিচ্ছা থাকতে হয়।

বাংলাদেশে নির্বাচিত সরকারগুলোর মন্ত্রিসভা সর্বোচ্চ ৫০ থেকে ৬০ জন নিয়ে গঠিত হতো। তদুপরি থাকত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ভিত্তিক উপদেষ্টামণ্ডলী। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারে আছেন মাত্র ২১ জন। এর বাইরে বিশেষ সহকারী আছেন দুজন। সে ক্ষেত্রে প্রধান উপদেষ্টার টিম হওয়ার কথা আরও দক্ষ, অভিজ্ঞ ও উদ্যমী। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি উপদেষ্টা পরিষদের অনেকেরই রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাজের অভিজ্ঞতার অভাব আছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম চাওয়া হচ্ছে স্বৈরতান্ত্রিক ধারা থেকে দেশকে গণতান্ত্রিক ধারায় নিয়ে আসা। একই সঙ্গে বৃহত্তর জনগণের যে দৈনন্দিন সমস্যা, তারও সমাধান করতে হবে। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার প্রথমেই হোঁচট খেল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রথমে যাঁকে দেওয়া হয়েছিল, তিনি সামরিক বাহিনী থেকে এলেও বেসামরিক প্রশাসনে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি কঠিন সময়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছিলেন। সম্ভবত রাজনৈতিক বিষয়ে একটি মন্তব্যের কারণে তাঁকে সেখান থেকে অন্য মন্ত্রণালয়ে যেতে হলো।

এরপর স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা হিসেবে যাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, তিনিও সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তাঁর বেসামরিক প্রশাসনে কাজ করার অভিজ্ঞতা নেই। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে তিনি কতটা সাফল্য দেখাতে পেরেছেন, সেটা নিয়েও প্রশ্ন আছে।

পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কারণে সরকার সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত করে। সেনা, বিজিবি, র‍্যাব ও পুলিশের সমন্বয়ে যৌথ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। সেনাসদস্যদের বিচারিক ক্ষমতাও দেওয়া হয়। কিন্তু জানমালের নিরাপত্তাহীনতায় উদ্বিগ্ন জনগণ আশ্বস্ত হতে পারছে না।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাজটি সার্বক্ষণিক হওয়া সত্ত্বেও একই উপদেষ্টাকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া কতটা সমীচীন হয়েছে, সেটাও দেখার বিষয়। একজন কৃষি অর্থনীতিবিদ আলাপ প্রসঙ্গে বললেন, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সবচেয়ে অবহেলিত কৃষি খাত। এবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শস্য কম হয়েছে, আগামী বছর আরও কম হবে কৃষক প্রয়োজনীয় সহায়তা না পেলে।

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কাছে প্রধান উপদেষ্টা ও ১৬ জন উপদেষ্টা শপথ নেন। ৮ আগস্ট। ছবি : প্রথম আলো

স্বৈরাচারী সরকারগুলো জনমতের তোয়াক্কা করে না। মন্ত্রী নেওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতার বদলে প্রধানমন্ত্রীর স্বেচ্ছাচারিতাই বেশি প্রাধান্য পায়। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আসা সরকারও একই কাজ করবে, সেটা কাম্য নয়। প্রশাসন তথা রাষ্ট্রযন্ত্রকে সচল ও জনকল্যাণমুখী করতে প্রধান উপদেষ্টার উচিত তাঁর টিম পুনর্গঠনের চিন্তা করা

বিগত সরকারের আমলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের মাত্রা ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল। অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন গভর্নর অর্থনীতি, বিশেষ করে ব্যাংকিং খাতে কিছু শক্ত পদক্ষেপ নেওয়ায় শৃঙ্খলা ফিরে আসতে শুরু করেছে। অর্থ উপদেষ্টা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়েরও দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু অর্থনীতির মূল যে চালিকা শক্তি—বেসরকারি খাতের সঙ্গে সরকারের আস্থার সম্পর্ক গড়ে না ওঠা এখনো উদ্বেগের বিষয়। উপদেষ্টা পরিষদে ব্যবসায়ীদের একজন প্রতিনিধি থাকলে সরকারের সঙ্গে তাঁদের কর্মসম্পর্কটি আরও ভালো হতো বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টাও নিজের সক্ষমতা দেখাতে পেরেছেন। নানা সমস্যা সত্ত্বেও আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় বেশ সক্রিয়। সংস্কৃতি ও প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠানগুলোতে অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিরা দায়িত্ব পেয়েছেন। পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের পলিথিনের ব্যবহার বন্ধের উদ্যোগও প্রশংসার দাবিদার। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কাজকর্মেও গতি আছে। উপদেষ্টা পরিষদে ছাত্র আন্দোলন থেকে আসা দুই তরুণ সদস্যের তৎপরতাও দৃশ্যমান।

তবে জনপ্রশাসন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঘন ঘন সিদ্ধান্ত বদল সুশাসনের লক্ষণ নয়। স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলো অকেজো থাকায় মানুষের দৈনন্দিন সমস্যাগুলোর সুরাহা হচ্ছে না। *প্রথম আলোর* খবর অনুযায়ী, গরিব মানুষের ভাতা আটকে আছে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি না থাকায়। প্রশ্ন হলো, বিকল্প ব্যবস্থা কী হবে?

উপদেষ্টা পরিষদে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি হিসেবে যাঁদের নেওয়া হয়েছে, তাঁদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর যোগাযোগ খুবই কম। আড়াই দশক ধরে যাঁরা পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে আন্দোলন করে আসছেন, তাঁদের থেকে কাউকে উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিলে পাহাড়ের সমস্যা সমাধান সহজ হতো বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করেন।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান শক্তি ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পাওয়া জনগণের বিপুল সমর্থন। কিন্তু জনগণের সঙ্গে উপদেষ্টাদের যোগাযোগ বাড়ানোর তেমন উদ্যোগ নেই বলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকেও বলা হচ্ছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের এক মাস পূর্তিতে *প্রথম আলোর* ফেসবুক পেজে পরিচালিত জনমত জরিপে প্রশ্ন ছিল, সরকারের উদ্যোগ ও কার্যক্রমে আপনি কি সন্তুষ্ট? এই প্রশ্নের জবাবে 'হ্যাঁ' বলেছেন ৪৫ হাজার ২৭৩ জন বা ৪৫ শতাংশ। অন্যদিকে 'না' বলেছেন ৫৩ হাজার ৭২২ জন, যা মোট মতামত প্রদানকারীর ৫১ শতাংশ। বাকি ৪ শতাংশ মানুষ পক্ষে-বিপক্ষে কোনো মত দেননি।

অভ্যুত্থানের প্রায় তিন মাস হতে চলেছে। সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতা দুটোই আছে। শিক্ষাঙ্গনে তুলনামূলক স্থিতিশীলতা এলেও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঠেকানো যায়নি। নিত্যপণ্যের দাম ক্রমাগত বেড়ে চললেও সরকার কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। সাম্প্রতিক বন্যা উপদ্রুত এলাকায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ নিয়েও অনেক অভিযোগ আছে। উপদেষ্টারা সাধারণ মানুষের কাছে গেলে বুঝতে পারতেন, তাঁরা কতটা কষ্টে আছেন। উপদেষ্টাদের উচিত সচিবালয়ে নিজেদের বন্দী না রেখে জনগণের কাছে যাওয়া, মন্ত্রণালয়ের অধীন সব প্রতিষ্ঠানকে সচক্ষে দেখা।

আওয়ামী সরকারকে হটাতে যে ছাত্ররা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের মধ্য থেকে তৈরি জাতীয় নাগরিক কমিটি প্রথম সংবাদ সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘটে চলা মব জাস্টিস, মন্দির ও মাজার ভাঙচুরের ঘটনা প্রতিরোধে অন্তর্বর্তী সরকারের 'নিষ্ক্রিয়' ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। তাদের দাবি, মানুষ যেসব আকাঙ্ক্ষা থেকে আন্দোলনে নেমে এসেছিল, সেসব আকাঙ্ক্ষা এখনো অপূর্ণ। বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা নিয়েও তাদের অভিযোগ আছে।

গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মৃতি ধরে রাখতে গঠিত জুলাই গণহত্যা স্মৃতি ফাউন্ডেশন পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। অভ্যুত্থানের প্রায় তিন মাস হলেও আহত অনেক ব্যক্তির চিকিৎসার সুব্যবস্থা পুরোপুরি হয়নি। এই উদাহরণ সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে না।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে যিনি আছেন, তাঁর কার্যক্রম তেমন দৃশ্যমান নয়। একজন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী বলেছেন, বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নেই। তবে তাঁদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। জনকল্যাণমুখী সরকারকে সততার পাশাপাশি যোগ্যতার পরীক্ষায় পাস করতে হবে।

উপদেষ্টা পরিষদের কথা ও কাজের মিল না থাকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশে দেওয়া প্রথম ভাষণে বলেছেন, 'গণরোষের মুখে ফ্যাসিবাদী সরকারপ্রধান দেশ ত্যাগ করার পর আমরা এমন একটি দেশ গড়তে চাই, যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের মানবাধিকার থাকবে পুরোপুরি সুরক্ষিত। আমাদের লক্ষ্য একটাই, উদার, গণতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। আমরা এক পরিবার। আমাদের এক লক্ষ্য। কোনো ভেদাভেদ যেন আমাদের স্বপ্নকে ব্যাহত করতে না পারে, সে জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

কিন্তু সরকারের অনেক কাজেই 'এক পরিবার দর্শন' প্রতিফলিত হয়নি। নির্বাচন, সংবিধান, বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন, জনপ্রশাসন ও পুলিশ সংস্কার—ছয়টি বিষয়ে যে কমিশন গঠিত হয়েছে, তাতে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের কোনো প্রতিনিধি নেই। নারী সদস্যও তুলনামূলক কম। বিভিন্ন মহলে সমালোচনা সত্ত্বেও এসব জনগোষ্ঠী থেকে এই কলাম লেখা পর্যন্ত কাউকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অথচ জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন নিয়ে আপত্তি ওঠার পর সেখানে প্রশাসন ক্যাডারের বাইরে থেকে তিনজন সদস্য নেওয়া হয়।

যে রাষ্ট্রকে আমরা সব ধর্ম-বর্ণের মানুষের দাবি করি, সেই রাষ্ট্রের সংবিধান সংস্কার কমিশনে সংখ্যালঘুদের কোনো প্রতিনিধি না থাকা দুর্ভাগ্যজনক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক সংক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছেন, 'এই কমিশনকে আমি লাল কার্ড দেখালাম।'

স্বৈরাচারী সরকারগুলো জনমতের তোয়াক্কা করে না। মন্ত্রী নেওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতার বদলে প্রধানমন্ত্রীর স্বেচ্ছাচারিতাই বেশি প্রাধান্য পায়। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আসা সরকারও একই কাজ করবে, সেটা কাম্য নয়। প্রশাসন তথা রাষ্ট্রযন্ত্রকে সচল ও জনকল্যাণমুখী করতে প্রধান উপদেষ্টার উচিত, তাঁর টিম পুনর্গঠনের চিন্তা করা। দুই বা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় একজনের ওপর চাপিয়ে দেওয়ারও কোনো যুক্তি নেই।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস উপদেষ্টা পরিষদ পুনর্গঠন করবেন কি না, সেটা তাঁর বিষয়। কিন্তু আমরা মনে করি, এই সরকারের প্রতি আন্দোলনকারী ছাত্র, রাজনৈতিক দল, সশস্ত্র বাহিনীসহ সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন আছে। এই সমর্থন ধরে রাখা যাবে কি না, সেটা নির্ভর করছে জনজীবনের মৌলিক সমস্যাগুলো তাঁরা কতটা দক্ষতার সঙ্গে সমাধান করতে পারেন, তার ওপর। জনগণের কাছে সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণে সরকারকে আরও দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে।

অনেক দিন ধরে শোনা যাচ্ছিল, উপদেষ্টা পরিষদের আকার বাড়ানো হবে। সম্ভাব্য দু-একজনের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছিল। তারপরও সিদ্ধান্ত নিতে কেন দেরি হচ্ছে, সেটাও প্রশ্ন বটে।

আরেকটি বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অনেকেই বলছেন, রাজনীতিকদের মতো উপদেষ্টাদের অতিকথনের প্রয়োজন কী। তাঁদের কাছে দেশবাসী কাজই দেখতে চায়, কথা শুনতে চায় না।

● **সোহরাব হাসান** *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক ও কবি
sohrabhassan55@gmail.com

বিশ্ববিদ্যালয়

আবাসিক হলগুলোয় শৃঙ্খলা ফেরানোর এখনই সময়

তারিক মনজুর

বিভিন্ন সময়ে ছাত্রসংগঠনের নেতারা আবাসিক হলগুলো নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। হল ব্যবহার করে তাঁরা যেমন রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করেছেন, তেমনি নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজও করেছেন। যখন যে দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থেকেছে, মূলত সে দলের অনুসারী ছাত্রসংগঠন আধিপত্য বিস্তার করেছে। হলের সাধারণ শিক্ষার্থীরা ছাত্রনেতাদের কাছে একরকম 'জিম্মি' হয়ে থেকেছেন। যে নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি বিশ্ববিদ্যালয় বা হল প্রশাসনের থাকার কথা, সে নিয়ন্ত্রণ ছাত্রনেতাদের হাতে কীভাবে যায়, সেটি বুঝেও সবাই মুখ বুজে থাকতেন।

দেশের স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় কার্যত শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হয়নি। প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের একটি অংশ গণরুমে কোনোরকমে রাত কাটাতেন। প্রশাসনিকভাবে 'গণরুম' বলতে কিছু নেই। গণরুম আসলে কী, সেটি হলে না থাকলে বোঝা সম্ভব নয়। ছাত্রনেতারা নিজেদের শক্তি ও ক্ষমতাবলে কিছুসংখ্যক কক্ষ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। সেখানে মেঝেতে গাদাগাদি করে শিক্ষার্থীদের থাকার ব্যবস্থা করে দিতেন। এভাবে ৪ জনের বসবাসের উপযোগী একটি কক্ষে ৩০ থেকে ৩৫ জনকেও ওঠানো হতো। পড়াশোনা করার অবস্থা সেখানে কতটুকু আছে, এ থেকেই উপলব্ধি করা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া অধিকাংশ শিক্ষার্থীর পক্ষে বাড়তি খরচ করা সম্ভব হয় না। তাঁদের পক্ষে আশেপাশের মেস বা বাসাবাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে আবাসিক হলে থাকার জন্য তাঁরা এই অনিয়মকে স্বীকার করে কষ্টের জীবন বেছে নিয়েছিলেন। মূলত রাজনীতিতে 'ব্যবহৃত' হওয়ার শর্তে সাধারণ শিক্ষার্থীরা এভাবে হলে থাকার সুযোগ পেতেন। এসব ছাত্রকে মিছিল-মিটিং ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে বাধ্য করা হতো। এমনকি এই শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করেই চাঁদাবাজি, টেন্ডার-বাণিজ্য, নিয়োগ-বাণিজ্য, যৌন হয়রানিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের শক্তি পেতেন ছাত্রনেতারা। অনিচ্ছায় হলেও ছাত্রসংগঠনগুলোর অনৈতিক বা অন্যায় কাজের ক্রীড়নক হতে হতো সাধারণ শিক্ষার্থীদের। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এমন পরিস্থিতি প্রকট হয়ে উঠেছিল। ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসগুলো ও এর আবাসিক হলগুলোর কী পরিস্থিতি তৈরি করে রেখেছিল, তা আমাদের কারও অজানা নয়।

প্রায় প্রতিটি হলের গেস্টরুমকে ব্যবহার করা হতো প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের 'ম্যানার' বা আদবকেতা শেখানোর প্রশিক্ষণশালা হিসেবে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের ভীতসন্ত্রস্ত করে রীতিমতো ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছিল। তা ছাড়া প্রতিটি হলেই ছিল টর্চার সেল। কোনো শিক্ষার্থী 'অবাধ্য' হলে তাঁকে সেখানে নিয়ে নির্যাতন করা হতো। পত্রপত্রিকায় ও সংবাদমাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার, এমনকি মারা যাওয়ার খবরও প্রকাশিত হয়েছে। নির্যাতনের অভিযোগে হল প্রশাসনের পক্ষ থেকে হয়তো কখনো কখনো কাউকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। তবে এমনও দেখা গেছে, সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতার পদ নিয়ে তিনি আবার হলে ফিরে এসেছেন!

গেস্টরুম নির্যাতনে প্রাণ হারানো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হাফিজুর মোল্লাকে নিয়ে দেয়ালচিত্র। ফাইল ছবি

আবাসিক হলগুলোর প্রচুরসংখ্যক কক্ষ ছাত্রনেতাদের দখলে ছিল। এসব কক্ষ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় বা হল প্রশাসনকে একরকম অন্ধকারেই থাকতে হয়েছে। কারণ, হলের প্রভোস্ট কিংবা আবাসিক শিক্ষকেরা এসব কক্ষে ঢুকতে পারতেন না। হলে অবস্থানকারী অছাত্র বা বহিরাগতদের বিষয়েও হল প্রশাসনের কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ লক্ষ করা যায়নি। ক্যাম্পাসে থেকে তাঁরা আশপাশের এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালাতেন, টেন্ডারবাজি করতেন। নেতার বদল হলে হল নিয়ন্ত্রণেরও হাতবদল ঘটেছে। তবে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর নিপীড়ন চলেছে আগের মতোই।

আবাসনসংকটের জন্য কিছু সাধারণ শিক্ষার্থীও দায়ী। তাঁরা পড়াশোনা শেষ করেও হলে অবস্থান করেন। কেউ কেউ সিট ধরে রাখার জন্য এমফিল বা পিএইচডিতে ভর্তি হন। কিন্তু ডিগ্রি সম্পন্ন না করে কয়েক বছর ধরে হলে থাকার সুবিধা ভোগ করতে থাকেন। আবাসনসংকট নিরসনের জন্য এবং অবৈধ শিক্ষার্থীদের বহিষ্কারের জন্য কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করেছেন। আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কখনো কখনো আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, নতুন হল নির্মাণ করা হলে আবাসনসংকট কমে যাবে। তবে বাস্তবতা এ-ই, সংকট কমেনি। কারণ, সিট বরাদ্দের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি।

আবাসিক হলের কক্ষগুলোয় পড়াশোনার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। এ জন্য সবার আগে দরকার সিট বরাদ্দের ক্ষেত্রে সব ধরনের অনিয়ম দূর করা। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যে সুযোগ সামনে এসেছে, তাকে কাজে লাগানো সম্ভব না হলে ভবিষ্যতে সংকট আরও বাড়তে পারে

শিক্ষার্থীরা মূলত দ্বিতীয় বা তৃতীয় বর্ষে গিয়ে থাকার জন্য সিট বরাদ্দ পেয়ে থাকেন। সে ক্ষেত্রেও দেখা যায়, যেসব শিক্ষার্থী দীর্ঘদিন ধরে কষ্ট করে হলে থেকেছেন, মূলত তাঁরাই সিট পেয়েছেন। তবে হল প্রশাসন কোনো শিক্ষার্থীকে সিট বরাদ্দ দিলেও সেই সিটে ওঠার নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। আর সিট পাওয়া মানে একজনের বিছানায় দুজন ভাগ করে থাকা। কখনো কখনো মেঝেতে বিছানা করেও থাকতে হয়। পূর্ণ আবাসিক নামে চলছে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়, সেগুলোতেও প্রায় একই রকম অবস্থা। পড়াশোনা করার জন্য শিক্ষার্থীদের নিজের কক্ষ ছেড়ে রিডিংরুম বা লাইব্রেরিতে যেতে হয়। ছাত্রী হলগুলো পরিচালনা করার ক্ষেত্রে অবশ্য কিছু শৃঙ্খলা দেখা যায়।

আবাসনসংকট সত্যিই দূর করতে হলে হলগুলোকে নিয়মের মধ্যে আনতে হবে। কেবল নতুন হল নির্মাণ করে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। বর্তমানে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সাময়িকভাবে এই সংকট কিছুটা দূর হয়েছে। বিশেষ করে, ক্ষমতাসীন নেতাদের খবরদারি ও নির্যাতন নেই। কিন্তু ভবিষ্যতে রাজনৈতিক সরকার এলে এ রকম অবস্থা থাকবে কি না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই শিক্ষার্থীর মেধা ও প্রয়োজনকে বিবেচনায় নিয়ে এখনই সিট বরাদ্দের পদ্ধতি ঠিক করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এর আগে হলগুলোর তথ্য ডিজিটালাইজেশন করার উদ্যোগ নিয়ে পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। হলের কোন কক্ষে কোন শিক্ষার্থী বা কোন কোন শিক্ষার্থী থাকেন, তার তালিকা সম্পূর্ণ করা যায়নি। মূলত ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠনের অসহযোগিতার কারণে এটি সম্ভব হয়নি। যেসব কক্ষ তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, সেসব কক্ষে কারা থাকতেন, এটা হল প্রশাসন জানত না। আবার হল প্রশাসনের কাছে অন্যান্য কক্ষে অবস্থানকারী শিক্ষার্থী সম্পর্কে যে তথ্য থাকত, বাস্তবে তার সঙ্গে প্রায় ক্ষেত্রেই মিল থাকত না। অন্তর্বর্তী সরকার আসার পর এই তালিকা হালনাগাদ করার কাজ অনেক দূর এগিয়েছে।

প্রতিটি কক্ষে অবস্থানকারী শিক্ষার্থীর তথ্য এবং সিট বরাদ্দের তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করা উচিত। এতে অনিয়মের সুযোগ কমে যাবে। তা ছাড়া শিক্ষার্থীর আবাসনসুবিধার প্রয়োজন আছে কি না, তা ভর্তির সময়ই তাঁর কাছ থেকে জেনে নেওয়া যেতে পারে। আবাসিক হলগুলোয় শূন্য হওয়া আসনগুলোয় মেধার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীকে কক্ষ বরাদ্দ দিতে হবে। পুরো প্রক্রিয়া হবে স্বয়ংক্রিয়। এখানে শিক্ষক বা অন্য কারও সুপারিশ বিবেচনা করার সুযোগ রাখা যাবে না।

আবাসিক হলের কক্ষগুলোয় পড়াশোনার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। এ জন্য সবার আগে দরকার সিট বরাদ্দের ক্ষেত্রে সব ধরনের অনিয়ম দূর করা। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যে সুযোগ সামনে এসেছে, তাকে কাজে লাগানো সম্ভব না হলে ভবিষ্যতে সংকট আরও বাড়তে পারে।

● **তারিক মনজুর** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

আন্তর্জাতিক আইন — এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক রক্ষার জন্য যে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয়, তাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

বাংলা | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

আমিনুল ইসলাম, *প্রভাষক*
উত্তরা মডেল স্কুল, ঢাকা

অধ্যায় ২

 # এক কথায় উত্তর

প্রশ্ন : মৌখিক ও লৈখিক উভয় রকম প্রয়োগ রয়েছে কোন ভাষায়?
উত্তর : প্রমিত ভাষায়।
প্রশ্ন : 'ডাকিল' শব্দের প্রমিত রূপ কী?
উত্তর : ডাকল।
প্রশ্ন : 'পারিব' শব্দের প্রমিত রূপ কী?
উত্তর : পারব।
প্রশ্ন : 'ইদ্রিস মিয়া তার দোকান বন্ধ করার জন্য উঠে দাঁড়াল।'—বাক্যটি কোন রীতিতে লেখা?
উত্তর : চলিত রীতিতে।
প্রশ্ন : 'আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার পরিবারবর্গের নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন।'— বাক্যটি কোন রীতিতে লেখা?
উত্তর : সাধু রীতিতে লেখা।
প্রশ্ন : 'কর্ণ' শব্দটির প্রমিত রূপ কী?
উত্তর : কান।
প্রশ্ন : 'উট' শব্দটির প্রমিত রূপ কী?
উত্তর : উষ্ট্র।
প্রশ্ন : 'ঘর্ম' শব্দটির প্রমিত রূপ কী?
উত্তর : ঘাম।
প্রশ্ন : 'হস্ত' শব্দের প্রমিত রূপ কী?
উত্তর : হাত।
প্রশ্ন : 'ফেরা' গল্পের লেখক কে?
উত্তর : হাসান আজিজুল হক।
প্রশ্ন : 'ফেরা' গল্পটি কী প্রেক্ষাপটে রচিত?
উত্তর : মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়।
প্রশ্ন : 'উফর' শব্দটির অর্থ কী?
উত্তর : ওপর।
প্রশ্ন : 'মদ্দি' শব্দটির অর্থ কী?
উত্তর : মধ্যে।
প্রশ্ন : 'আবছা' শব্দটির অর্থ কী?
উত্তর : অস্পষ্ট।
প্রশ্ন : 'নিঃশব্দে' শব্দটির অর্থ কী?
উত্তর : শব্দ না করে।
প্রশ্ন : 'ফেরা' গল্পের মূল বক্তব্য লেখো।
উত্তর : গল্পের মূল বক্তব্য : 'ফেরা' গল্পটি মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে রচিত। কেবলই যুদ্ধ শেষ হয়েছে এমন একটি সময়াবর্ত নিয়ে এই গল্পের কাহিনি। আহত যোদ্ধার বাড়ি ফেরার বাস্তবতা গল্পটিতে প্রস্ফুটিত হয়েছে। গল্পে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁর পরিবারের স্বপ্ন ও বাস্তবতা ফুটে উঠেছে। যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রতিদানস্বরূপ আলেফ অনেক কিছু পাবে বলে তাঁর মা প্রত্যাশা করেন। নতুন স্বাধীন দেশে তিনি ও তাঁর পরিবার নতুন জীবন পাবে, যে জীবনে আর দুঃখ থাকবে না বলে তাঁদের প্রত্যাশা। গল্পে যুদ্ধে যাওয়ার তাৎপর্য খোঁজে আহত যোদ্ধা আলেফ। পরে তাঁর পরিবারই তাঁকে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখায়। তা ছাড়া আলেফের মায়ের বক্তব্যে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক নির্যাতন, গ্রামে আগুন দেওয়ার মতো চরম নির্মমতাও প্রকাশ পেয়েছে গল্পে।

ডিজিটাল প্রযুক্তি
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রকাশ কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক*
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৩
সেশন ২

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১১. ই-পাসপোর্ট কী ধরনের পাসপোর্ট?
ক. ন্যানোটেক খ. বায়োটেক
গ. বায়োমেট্রিক ঘ. জেনেটিক

১২. ই-পাসপোর্টের জন্য কোন ধরনের চিপ সুবিধা রয়েছে?
ক. র‍্যাম চিপ খ. ইলেকট্রন চিপ
গ. মাইক্রো চিপ ঘ. ইলেকট্রনিক চিপ

১৩. বাংলাদেশের ই-পাসপোর্টে কী ধরনের বায়োমেট্রিক তথ্য সংরক্ষণ করা হয়?
ক. ব্যক্তির ছবি খ. ফিঙ্গারপ্রিন্ট
গ. চোখের মণি
ঘ. ওপরের সব কটি

১৪. ১৮ বছর বয়সের নিচের ব্যক্তির জন্য কী ধরনের তথ্য পাসপোর্টে দেওয়া হয়?
ক. ক্লাসের আইডি কার্ড
খ. পরীক্ষার রিপোর্ট কার্ড
গ. এনআইডি ঘ. জন্মনিবন্ধন

সেশন ৩

১. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি মূলত একটি অপরটির সঙ্গে কী হবে?
ক. ঘটনা খ. সম্পৃক্ত
গ. মানানসই ঘ. পরিপূরক

২. কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা মানে কী?
ক. জবাবদিহি নিশ্চিত না করা
খ. জবাবদিহিতার আওতায় না আনা
গ. জবাবদিহি নিশ্চিত করা
ঘ. স্বচ্ছতার অভাব বোধ করা

৩. কীভাবে ডিজিটাল মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায়?
ক. কার্যকরভাবে খ. সঠিকভাবে
গ. সবচেয়ে কার্যকরভাবে
ঘ. মাঝেমধ্যে

৪. তথ্য উন্মুক্ত রাখার পদ্ধতিকে কী বলে?
ক. সিটিজেন চার্টার খ. চার্টার
গ. সিটিজেন ঘ. উন্মুক্তকরণ

৫. সব সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কোন আইন প্রণীত হয়?
ক. তথ্য অধিকার আইন ২০০৮
খ. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯
গ. তথ্য অধিকার আইন ২০১২
ঘ. তথ্য অধিকার আইন ২০১৫

সঠিক উত্তর
সেশন ২ : ১১. গ ১২. ঘ ১৩. ঘ ১৪. ঘ।
সেশন ৩ : ১. খ ২. গ ৩. গ ৪. ক ৫. খ

ষষ্ঠ শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বিজ্ঞান | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মেজবাহউদ্দিন আহমেদ, *প্রভাষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৩ ও ৯

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪৬. পাথরের টুকরা মেঝে থেকে টেবিলে তুললে টুকরাটিতে কী ধরনের শক্তি জমা হয়?
ক. গতিশক্তি খ. স্থিতিশক্তি
গ. রাসায়নিক শক্তি ঘ. সৌরশক্তি

৪৭. স্থিতিশক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা হয় কোন প্রক্রিয়ায়?
ক. সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্রে
খ. পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে
গ. জলবিদ্যুৎকেন্দ্রে
ঘ. তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে

৪৮. শক্তির একক কোনটি?
ক. নিউটন খ. প্যাসকেল
গ. জুল ঘ. ওয়াট

৪৯. প্রতি সেকেন্ডে এক জুল শক্তি ব্যয় করা হলে সেটাকে কী বলে?
ক. ১ নিউটন খ. ১ প্যাসকেল
গ. ভোল্ট ঘ. ১ ওয়াট

৫০. প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে তৈরি করা যায়—
i. তাপশক্তি ii. বিদ্যুৎশক্তি

আলবার্ট আইনস্টাইন

iii. শব্দশক্তি
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫১. আলবার্ট আইনস্টাইনের বিখ্যাত সূত্র, $E=mc^2$ অনুযায়ী কোন দুটি উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে?
ক. ভর ও চাপ খ. ভর ও তাপমাত্রা
গ. ভর ও শক্তি ঘ. তাপমাত্রা ও সময়

৫২. $E=mc^2$ সূত্রে c কী নির্দেশ করে?
ক. আলোর বেগ খ. তাপমাত্রার মাত্রা
গ. মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ঘ. তড়িৎ চুম্বকীয় বল

৫৩. $E=mc^2$ সূত্রের প্রয়োগ কোথায় দেখা যায়?
ক. সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্রে
খ. তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে
গ. নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রে
ঘ. জলবিদ্যুৎকেন্দ্রে

৫৪. সূর্যের শক্তি উৎপন্ন হয় কোন প্রক্রিয়ায়?
ক. পারমাণবিক ফিশন
খ. পারমাণবিক ফিউশন
গ. রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘ. সৌর বিকিরণ

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৩ : ৪৬. খ ৪৭. গ ৪৮. গ ৪৯. ঘ ৫০. ক ৫১. গ ৫২. ক ৫৩. গ ৫৪. খ।

 # এক কথায় উত্তর

প্রশ্ন : সময়ের সঙ্গে বস্তুর অবস্থান পরিবর্তনের হারকে কী বলা হয়?
উত্তর : গতি।
প্রশ্ন : চলন্ত সাইকেলে ব্রেক না দিলেও গতি কমে যায় কেন?
উত্তর : ঘর্ষণ বলের কারণে।
প্রশ্ন : গতিপথ পরিবর্তনের জন্য কোনটি প্রয়োজন?
উত্তর : বল।
প্রশ্ন : মাধ্যাকর্ষণ বল কোন দিকে ক্রিয়া করে?

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি-১৩

ইংরেজি

মো. আফলাতুন, *সহযোগী অধ্যাপক*
ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী

7. Name the adjective of the underlined words.
a. I want some water.
b. Mr. Nayem has two pens.
c. Mr. Nizam is a brilliant teacher.
d. This is my garden.
e. Which pen do you like?

Answers
a. Quantity b. Numeral c. Quality
d. Possessive Pronominal
e. Interrogative Pronominal

8. Write the right one.
a. immedate / immediate / imidiate.
b. colonel / kornel / carnel
c. milenunium / millenium / millennium
d. restaurant / rastuarant / resturant.
e. achive / achieve / actiave.

Answers
a. immediate b. colonel c. millennium
d. restaurant e. achieve

9. Change the voices of the following.
a. Take care of your health
b. Don't waste your time.
c. Do you know them?
d. I know the boy.
e. Did he write a letter?

Answers
a. Let your health be taken care of.
b. Let not your time be wasted.
c. Are they known to you?
d. The boy is known to me.
e. Was a letter written by him?

10. Fill in the blanks of the following.
come round, come off, come of, come about, come across, come by
a. Maher ___ a wealthy family.
b. His birthday ___ last month.
c. Fortunately he ___ last week.
d. I have ___ him in the market.
e. I ___ a purse when I was crossing the road.

Answers
a. comes of b. came about
c. came round d. come by
e. came across

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বাংলা ১ম পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

প্রবন্ধ : পল্লিসাহিত্য

১৮. পল্লিসাহিত্য সংরক্ষণের জন্য কী প্রয়োজন?
ক. উপযুক্ত পরিবেশ
খ. ব্যক্তিগত উদ্যোগ
গ. সম্মিলিত প্রচেষ্টা
ঘ. আগ্রহী সাহিত্যিকদের উদ্যোগ

১৯. 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের উপজীব্য বিষয় কোনটি?
ক. নাগরিক সাহিত্যের প্রতি তাচ্ছিল্য
খ. লোকসাহিত্যের প্রতি গুরুত্বারোপ
গ. লোকসাহিত্য সংগঠনের আকাঙ্ক্ষা
ঘ. জাতীয় সাহিত্যের বনিয়াদ গঠনে অভিপ্রায়

২০. 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'—এটি কী?
ক. খনার বচন খ. প্রবাদ
গ. ছড়া ঘ. খেলার গৎ

২১. 'নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা'—কোন ধরনের পল্লিসাহিত্যের উদাহরণ?
ক. ছড়া খ. প্রবাদবাক্য
গ. খনার বচন ঘ. ডাকের কথা

২২. 'কলা রুয়ে না কেটো পাত, তাতেই কাপড় তাতেই ভাত'—এটা কী?
ক. প্রবাদ খ. প্রবচন
গ. খনার বচন ঘ. লোককথা

২৩. 'খেঁকশিয়ালীর বিয়ে হচ্ছে'—এটি কিসের উদাহরণ?
ক. ছড়ার
খ. খনার বচনের
গ. ধাঁধার ঘ. গানের

২৪. 'মনমাঝি তোর বৈঠা নে রে আমি আর বাইতে পারলাম না।'— কোন ধরনের লোকগান?
ক. ভাটিয়ালি খ. মারফতি
গ. মুর্শিদি ঘ. রাখালি

২৫. 'পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর'—এটা কী?
ক. খনার বচন খ. ডাক
গ. প্রবাদ বাক্য ঘ. উপকথা

২৬. সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস কোনগুলো?
ক. প্রবাদ ও প্রবচন
খ. ছড়া ও কবিতা
গ. রূপকথা ও উপকথা
ঘ. ছড়া ও গান

২৭. Folkore Society প্রথম কত সালে গঠিত হয়?
ক. ১৮৪৮ সালে খ. ১৮৪৯ সালে
গ. ১৮৫০ সালে ঘ. ১৮৫১ সালে

সঠিক উত্তর
১৮. ঘ ১৯. খ ২০. খ ২১. খ ২২. গ ২৩. ক ২৪. ক ২৫. গ ২৬. ঘ ২৭. ক

ইংরেজি ২য় পত্র | Prefixes and Suffixes

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, *সহকারী অধ্যাপক*
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

 # Complete the text adding suffixes, prefixes or the both with the root words given in the parenthesis.

13.
Life without leisure and (a) ___ (relax) ___ is dull. Nobody can work without rest. Life becomes (b) ___ (charm) ___ if man does not have any time to enjoy (c) ___ (beauty) ___ objects of nature. (d) ___ (monotony) ___ work hinders the (e) ___ (smooth) ___ of work. Leisure (f) ___ (new) ___ our spirit of work. Everybody knows that (g) ___ (work) ___ is (h) ___ (harm) ___ . Leisure does not mean (i) ___ (idle) ___ . It gives (j) ___ (fresh) ___ to our mind. By having some leisure, we become (k) ___ (revitalize) ___ to work. So, we must spend some spare time (l) ___ (pleasant) ___. On the contrary, (m) ___ (monotony) ___ work makes our life simply (n) ___ (misery) ___.

Answer
a. relaxation; b. charmless; c. beautiful; d. Monotonous; e. smoothness; f. renews; g. overwork; h. harmful; i. idleness; j. freshness; k. revitalized; l. pleasantly; m. monotonous; n. miserable.

14.
Load-shedding is not (a) ___ (desire) ___. It is harmful to the (b) ___ (civil) ___. It makes our life (c) ___ (tolerable) ___ and boring. Because of (d) ___ (deficient) ___ of electricity load-shedding occurs. Our country is densely (e) ___ (people) ___. The storage of electricity is (f) ___ (sufficient) ___ to provide all with electricity. As a result, load-shedding is seen (g) ___ (repeat) ___. But this problem must be removed (h) ___ (immediate) ___. So, the (i) ___ (govern) ___ must be conscious of it. Only pragmatic steps can (j) ___ (move) ___ this serious problem from the country. Hopefully the present government is (k) ___ (determine) ___ to bring whole of the country under (l) ___ (electrify) ___ . With this end in view, the government is increasing the (m) ___ (generate) ___ of electricity every year. Electricity plays a great role in our (n) ___ (economic) ___ life.

Answer
a. desirable; b. civilization; c. intolerable; d. deficiency; e. peopled; f. insufficient; g. repeatedly; h. immediately; i. government; j. remove; k. determined; l. electrification; m. generation; n. socio-economic.

15.
(a) ___ (persevere) ___ is needed to be (b) ___ (success) ___ in life. Those who do not persevere in life, become (c) ___ (success) ___ in their mission and only blame their lot for their (d) ___ (fortune) ___; (e) ___ (persevere) ___ people always become successful. (f) ___ (sincere) ___ is another important virtue which (g) ___ (able) ___ a person to accomplish a job (h) ___ (fruit) ___ . Student life is the (i) ___ (form) ___ period of a man's life. One should not (j) ___ (use) ___ this period of life. Rather every student must utilize this time (k) ___ (proper) ___ in order to gain their (l) ___ (cherish) ___ aim. Sadly many students are (m) ___ (neglect) ___ of their study and (n) ___ (responsible) ___.

Answer
a. Perseverance; b. successful; c. unsuccessful; d. misfortune; e. Persevering/Perseverant; f. Sincerity; g. enables; h. fruitfully; i. formative; j. misuse; k. properly; l. cherished; m. neglectful; n. responsibilities.

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

পৌরনীতি ও নাগরিকতা
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৪

৯. কোন শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে?
ক. সমাজতান্ত্রিক খ. পুঁজিবাদী
গ. স্বৈরতান্ত্রিক ঘ. গণতান্ত্রিক

১০. জনগণের মত প্রকাশ ও সরকারের সমালোচনা করার সুযোগ থাকে কোন ধরনের রাষ্ট্রে?
ক. পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে
খ. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে
গ. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে
ঘ. রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে

১১. কোন শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতার বিকাশ ঘটে?
ক. সমাজতান্ত্রিক
খ. রাজতান্ত্রিক
গ. গণতান্ত্রিক
ঘ. একনায়কতান্ত্রিক

১২. কোন রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণের আস্থার ওপর সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে?
ক. গণতন্ত্র খ. রাজতন্ত্র
গ. একনায়কতন্ত্র ঘ. স্বৈরতন্ত্র

১৩. 'গণতন্ত্রের বাহন' কোনটি?
ক. আইনের শাসন
খ. অর্থনৈতিক সাম্য
গ. পরমতসহিষ্ণুতা
ঘ. নির্বাচন

১৪. কোনটি নমনীয় শাসনব্যবস্থা?
ক. গণতন্ত্র খ. একনায়কতন্ত্র
গ. রাজতন্ত্র ঘ. সমাজতন্ত্র

১৫. 'গণতন্ত্রের প্রাণ' কোনটি?
ক. আইনের শাসন খ. নির্বাচন
গ. রাজনৈতিক দল ঘ. বিরোধী দল

১৬. কোন রাষ্ট্রে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সরকারের পরিবর্তন হয়?
ক. রাজতান্ত্রিক খ. স্বৈরতান্ত্রিক
গ. গণতান্ত্রিক ঘ. সমাজতান্ত্রিক

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ৯. ঘ ১০. গ ১১. গ ১২. ক ১৩. ঘ ১৪. ক ১৫. ক ১৬. গ

আগামীকাল থাকবে

- **নবম শ্রেণি** : গণিত, ডিজিটাল প্রযুক্তি
- **ষষ্ঠ শ্রেণি** : বিজ্ঞান
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : বাংলা ২য় পত্র, ইংরেজি ২য় পত্র, পৌরনীতি ও নাগরিকতা
- **ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা** : ইংরেজি
- **নোটিশ বোর্ড** : খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৯টি ডিসিপ্লিনে মাস্টার্স প্রোগ্রামে সময় বৃদ্ধি

নোটিশ বোর্ড

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
বিএড ও এমএড প্রোগ্রাম

■ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে এক বছর মেয়াদি বিএড (প্রফেশনাল) ও এমএড প্রোগ্রামে স্প্রিং ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ভর্তির যোগ্যতা
বিএড (প্রফেশনাল) : প্রার্থীকে অবশ্যই কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ থেকে স্নাতক/ডিগ্রি পাস হতে হবে। গ্রেডিং পদ্ধতিতে জিপিএ-২.৫০-এর কম প্রাপ্ত (মাধ্যমিক/সমমান) এবং পাস কোর্সের ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণি থাকলে গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতায় নিযুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।
এমএড (প্রফেশনাল) : বিএড (প্রফেশনাল) প্রোগ্রামে উল্লিখিত যোগ্যতাসহ প্রার্থীকে অবশ্যই বিএড ডিগ্রিধারী হতে হবে।

আবেদনপত্র জমার শেষ তারিখ
৩০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে www.jnu.ac.bd ওয়েবসাইট থেকে ভর্তির আবেদনপত্র ডাউনলোড করতে হবে। আবেদনপত্র পূরণ করে সব সনদ ও নম্বরপত্রের সত্যায়িত কপি স্ক্যান করে office@ier.jnu.ac.bd ই-মেইলে পাঠাতে হবে।

লিখিত ভর্তি পরীক্ষার তারিখ
বিএড : ৬-১২-২০২৪, বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা।
এমএড : ৬-১২-২০২৪, বেলা ৩ : ৩০ থেকে বিকেল ৪ : ৩০টা।
ভর্তির তারিখ : ১২-১২-২০২৪ থেকে ১৮-১২-২০২৪।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট : www.jnu.ac.bd

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
বিদেশগামী শিক্ষার্থীদের সনদ যাচাই হবে অনলাইনে

■ বিদেশগামী শিক্ষার্থীদের সনদ/একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/নম্বরপত্র যাচাই ও সত্যায়নের কাজ ১৬/১০/২০২৪ তারিখ থেকে অনলাইনের মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে, এ তথ্য জানিয়েছে যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড।
উল্লিখিত তারিখ থেকে নিচের লিংকে প্রবেশ করে আবেদন সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
১. যশোর শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট : www.jessoreboard.gov.bd ভিজিট করে বাঁ পাশের মেন্যুবারের বিদেশগামী শিক্ষার্থীদের ডকুমেন্ট সত্যায়ন করার আবেদন লেখা SSC অথবা HSC বাটনে ক্লিক করুন।
২. সরাসরি ভিজিট করুন www.mygov.bd
ভর্তির বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.www.jessoreboard.gov.bd

ক্যাপসুল হোটেল

জাপানের ওসাকার উমেদার 'ক্যাপসুল ইন ওসাকা' বিশ্বের প্রথম ক্যাপসুল হোটেল। ১৯৭৯ সালের দিকে এটি চালু হয়।

ইট-পাথর-ইস্পাতের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে বাঁশ, কাঠ ও মাটি। শিক্ষার্থীরা যাতে প্রকৃতির সঙ্গে বেড়ে উঠতে পারে, তার জন্য চারপাশটা রাখা হয়েছে সবুজ আর ছায়া ছায়া। এমন একটি স্থাপত্যনকশার জন্য গত সপ্তাহে আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টসের দুটি পুরস্কার জিতেছে পাবনার চাটমোহরের বড়াল বিদ্যানিকেতন। স্কুলটি দেখতে গিয়েছিলেন **সরোয়ার মোর্শেদ**

বড়ালপারের স্কুল

পাবনার চাটমোহরের বড়াল বিদ্যানিকেতন। ছবি : হাসান মাহমুদ

ওঠা ও নামার জন্য রয়েছে আলাদা সিঁড়ি

হেমন্তের সকালে হাজির হয়েছিলাম চাটমোহরের কুমারগাড়া গ্রামে, বড়াল বিদ্যানিকেতনে। পথেই দেখেছি, শিশুরা ব্যাগ কাঁধে স্কুলের দিকে ছুটছে। স্কুলে পৌঁছে তারা প্রথমে সারিবদ্ধভাবে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করল। শ্রেণিকক্ষের নির্ধারিত বক্সে ব্যাগটি রেখে সবাই চলে এল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।

সেখানে ধর্মগ্রন্থ পাঠ, জাতীয় সংগীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন শেষে দেশের জন্য শপথবাক্য পড়ানো হলো। এরপর কিছুটা শারীরিক কসরত শেষে সার ধরে আবার শ্রেণিকক্ষে ঢুকে পড়ল শিক্ষার্থীরা। সুরে-ছন্দে শুরু হলো পড়া।

আমি তখন স্কুল ভবনটা ঘুরে ঘুরে দেখছি। আধুনিকতা আর ঐতিহ্য—দুইয়ের মিশেলে তৈরি হয়েছে এই ভবন। ব্যবহার করা হয়েছে ইট, কাঠ, বাঁশ ও মাটি। দুই দিকে দুটি একতলা আর মাঝখানে একটি দ্বিতল ভবন। একতলা ভবন দুটির ওপরে মাটির টালি, নেই কোনো জানালা। তবে আছে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা। সামনের দিকে ইটের গাঁথুনি এমনভাবে করা হয়েছে, ফাঁকা দিয়েই আলো ঢুকছে। আর পেছন দিকটার ওপর অংশ খোলা। রোদ-বৃষ্টি সবই মিলছে। শিক্ষার্থীরা রোদের দিনে আলো, বৃষ্টির দিনে বৃষ্টি উপভোগ করতে পারছে।

দ্বিতল ভবনটি আরও অন্য রকম। নিচতলাটা পুরো ফাঁকা। জানালা-দরজা কিছুই নেই। বাঁশের চাটাইয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে শিক্ষামূলক বিভিন্ন ছবি। মাঝখানে মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে পাঠাগার। শীতল কক্ষটিতে থরে থরে সাজানো বই। ভবনটির দুই দিকে সিঁড়ি। একদিক দিয়ে শিক্ষার্থী দোতলায় ওঠে, অন্য দিক দিয়ে নেমে আসে। দোতলাটাও পুরো খোলামেলা। দুই পাশে লম্বা বারান্দা। মাঝখানে পাঁচটি শ্রেণিকক্ষ। কক্ষগুলোর প্রবেশদিকে দরজা। বিপরীত দিকে স্লাইড। প্রয়োজনে যা আটকে রাখা যায়, আবার পুরো খুলেও দেওয়া যায়। ক্লাস চলাকালে কক্ষের এক দিক পুরোই খোলা রাখা হচ্ছে। আর ভবনের সামনে রয়েছে আম, লিচু, কাঁঠালসহ বিভিন্ন ফল-ফুলের বাগান।

ক্লাস চলছিল। ঘুরতে ঘুরতে মনে হলো স্কুলটার স্থাপত্যশৈলীই শুধু সৃজনশীল না, এর শিক্ষাব্যবস্থায়ও রয়েছে ভিন্নতা। গতানুগতিক ধারার বাইরে পড়ানো হচ্ছে হেসেখেলে। অঙ্ক, ইংরেজি, বাংলা—সব পড়াতেই যেন সুরের তাল। একজন শিক্ষক জানালেন, এখানে পড়াশোনার পাশাপাশি শেখানো হয় নাচ, গান, আবৃত্তি, ছবি আঁকা ও বিতর্ক। আছে কম্পিউটার ল্যাব। সবার প্রয়াস, আনন্দ নিয়ে যেন বেড়ে উঠতে পারে শিক্ষার্থীরা।

তাই পঞ্চম শ্রেণির জান্নাতুল ফেরদৌস বলছিল, তাদের স্কুলটা আলাদা। এখানে কেউ বকাঝকা করে না। ভুল করলে শিক্ষকেরা হাসিমুখে ঠিক করে দেন। বুঝিয়ে বলেন, তাই তারা খুব সহজেই সবকিছু বুঝতে পারে। ভালো লাগে।

স্কুলটিতে বর্তমানে প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হচ্ছে। প্রতিবছর একটি করে শ্রেণি বাড়ছে। শিক্ষার্থী রয়েছে ২৮১ জন। শিক্ষক ১৭ জন। নামমাত্র বেতন দেয় শিক্ষার্থীরা, যা তাদের টিফিন বাবদ ব্যয় হয়। শিক্ষার্থীদের পোশাক থেকে শুরু করে অন্যান্য খরচ বহন করেন স্থাপত্যবিষয়ক প্রতিষ্ঠান 'ভিত্তি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইকবাল হাবিব ও তাঁর পরিবার। শিক্ষকেরাও নামমাত্র বেতনে শ্রম দেন। প্রচণ্ড ভালো লাগা ও ভালোবাসা থেকে তাঁরা স্কুলে পড়াতে আসেন বলে জানান স্কুলের প্রধান শিক্ষক দিল আফরোজ বেগম। তিনি বলেন, 'এখান থেকে কে ডাক্তার হলো, কে ইঞ্জিনিয়ার হবে, সেটা আমরা ভাবি না। চাই, সবাই ভালো মানুষ হোক। আমরা সেভাবেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

যাত্রা শুরু যেভাবে

বড়াল নদটি চলনবিলের প্রাণ। চাটমোহর উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বড়াল অপরিকল্পিত বাঁধ ও দখল-দূষণে মরা খালে পরিণত হচ্ছিল। এভাবে একটি নদী হারিয়ে যাবে? তখন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) স্থানীয় সচেতন কিছু মানুষকে সঙ্গে নিয়ে নদী রক্ষার আন্দোলন শুরু করে। ২০০৮ সালে গঠিত হয় বড়াল রক্ষা আন্দোলন কমিটি। আন্দোলনকে বেগবান করতে বড়ালপারের বাসিন্দাদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজ শুরু করে কমিটি। কাজটি করতে গিয়েই বড়ালপারের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা স্বচক্ষে দেখে তারা। দারিদ্র্য ও দুর্গমতার কারণে অনেক শিশুকে স্কুল ছেড়ে মাঠে কাজ করতে দেখে তারা। অনেকে আবার স্কুলে গেলেও কিছু শিখতে পারছে না।

বিষয়টি নাড়া দেয় কুমারগাড়া গ্রামের বাসিন্দা ও বড়াল রক্ষা আন্দোলন কমিটির সদস্যসচিব মিজানুর রহমানকে। তিনি স্ত্রী দিল আফরোজ বেগমের সঙ্গে আলোচনা করেন। দুজনই উচ্চশিক্ষিত মানুষ। ঢাকায় দীর্ঘ সময় কাটিয়ে গ্রামে ফিরে এসেছেন। কাঁধে নিয়েছেন বড়াল রক্ষার কর্মসূচি। গ্রামের শিশুদের পড়ানোর জন্য স্ত্রীকে অনুপ্রেরণা দিলেন মিজানুর রহমান। দিল আফরোজও অনুপ্রাণিত হয়ে বাড়িতেই শিশুদের পড়ানো শুরু করলেন। দিন দিন বাড়তে থাকল পড়তে আসা শিশুর সংখ্যা।

২০১৯ সালের কথা। মিজানুর-দিল আফরোজ দম্পতি ভাবলেন, এবার একটা স্কুল দরকার। কিন্তু এ জন্য তো অর্থ দরকার। এগিয়ে এলেন দিল আফরোজ বেগমের ছোট বোন প্রয়াত শাহনাজ বেগম। বড় বোনকে ১০ লাখ টাকা দিলেন তিনি। সেই টাকাতেই একটি টিনের ঘর তোলা হলো।

গল্পে গল্পে এভাবেই বিদ্যালয়টি বেড়ে ওঠার আদ্যোপান্ত তুলে ধরেন মিজানুর রহমান। জানালেন, টিনের ঘরে মাত্র ৩০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা শুরু করে স্কুল। স্কুলটির নাম দেওয়া হলো 'বড়াল বিদ্যানিকেতন'। শিক্ষার্থী বাড়ায় পরে আরও একটি টিনের ঘর তোলা হয়।
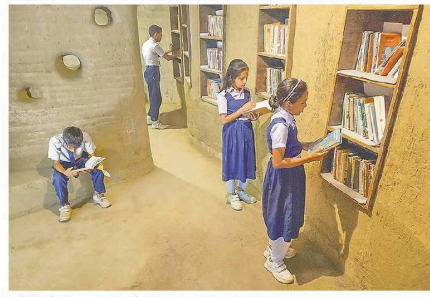
মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে পাঠাগারের কক্ষ। ছবি : হাসান মাহমুদ

স্কুলটি আরও বড় হবে

বড়াল ও চলনবিল রক্ষায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)। সেই সুবাদে বহুবার চলনবিল এলাকায় এসেছেন বাপার সহসভাপতি ইকবাল হাবিব। এমনই এক সফরে স্কুলটি পরিদর্শনে এসে হতবাক হয়ে যান এই স্থপতি। টিনের ঘরে বরেন্দ্র অঞ্চলের তপ্ত গরমে ক্লাস করছে শিশুরা। বিষয়টি তাঁকে কষ্ট দেয়। স্কুলটি উন্নয়নের পরিকল্পনা করেন তিনি।

ইকবাল হাবিব জানান, চলনবিল ও বড়ালপারের বাসিন্দাদের সঙ্গে তাঁর আত্মার সম্পর্ক। বহু মানুষের বাড়িতে তিনি সানকিতে ভাত খেয়েছেন। পরিবেশ রক্ষায় গ্রামের এই বাসিন্দারা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কিন্তু তাঁদের সন্তানেরা মানসম্মত পরিবেশ পায়নি। তাই মানুষগুলোর প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই স্কুলটি আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেন। সহযোগিতার হাত বাড়ান বন্ধু ও স্বজনেরা।
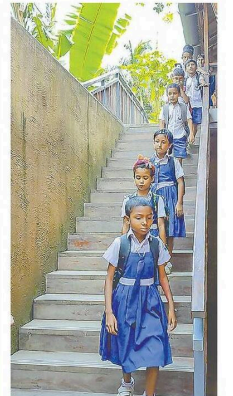
স্কুলের জন্য নিজেই একটি নকশা করেন ইকবাল হাবিব। স্কুলের নামে পৈতৃক এক একর জমি লিখে দেন মিজানুর রহমান। ২০২৩ সালের জুনে শুরু হয় স্কুল ভবন নির্মাণের কাজ। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে শেষ হয় কাজ। সেই থেকে নতুন ভবনে ক্লাস করছে শিক্ষার্থীরা।

স্থাপনাটি প্রসঙ্গে স্থপতি ইকবাল হাবিব বলেন, গতানুগতিক ধারার বাইরে পরিবেশবান্ধব ও খোলামেলা পরিবেশের কথা মাথায় রেখে স্কুলটির নকশা করা হয়েছে। এখানে জানালা নেই, কিন্তু আলো আছে। বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু শিক্ষার্থীদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। হাত দিয়ে বৃষ্টি ছুঁতে পারছে তারা। শান্তিনিকেতনের আদলে ভবনের সামনে তিনটি আমগাছ রাখা হয়েছে। সব মিলিয়ে আবদ্ধতার বিপরীতে উন্মুক্ততা রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। আবহমান বাংলার মাটি ও বাংলার উঠানের পরিবেশটাকে ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। যাতে শিশুরা প্রকৃতি ও পরিবেশকে ভালোবেসে বেড়ে উঠতে পারে।

স্কুলটির নকশা তিনটি স্তরে বাস্তবায়িত হবে। প্রথম স্তর শেষ হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বাকি দুই স্তর হবে। সেই নকশার জন্যই দুটি শ্রেণিতে এবার আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস (এআইএ) আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন স্থপতি ইকবাল হাবিব। নান্দনিকতা ও বুদ্ধিদীপ্ততার জন্য নকশাটি এই পুরস্কার পেয়েছে।

প্রতিষ্ঠাতা মিজানুর রহমান বলেন, পরিবেশবান্ধব ও মানবিক মানুষ গড়ার জন্যই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। শিশুরা আনন্দ নিয়ে পড়ছে। প্রকৃতির সঙ্গে বেড়ে ওঠায় পরিবেশ ও প্রকৃতির প্রতি তাদের ভালোবাসা তৈরি হচ্ছে। পুরোপুরি নির্মাণকাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিকের ব্যবস্থা করা হবে। অন্য এলাকার শিক্ষার্থীরা এখানে এসে পড়তে পাড়বে। অন্যদিকে স্কুলের আয় দিয়েই স্কুল চলবে।

● বি চি ত্র দি ব স

ডেভিলড এগ কী জানেন

অনেক দিন ধরেই খাদ্যপণ্যের আলোচনায় বড় একটা জায়গা দখল করে রেখেছে ডিম। উপাদেয়, পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ ও সহজপ্রাপ্য এ খাদ্যপণ্যটিও দামের কারণে এখন হয়ে উঠেছে 'দামি' খাবার। পুষ্টিমানের দিক থেকেও ডিম কিন্তু মূল্যবান একটি খাদ্য। কেবল খাদ্যই বা বলি কেন, ডিম মানে তো প্রাণেরও শুরু। অধিকাংশের কাছেই ডিম খুব পছন্দের খাবার। চটজলদি খাবার হিসেবে এর তুলনা হয় না। আবার ডিম নিয়ে 'ঘোড়ার ডিম' ধরনের কুসংস্কারও কম নেই। প্রাচীন মিসরীয়রা ডিমকে মনে করত পবিত্র বস্তু। প্রাচীন যুগে রোমবাসীরা ডিমকে মনে করত ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। ভাগ্য জানতে ডিমের শরণাপন্ন হতো তারা। ডিমকে সৌভাগ্যের প্রতীক বিবেচনা করে ডিমের খোসা দিয়ে সাজাত ঘরের মেঝে। আমাদের দেশে আবার উল্টো। শুভ কাজের আগে, বিশেষত পরীক্ষার আগে ডিম খাওয়া রীতিমতো নিষিদ্ধ।

সন্দেহ নেই, ডিম একটি দুর্দান্ত বহুমুখী খাদ্যদ্রব্য। ভেজে, ভর্তা করে, সেদ্ধ করে কিংবা তরকারির মতো রান্না করে ডিম খাওয়া অতিপ্রচলিত পদ্ধতি। এর বাইরেও যে কতভাবে খাওয়া যায়, তার হিসাব নেই। এমনই একটি রেসিপি ডেভিলড এগ। ডিম যাঁদের প্রিয় খাবার, তাঁরা হয়তো বিষয়টি সম্পর্কে জেনে থাকতে পারেন। ডিমকে একটু বেশি করে সেদ্ধ করতে হবে। তারপর কাটতে হবে দুই টুকরা করে। ভেতর থেকে কুসুম বের করে সেই কুসুমের সঙ্গে মেশাতে হবে মেয়নিজ, শর্ষে বা আচারের মতো উপকরণ। এই পেস্ট আবার ডিমের সাদা অংশের ভেতর বসিয়ে দিতে হবে। ব্যস, হয়ে যাবে দুর্দান্ত স্বাদের ডেভিলড এগ। স্বাদের তীব্রতা বোঝাতেই মূলত 'ডেভিলড' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

আজ ২ নভেম্বর, 'ডেভিলড এগ' দিবস, ডিমের এই অপূর্ব রেসিপি তৈরি করে খাওয়া ও খাওয়ানোর দিন। যুক্তরাষ্ট্রে এটি পালিত হয়।

ডেজ অব দ্য ইয়ার অবলম্বনে
কবীর হোসাইন

● বে ড়া নো

রোমান সাম্রাজ্যের সময় গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হয়ে উঠেছিল মরক্কোর ভলুবিলিস। এ শহরের স্থাপনায় এখনো রয়ে গেছে রোমানদের ছাপ। ঘুরতে গিয়েছিলেন **ফেরদৌস আহমেদ**

মরক্কোর রোমান শহরে

মরক্কোর রাবাত শহর থেকে ভলুবিলিসে যাব। গাড়িতে যেতে লাগে প্রায় আড়াই ঘণ্টা। হোটেলেই সকালের নাশতা করে রওনা দিলাম। মরক্কোর মহাসড়ক বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কার। কাসাব্লাঙ্কা থেকে রাবাতে আসার সময় জোরে গাড়ি চালানোর দায়ে জরিমানা গুনেছি। তাই এবার গতিসীমা দেখছি বারবার। রাবাত থেকে মেকনেস শহর পর্যন্ত মহাসড়ক। এরপর জাতীয় সড়ক। একটু আঁকাবাঁকা, তাই সাবধানে চালাতে হয়। সতর্ক দৃষ্টি রেখেই পৌঁছে গেলাম ভলুবিলিসে।

কাউন্টারে আরবি ভাষায় টিকিট চাইব, বেশ কয়েকবার অনুশীলন করেছি। সেটা কাজে দিল মনে হলো। টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। স্থানীয় লোকজন এখানে গাইড হিসেবে কাজ করেন। এমনই একজন এসে আমাদের গাইড হতে চাইলেন। আমরাও সানন্দে রাজি হয়ে তাঁকে অনুসরণ করে হাঁটা শুরু করলাম।

উত্তর আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলোর একটি এই ভলুবিলিস। ১৯৯৭ সালে ইউনেসকো এটিকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করেছে। শহরটি খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে মরক্কোর আদিবাসী বারবার সম্প্রদায়ের বসতি হিসেবে বিকশিত হয়। রোমানদের আওতায় আসার পর

ট্রায়াম্ফাল আর্চ বা বিজয়তোরণ। ছবি : লেখক

এটি রোমান সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চল হয়ে ওঠে। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে এটি রোমান মৌরিতানিয়া অঞ্চলের রাজধানী হিসেবে ব্যবহার করা হতো। মানুষজনের জীবনযাত্রা তখন কেমন ছিল, তা এখানকার ঘরবাড়ি, বাজারের ধ্বংসাবশেষ দেখে অনুমান করা যায়।

একটি বাড়িতে রোমান মোজাইকের অংশবিশেষ টিকে আছে। দেখে বোঝা যায়, এটি অবস্থাপন্ন কোনো মানুষের বাড়ি। হাঁটতে হাঁটতে আমরা ডেকুম্যানাস ম্যাক্সিমাস বা পূর্ব-পশ্চিমমুখী সড়কে উঠে এলাম। এটি এ শহরের মূল সড়ক। এ সড়কের নিচ দিয়ে অ্যাকুডাক্ট (রোমানদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা) চলে গেছে শহরের বিভিন্ন স্থানে। এখানে একটি সর্বজনীন গোসলখানা চোখে পড়ল। প্রাচীনকালের এই গোসলখানায় ঠান্ডা আর গরম পানির ব্যবস্থা ছিল। রাস্তার দিকে সোজা তাকালে চোখে পড়ে ট্রায়াম্ফাল আর্চ বা বিজয়তোরণ। এত বছর আগে তৈরি এই রাস্তা এখনো টিকে আছে। হেঁটে সামনে গেলাম। ট্রায়াম্ফাল আর্চের ওপরে রোমান ভাষায় কী যেন লেখা। গাইড জানালেন, রোমান সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস আন্তোনিনাসকে এটি উৎসর্গ করা হয়েছিল। তারই বর্ণনা লেখা। আরও কিছু বাড়িতে আরও কিছু রোমান মোজাইক দেখলাম, যা এত বছর ধরে এখনো টিকে আছে। এরপর পাশাপাশি চোখে পড়ল ক্যাপিটোলিন মন্দির আর বাসিলিকা। এগুলো কিছুটা পুনঃস্থাপন করা হয়েছে।

অষ্টম শতাব্দীতে আরবরা এ শহরের নাম বদলে রাখে ওয়ালিলি। ইদ্রিস ইবনে আবদুল্লাহ ছিলেন ইদ্রিসি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং মরক্কোর প্রথম মুসলিম শাসক। তিনি ৭৮৮ থেকে ৭৯১ সাল পর্যন্ত শাসন করেছেন। ১১ শতাব্দীতে এটি পরিত্যক্ত শহরে পরিণত হয়।

শহর থেকে ফিরে যাওয়ার পথে বেশ কিছু জলপাইগাছ চোখে পড়ল। দু-একটা জলপাই খেয়ে দেখলাম। দেশে আমরা যে ধরনের জলপাই খাই, এগুলো সে রকম নয়। আমাদের জলপাই খাওয়া দেখে গাইড কোথা থেকে যেন জলপাইয়ের ভর্তা নিয়ে এলেন। এ ভর্তা আমাদের দেশের ভর্তার মতো নয়, খেতে বেশ মজা। গাইডকে বিদায় দিয়ে রওনা দিলাম ১৫ মিনিট দূরে অবস্থিত শহরমূলে ইদ্রিস জেরহাউনে।

মরক্কোর ভলুবিলিসে এখনো টিকে আছে রোমান স্থাপনা। ছবি : লেখক

● জী ব ন যে ম ন

ছেলে আসওয়াদের সঙ্গে মা ফারজানা জাহান। ছবি : সংগৃহীত

ছেলের দৌড়টা দেখলে আজও চোখ ভিজে যায়

ফারজানা জাহান

সন্তানকে ভালো স্কুলে ভর্তি করানো যে কতটা চ্যালেঞ্জের, তা তো আমরা জানি। ঢাকার এ রকম একটা নামকরা স্কুলে আমার ছেলে আসওয়াদ যেদিন লটারিতে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির চান্স পেল, সেদিন বাসায় ঈদের খুশি অনুভব করছিল সবাই। এরপর ক্লাস শুরু হলো। প্রথম দিন ছেলেকে নিয়ে স্কুলে গিয়ে দেখি নবীনবরণের আয়োজন। ছেলেটা আমার ফুল হাতে মাঠের মধ্যে কী দৌড়টাই না দিল। ভিডিওটা দেখলে আজও আমার চোখ ভিজে যায়।

স্কুলে ভর্তির পর বাসা থেকে প্রতিদিন তাকে নিয়ে যাই, নিয়ে আসি। এভাবে একটা বছর ভালোই চলছিল। হঠাৎ একদিন অনেক অসুস্থ হয়ে গেল আসওয়াদ। এই ডাক্তার, সেই ডাক্তার করতে করতেই কেটে গেল অনেকটা দিন। এ কারণে অসুস্থতার ঠিকঠাক কারণ ও নাম খুঁজে পেতে বেশ সময় লেগে গেল। তারপর জানতে পারলাম ওর 'ট্যুরেট সিনড্রোম' হয়েছে। এটি স্নায়ুবিকাশজনিত (নিউরো ডেভেলপমেন্টাল) একটি অসুখ।

শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনিয়ন্ত্রিত ঝাঁকুনি, নড়াচড়া ও মুখের নানা রকম শব্দ আমার বাচ্চাটাকে একেক সময় একেক রকম কষ্ট ও অস্বস্তির দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। জীবনের আনন্দ-খেলায় যখন তার মেতে থাকার কথা, তখন তাকে নিয়ে আমি সময় কাটাই ডাক্তারের চেম্বারে, কাউন্সেলিং করে। মাঝেমধ্যে কষ্টে কাঁদত ছেলেটা। কাঁদতাম আমরাও। চিকিৎসাধীন অবস্থায় জানতে পারি, মস্তিষ্কের বিকাশজনিত সমস্যার সঙ্গে আসওয়াদের আছে এডিএইচডি ও ডিসলেক্সিয়া অর্থাৎ মনোযোগের ঘাটতি, সঙ্গে ডান হাতের দুর্বলতা। এসব জেনে খুব ভেঙে পড়লাম।

কিন্তু মায়েদের তো ভেঙে পড়লে চলে না। ওর চিকিৎসা চলতে থাকল। যখন চিকিৎসা চলছে, ঠিক সে সময় বিশ্বজুড়ে দেখা দিল কোভিড-১৯। হারিয়ে গেল দুটি বছর। নতুন বাস্তবতায় ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল পৃথিবী। আমরাও আসওয়াদকে আবার বাসার কাছে একটি সরকারি স্কুলে ভর্তি করলাম। আবার যেন প্রথম থেকে শুরু।

আসওয়াদ অসম্ভব মিশুক ও বুদ্ধিদীপ্ত ছেলে। কোনোভাবেই ওর পিছিয়ে থাকা আমি মেনে নিতে চাইনি। তাই ওর মনোবল বাড়াতে চিকিৎসার পাশাপাশি তার শরীর নিয়ন্ত্রণ রাখতে ফুটবল ও কারাতে প্রশিক্ষণে ভর্তি করিয়েছি। মনোযোগ বাড়াতে নিয়মিত সাঁতার কাটাতে নিয়ে যাই। কিন্তু বাদ সাধে গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা।

মুখে সব পারলেও ডান হাতের দুর্বলতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই দ্রুত লিখতে পারে না আসওয়াদ। বড় ক্লাসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লেখাটা সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে লিখতে পারছে না। ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ছে। ক্লাসেও লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে পড়তে হচ্ছে। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ডিসলেক্সিয়া বা এডিএইচডি বাচ্চাদের জন্য আলাদা কোনো কারিকুলাম, আলাদা স্কুল বা পরীক্ষার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা নেই। উন্নত বিশ্বে এ ধরনের শিশুদের জন্য আলাদা স্কুল নয় বরং আলাদা শিক্ষাব্যবস্থা থাকে। বেসিক ট্রেনিং, স্বল্প সিলেবাস, অডিও ভিজ্যুয়াল পরীক্ষা অথবা মৌখিক ব্যবস্থা, অতিরিক্ত সময়সহ আরও অনেক কিছু। সুস্থ স্বাভাবিক ও অসুস্থ সবাই একসঙ্গে ক্লাস করে। একজন অভিভাবক হিসেবে সম্ভাবনাময় আসওয়াদদের জন্য একটা আলাদা শিক্ষাব্যবস্থা কি পাব না? এসব ভেবে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের একটি কোর্সে ভর্তি হয়েছি। সেখানে অক্ষম ও অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের সমন্বিত শিক্ষা বিষয়ে পড়ানো হবে।

আমি একটা 'চারা' লাগাতে চাই। যে গাছের ফল আসওয়াদ না খেতে পারলেও অন্য প্রজন্ম খেতে পারবে। সেই সুদিনের অপেক্ষায় দিন গুনছি।

প্রেসিডেন্টের ক্ষমা

আলজেরিয়ার মিডিয়া মোগলখ্যাত সাংবাদিক ইহসানে এল কাদিরের সাজা গতকাল ক্ষমা করে দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট। এএফপি, আলজিয়ার্স

সংক্ষেপে

পাকিস্তান

স্কুলের কাছে বিস্ফোরণে শিশুসহ নিহত ৭

পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের মাস্তুং এলাকায় বিস্ফোরণে ৫ শিশুসহ ৭ জন নিহত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে এ বিস্ফোরণ হয়। বেলুচিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী সরফরাজ বাগতি এ ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন। কালাত জেলা প্রশাসক নাইম বাজাই বলেছেন, এই বিস্ফোরণে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে এক পুলিশ সদস্যও আছেন। এ ছাড়া আরও ১৭ জন আহত হয়েছে। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাজাই বলেন, 'এ পর্যন্ত পাঁচ স্কুল শিক্ষার্থীসহ সাতজন নিহত হয়েছে এবং ১৭ জন আহত হয়েছে।' মাস্তুং সিভিল হাসপাতালের কাছে সকাল ৮টা ৩৫ মিনিটের দিকে এই বিস্ফোরণ হয়। গুগল ম্যাপ অনুযায়ী, হাসপাতাল থেকে এক মিনিটের হাঁটা পথের দূরত্বে মেয়েদের একটি স্কুল আছে। কালাতের জেলা প্রশাসক নাইম বাজাই বলেন, 'পুলিশের একটি টহল গাড়ির কাছে মোটরসাইকেলে যুক্ত থাকা একটি আইইডি (ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস) বিস্ফোরণ করা হয়েছে ধারণা করা হচ্ছে।' পিটিভি নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, 'মেয়েদের একটি হাইস্কুলে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ নিন্দা জানিয়েছেন।'
ডন

যুক্তরাষ্ট্র

রাশিয়ায় উত্তর কোরিয়ার ৮ হাজার সেনা

ইউক্রেনের কাছে রাশিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় উত্তর কোরিয়ার প্রায় ৮ হাজার সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার এমন দাবি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। পাশাপাশি তিনি সতর্ক করে বলেছেন, আগামী দিনগুলোতে উত্তর কোরিয়ার এসব সেনাকে যুদ্ধের জন্য ইউক্রেনে পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে রাশিয়া। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, উত্তর কোরিয়া রাশিয়ায় প্রায় ১০ হাজার সেনা পাঠিয়েছে বলে ধারণা যুক্তরাষ্ট্রের। এসব সেনাকে প্রথমে রাশিয়ার একেবারে পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন সামরিক প্রশিক্ষণ ঘাঁটিতে নেওয়া হয়েছিল। এরপর প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁদের ইউক্রেনের সীমান্তবর্তী এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। উত্তর কোরিয়ার সেনাদের বেশির ভাগকেই মোতায়েন করা হয়েছে রাশিয়ার কুরস্ক অঞ্চলে। এসব সেনাকে এখন সম্মুখযুদ্ধের জন্য ইউক্রেনে পাঠানো হবে।
দ্য গার্ডিয়ান

খাবার বিতরণ

সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের অংশ হিসেবে টানা ১৭ দিন ধরে সড়ক অবরোধ করে রেখেছেন বলিভিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেসের সমর্থকেরা। তাঁদের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার পারোতানি শহরে। ছবি : এএফপি

স্পেন

বন্যায় মৃত্যু বেড়ে ২০৫

স্পেনে পাঁচ দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যায় প্রাণহানি আরও বেড়েছে। গতকাল শুক্রবার দেশটির জরুরি সেবা বিভাগ জানিয়েছে, গত মঙ্গলবারের বন্যায় এখন পর্যন্ত ২০৫ জনের প্রাণহানির তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে। এদিকে বন্যার পর উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনায় হিমশিম খাচ্ছেন জরুরি সেবা বিভাগের কর্মীরা। বন্যায় সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে দেশটির ভ্যালেন্সিয়া প্রদেশে। গতকাল জরুরি সেবা বিভাগ যে হিসাব দিয়েছে তাতে দেখা গেছে, ভ্যালেন্সিয়ায় মারা গেছেন ২০২ জন। এ ছাড়া কাস্তিলা লা-মাঞ্চায় দুজন ও আন্দালুসিয়ায় এক ব্রিটিশ নাগরিক মারা গেছেন। বন্যায় বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। বাড়িঘরে পানি ঢুকেছে। স্রোতের তোড়ে ভেসে যাওয়া গাড়িতে আটকা পড়েছেন অনেকে। স্রোতে মহাসড়ক ও রাস্তাগুলো যেন নদীতে পরিণত হয়েছিল।
এএফপি, পাইপোর্তা

নির্বাচনী প্রচারে সমর্থকদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন উচ্ছ্বসিত কমলা হ্যারিস। গত বুধবার নর্থ ক্যারোলাইনায়। ছবি : এএফপি

সমাবেশে বক্তব্য দেওয়ার পর সমর্থকদের সামনে মুষ্টিবদ্ধ হাতে ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত বৃহস্পতিবার নেভাদায়। ছবি : এএফপি

আগাম নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন একজন ভোটার। গত সোমবার মিশিগানে। ছবি : রয়টার্স

আগাম ভোটে স্বস্তিতে কমলা

যুক্তরাষ্ট্রে আগাম ভোট পড়েছে ছয় কোটির বেশি। সর্বশেষ জরিপে দেখা যাচ্ছে, আগাম ভোটে ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে আছেন কমলা হ্যারিস।

ওয়াশিংটন পোস্ট

যুক্তরাষ্ট্রে এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আগাম ভোটে রেকর্ড হয়েছে। আগাম ভোটের হার দেখে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট—দুই শিবিরই উচ্ছ্বসিত। রিপাবলিকানরা খুশি, কারণ গত নির্বাচনে তারা যত আগাম ভোট পেয়েছিল, এবার তার চেয়েও বেশি ভোট পেয়েছে। আর ডেমোক্র্যাটরা খুশি, কারণ আগাম ভোটে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ে বড় ব্যবধানে এগিয়ে তাদের প্রার্থী কমলা হ্যারিস।

যুক্তরাষ্ট্রে ভোট দেওয়ার বয়স হয়েছে এমন মোট জনসংখ্যা ২৩ কোটির বেশি। তবে নিবন্ধিত ভোটার প্রায় ১৬ কোটি। নিবন্ধিত ভোটারের সবাই আবার ভোট দেন না। সর্বশেষ ২০২০ সালের নির্বাচনে ভোট পড়ার হার ছিল ৬৬ শতাংশ, যা ছিল গত ১০০ বছরের বেশি সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ। গতকাল শুক্রবার পর্যন্ত পাওয়া হিসাব অনুযায়ী, ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে আগাম ভোট পড়েছে ছয় কোটির বেশি।

এবার আগাম ভোট শুরুর পর থেকে ভোট কোন দিকে বেশি পড়ছে, তার একটা আন্দাজ পেতে প্রতিনিয়ত জরিপ হচ্ছে। সর্বশেষ তিনটি জরিপে ভোটারদের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছে, তিনি আগাম ভোট দিয়েছেন কি না। এতে দেখা গেছে, ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে আছেন কমলা।

আগাম ভোট নিয়ে এবিসি নিউজ-ইপসোস, নিউইয়র্ক টাইমস-সিয়েনা কলেজ ও সিএনএন জরিপে দেখা গেছে, ট্রাম্পের চেয়ে ১৯ থেকে ২৯ পয়েন্টের মধ্যে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছেন কমলা। তিনটি জরিপে কমলা বেশি ব্যবধানে এগিয়ে। এর মধ্যে নিউইয়র্ক টাইমস-সিয়েনা কলেজের জরিপে ৫৯ থেকে ৪০ আর এবিসি নিউজ-ইপসোসে ৬২ থেকে ৩৩ পয়েন্টের মধ্যে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছেন কমলা।

আগাম ভোট নিয়ে জরিপে যে চিত্র উঠে এসেছে, তাতে মনে করা হচ্ছে ২০১৬ সালের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনের চেয়েও এবার কমলা হ্যারিস আগাম ভোটে স্পষ্ট ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন। তখন আগাম ভোটারদের নিয়ে ওয়াশিংটন পোস্ট-এবিসি নিউজ ও ম্যাকক্লাসি-মারিস্ট কলেজের করা জরিপে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ট্রাম্পের চেয়ে ৮ থেকে ১৬ পয়েন্ট এগিয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন হিলারি।

তবে আগাম ভোটে যে-ই এগিয়ে থাকুন, শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের ফল নির্ধারিত হবে দোদুল্যমান সাত অঙ্গরাজ্যের ভোটে। তবে জরিপে দেখা যাচ্ছে, এসব রাজ্যেও আগাম ভোটে এগিয়ে রয়েছেন কমলা। দোদুল্যমান রাজ্যের আগাম ভোটারদের নিয়ে করা সর্বশেষ চারটি জরিপে দেখা গেছে, দোদুল্যমান সাত অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ছয়টিতে রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে আছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা।

জরিপগুলো করেছে মারিস্ট, সিএনএন, ফক্স নিউজ এবং ইউএসএ টুডে-সাফোক ইউনিভার্সিটি। জরিপে দেখা গেছে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ে কমলা হ্যারিস অ্যারিজোনায় ৯ থেকে ১২ পয়েন্ট, জর্জিয়ায় ৭ থেকে ১০ পয়েন্ট, মিশিগানে ২৬ থেকে ৩৯ পয়েন্ট, নর্থ ক্যারোলাইনায় ২ থেকে ৬ পয়েন্ট, পেনসিলভানিয়ায় ১৭ থেকে ৩৫ পয়েন্ট ও উইসকনসিনে ২২ থেকে ৬০ পয়েন্ট এগিয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে আছেন।

দোদুল্যমান সাত অঙ্গরাজ্যের মধ্যে শুধু নেভাদায় আগাম ভোটে এগিয়ে রয়েছেন ট্রাম্প। সর্বশেষ করা এসব জরিপ অনুযায়ী নেভাদায় কমলা হ্যারিসের চেয়ে ট্রাম্প ৬ পয়েন্ট ব্যবধানে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছেন।

নির্বাচনী বিশ্লেষকেরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রে এবার রেকর্ডসংখ্যক আগাম ভোট পড়েছে। আর এসব জরিপ হয়েছে তাদের মধ্যে অল্প কিছু ভোটার নিয়ে। ফলে জরিপ অনুযায়ী যে নির্বাচনের ফল হবে, তা এখনই সঠিক বলে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে আগাম ভোটের জরিপে এগিয়ে থাকার অর্থ সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে মূল নির্বাচনে যাচ্ছেন কমলা। এখন দেখার বিষয় মূল নির্বাচনে কমলা কতটা জনসমর্থন পান।

ট্রাম্পের ভোটের ফল না মানার গুঞ্জন

পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যে ভোটে কারচুপির অভিযোগ তোলায় উদ্বেগ দেখা দিয়েছে, ২০২০ সালের মতো এবারের নির্বাচনের ফল মেনে নেবেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প। অলাভজনক সংস্থা প্রটেক্ট ডেমোক্রেসির নীতি কৌশলবিদ কাইলি মিলার বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, 'নির্বাচনের ফল ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিপক্ষে গেলে তিনি যে আবারও ফল পাল্টানোর জন্য অপচেষ্টা চালাতে পারেন—এসব দাবির মধ্য দিয়ে সেই বীজই বোনা হচ্ছে।'

টুকরো খবর

কমলার সমর্থনে লোপেজের বক্তৃতা

বিবিসি

জেনিফার লোপেজ

মার্কিন পপ তারকা, অভিনেত্রী ও প্রযোজক জেনিফার লোপেজ বলেছেন, 'আমি নারীর শক্তিতে বিশ্বাস করি। এই নির্বাচনে (মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন) পার্থক্য গড়ে দেওয়ার ক্ষমতা নারীদের আছে।' আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিসের সমাবেশে দেওয়া বক্তব্যে এ কথা বলেছেন লোপেজ। গত বৃহস্পতিবার রাতে যুক্তরাষ্ট্রের নেভাদা অঙ্গরাজ্যের লাস ভেগাসে এ বক্তব্য দেন তিনি। সমাবেশ-মঞ্চকে তাঁর জন্য 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ' বলে অভিহিত করেন তিনি।

দ্বিধা ছাড়াই কমলাকে ভোট ব্লুমবার্গের

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল

মাইকেল ব্লুমবার্গ

মার্কিন ধনকুবের ও নিউইয়র্কের সাবেক মেয়র মাইকেল ব্লুমবার্গ বলেছেন, তিনি এ সপ্তাহেই কমলা হ্যারিসকে ভোট দিয়েছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমালোচনা করে মাইকেল ব্লুমবার্গ বলেন, ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে যাওয়ার যোগ্য নন।

গত বৃহস্পতিবার ব্লুমবার্গ নিউজে তাঁর এক মতামত প্রকাশিত হয়েছে। তাতে তিনি লিখেছেন, কমলার সঙ্গে তাঁর নির্দিষ্ট কিছু ইস্যুতে মতপার্থক্য থাকলেও কোনো দ্বিধা ছাড়াই তিনি কমলাকে ভোট দিয়েছেন।

ভোটারদের অর্থ দিতে বাধা কাটল মাস্কের

বিবিসি, *ওয়াশিংটন*

ইলন মাস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নিবন্ধিত ভোটারদের নগদ অর্থ দিতে ইলন মাস্কের জন্য বাধা কাটল। আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সমর্থন দিয়েছেন মাস্ক। এরপর চলতি সপ্তাহে নিবন্ধিত ভোটারদের ১০ লাখ ডলার দেন তিনি। এ নিয়ে মামলা করেছিলেন ফিলাডেলফিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল। স্থানীয় সময় গত বৃহস্পতিবার মামলার শুনানি নিয়ে আদালত বলেছেন, মামলাটি আপাতত স্থগিত থাকবে। এ বিষয়ে ফেডারেল আদালত রুল জারি করবেন।

সিবিএসের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের মামলা

রয়টার্স, *ওয়াশিংটন*

যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প গত বৃহস্পতিবার মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম সিবিএসের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। গত অক্টোবরের শুরুতে টেলিভিশন চ্যানেলটিতে '৬০ মিনিটস' নামের অনুষ্ঠানে প্রচারিত ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিসের এক সাক্ষাৎকারকে কেন্দ্র করে এই মামলা করা হয়।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, মামলার অভিযোগে ট্রাম্প 'সাক্ষাৎকারটি বিভ্রান্তিকর' বলে উল্লেখ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের ফেডারেল আদালতে এই মামলা করা হয়।

কমলার সাক্ষাৎকারকে কেন্দ্র করে ট্রাম্প বারবার সিবিএস নেটওয়ার্ককে আক্রমণ করে আসছিলেন।

ভারতের প্রতিষ্ঠানের ওপর কেন হঠাৎ নিষেধাজ্ঞা

যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ

যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশের চার শতাধিক সংস্থার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। তার মধ্যে ভারতীয় সংস্থা রয়েছে ১৯টি।

প্রতিনিধি, *নয়াদিল্লি*

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহৃত যেসব পণ্য ভারতীয় সংস্থাগুলো রাশিয়ায় রপ্তানি করে আসছে, সেগুলোর বেশির ভাগই দ্বৈত ব্যবহারের উপযুক্ত। ওই সব পণ্য যেমন সাধারণ নাগরিক পরিষেবায় ব্যবহার করা যায়, তেমনি সামরিক ব্যবহারেরও যোগ্য। সেই সব পণ্য ও প্রযুক্তির মধ্যে বেশির ভাগই ইলেকট্রনিক। বাকি রপ্তানির মধ্যে রয়েছে যুদ্ধবিমানের যন্ত্রাংশ ও অন্য সরঞ্জাম, যা সমরাস্ত্র মেরামতের কাজে লাগে।

গত বুধবার যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশের চার শতাধিক সংস্থার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। তার মধ্যে ভারতীয় সংস্থা রয়েছে ১৯টি। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, এসব সংস্থা রাশিয়াকে সেই সব পণ্য সরবরাহ করছে, যেগুলো যুদ্ধ ও শান্তি উভয় সময়েই কাজে লাগে। অভিযোগ, দ্বৈত ব্যবহারযোগ্য ওই সব পণ্য ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়া ব্যবহার করছে।

এ কারণে এর আগেও যে কোনো ভারতীয় সংস্থাকে যুক্তরাষ্ট্র সজাগ করে দেয়নি, তা নয়। কারও কারও বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাও জারি করা হয়েছিল। কিন্তু এবার একসঙ্গে ১৯টি সংস্থাকে নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনা অস্বাভাবিক ধরনের বৃদ্ধি বলে মনে করা হচ্ছে।

এই নিষেধাজ্ঞার ফলে ভারতীয় সংস্থাগুলো যুক্তরাষ্ট্রে যেসব সংস্থার মালিক বা সে দেশের সম্পদ ব্যবহারের অধিকারী, সেগুলো কোনোভাবে ব্যবহার করতে পারবে না। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রে থাকা তাদের সম্পদের অধিকার তারা সাময়িকভাবে হারাবে। তাদের সঙ্গে কোনোরকমে লেনদেনও করতে পারবে না। যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের কেউও ওই সংস্থার সঙ্গে কোনোরকমে ব্যবসায়িক আদান-প্রদান করতে পারবে না।

দিল্লিভিত্তিক সংস্থা অ্যাসেন্ড অ্যাভিয়েশনের দুই পরিচালককেও যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞার আওতায় এনেছে। তাঁরা হলেন বিবেক কুমার মিশ্র ও সুধীর কুমার।

চার দিন পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। তার ঠিক আগে এই নিষেধাজ্ঞা নিয়ে ভারত এখনো কোনো মন্তব্য করেনি। *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস* জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্ন তারা ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে পাঠিয়েছিল। কিন্তু তারা কোনো উত্তর দেয়নি।

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের অসামরিক পারমাণবিক চুক্তি সইয়ের সময়েও নানা মহলে দ্বৈত ব্যবহারের প্রশ্নটি উঠেছিল। সেই শঙ্কা ভারত নাকচ করার পরেই চুক্তি সই হয়েছিল।

ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর রাশিয়ার বিরুদ্ধে নানা ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কিন্তু তা এড়িয়ে ভারত সে দেশ থেকে পেট্রোপণ্য আমদানি করছে। যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, ওইভাবে রাশিয়াকে ভারত অর্থনৈতিক দিক থেকে সাহায্য করছে।

যুদ্ধবিরতির চেষ্টা 'প্রত্যাখ্যান' করেছে ইসরায়েল

লেবাননের প্রধানমন্ত্রী

এএফপি, বৈরুত

নাজিব মিকাতি

ইসরায়েল গতকাল শুক্রবার ভোরে ফিলিস্তিনের গাজা, লেবাননের রাজধানী বৈরুতসহ দেশটির বিভিন্ন জায়গায় বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে। হামলা বাড়িয়ে ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি চুক্তির নতুন সম্ভাবনাকে 'প্রত্যাখ্যান' করেছে বলে মন্তব্য করেছেন লেবাননের প্রধানমন্ত্রী নাজিব মিকাতি।

এক বিবৃতিতে নাজিব মিকাতি বলেন, লেবাননের বিভিন্ন অঞ্চলে আগ্রাসনের পরিধি নতুন করে বাড়িয়েছে ইসরায়েল। তারা বিভিন্ন শহর ও গ্রাম থেকে সব বাসিন্দাকে সরে যাওয়ার জন্য বারবার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। বৈরুতের দক্ষিণের শহরতলিতে তারা নতুন লক্ষ্যবস্তুতে ধ্বংসাত্মক হামলা চালিয়েছে। এসব এটিই নিশ্চিত করেছে যে শত্রু ইসরায়েল যুদ্ধবিরতির সব প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করেছে।

রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, শুক্রবার ভোরে ইসরায়েলের বিমান হামলায় গাজায় আরও ৪৭ জন নিহত হয়েছেন। এ সময় গাজার দেইর আল-বালাহ, নুসিরাত শরণার্থীশিবির ও আল-জাওয়াইদা শহরে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। ইসরায়েলি হামলায় গাজায় নিহতের সংখ্যা এরই মধ্যে ৪৩ হাজার ছাড়িয়েছে। লেবাননে নিহত হয়েছেন প্রায় ২ হাজার ৮০০ জন।

শুক্রবার প্রায় একই সময়ে বৈরুতের দক্ষিণের শহরতলিতেও হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। সেখানে অন্তত ১০টি বিমান হামলা চালানো হয়েছে। হিজবুল্লাহর শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এসব স্থানে প্রায় এক সপ্তাহ বিরতি দিয়ে এ হামলা চালানো হয়েছে।

লেজার ব্যবহারের পরিকল্পনা

সিএনএন জানায়, এক বছরের মধ্যে প্রতিরক্ষাব্যবস্থায় লেজার রশ্মি ব্যবহার করতে পারবে ইসরায়েল। তারা এর নাম দিয়েছে 'আয়রন বিম'। এর মাধ্যমে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করতে পারবে।

৫৮ বছর পর হার ক্ষমতাসীনদের

বতসোয়ানার পার্লামেন্ট নির্বাচন

রয়টার্স, *গ্যাবোরোন*

দুমা বোকো

মোখেসি মাসিসি

আফ্রিকার দেশ বতসোয়ানায় ৫৮ বছর পর নির্বাচনে বাজেভাবে হেরে গেছে ক্ষমতাসীন দল। ১৯৬৬ সালে যুক্তরাজ্যের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে দেশটির ক্ষমতায় ছিল বতসোয়ানা ডেমোক্রেটিক পার্টি (বিডিপি)। সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট ছিলেন মোখেসি মাসিসি। দেশটির নতুন প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন ৫৪ বছর বয়সী আইনজীবী দুমা বোকো। তিনি বিরোধী জোট আমব্রেলা ফর ডেমোক্রেটিক চেঞ্জের (ইউডিসি) প্রার্থী।

চলতি সপ্তাহে বতসোয়ানায় পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে গতকাল শুক্রবার সর্বশেষ প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, ৬১টি নির্বাচনী আসনের মধ্যে ৫৫টির ফল প্রকাশ হয়েছে। এর মধ্যে ৩২টি আসনে জয়ী হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে ইউডিসি। আর মাত্র চারটি আসনে জয় পেয়ে সর্বশেষ অবস্থান চারে আছে বিডিপি। এ নির্বাচনে চারটি দল অংশ নিয়েছিল। বতসোয়ানায় পার্লামেন্টের জয়ী সদস্যরা (এমপি) প্রেসিডেন্টকে নির্বাচিত করেন।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, মূলত আর্থসামাজিক বিভিন্ন সংকটের কারণে তরুণ ভোটারদের আকৃষ্ট করতে পারেনি বিডিপি। তারা ৫৮ বছর ধরে একই মোড়কে দেশ শাসন করে আসছিল। নতুন করে আর কোনো কিছু জাতির সামনে উপস্থাপন করতে পারেনি।

সাইবার আক্রমণের ঝুঁকি বেড়েছে ব্যাংকে | সাইবার আক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ায় ব্যবস্থা নিতে দেশের বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বিজ্ঞপ্তি

হলি ডে মার্কেট সড়কের ওপর পণ্য বিক্রির পসরা সাজিয়েছেন বিক্রেতারা। প্রতি শুক্রবার বসা এই হলি ডে মার্কেটে বিছানার চাদর, পোশাকসহ বিভিন্ন পণ্য কিনতে এসেছেন অনেক ক্রেতা। গতকাল দুপুরে ঢাকার মতিঝিলে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে। ছবি : জাহিদুল করিম

দেশি পর্যটকদের বিদেশ ভ্রমণে ধাক্কা, কমেছে পর্যটন ব্যবসা

পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রভাব

দেশীয় পর্যটকদের বিদেশযাত্রা ৭৫-৮০ শতাংশ কমেছে। এতে পর্যটনসংশ্লিষ্ট ব্যবসা-বাণিজ্যও সংকুচিত হয়েছে।

- ভারতে আগে সপ্তাহে ৩২টি ফ্লাইট পরিচালনা করত ইউএস বাংলা এয়ারলাইনস। এখন পরিচালনা করছে ১২টি।
- সরকার পরিবর্তনের পর জরুরি চিকিৎসা ছাড়া পর্যটন ভিসা বন্ধ রেখেছে ভারত। সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভিসাও পাচ্ছেন না পর্যটকেরা।
- বাংলাদেশ থেকে বিদেশে যাওয়া পর্যটকদের ৪০-৪৫ শতাংশই ভারত যান।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ভারত ভিসা দেওয়া সীমিত করেছে। জনপ্রিয় এই গন্তব্যের পাশাপাশি আরও কয়েকটি দেশে ভিসা পেতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হওয়ায় বাংলাদেশি পর্যটকদের বিদেশ ভ্রমণে ধাক্কা লেগেছে। তাতে উড়োজাহাজের পাশাপাশি ট্যুর অপারেটরদের ব্যবসাও কমেছে।

ট্যুর অপারেটর প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা বলছেন, সরকার পরিবর্তনের পর জরুরি চিকিৎসা ছাড়া পর্যটন ভিসা বন্ধ রেখেছে ভারত। সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভিসাও পাচ্ছেন না পর্যটকেরা। থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনের ভিসা পেতেও দীর্ঘ সময় লাগছে। আবার পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে ব্যবসায়ী ও ভ্রমণপিপাসুরা ভ্রমণ কমিয়ে দিয়েছেন। ফলে দেশীয় পর্যটকদের বিদেশযাত্রা ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ কমে গেছে। এতে পর্যটনসংশ্লিষ্ট ব্যবসা-বাণিজ্যও সংকুচিত হয়েছে।

জানতে চাইলে ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (টোয়াব) সভাপতি মো. রাফেউজ্জামান বলেন, ভিসা-সংক্রান্ত জটিলতার কারণেই মূলত বাংলাদেশিদের বিদেশ ভ্রমণ কমে গেছে। সাধারণত বিদেশ ভ্রমণ সীমিত হলে দেশের ভেতরের গন্তব্যে পর্যটকের আনাগোনা বাড়ে। একাধিক গন্তব্যে বিধিনিষেধ থাকায় সেটিও তুলনামূলক কম হচ্ছে।

টোয়াবের তথ্য অনুযায়ী, চিকিৎসা ও ভ্রমণের জন্য সহজে ভিসা পাওয়ার পাশাপাশি আকাশ ও সড়কপথে যোগাযোগ থাকায় বাংলাদেশি পর্যটকদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় গন্তব্য হচ্ছে ভারত। বাংলাদেশ থেকে বিদেশে যাওয়া পর্যটকদের ৪০-৪৫ শতাংশই ভারত যান। এরপরই আছে থাইল্যান্ড। চিকিৎসা, শপিং ও ঘোরাঘুরির জন্য ১৫-২০ শতাংশ বাংলাদেশি পর্যটকের গন্তব্য এই দেশটি। এর বাইরে বাংলাদেশি পর্যটকদের ১০-১৫ শতাংশ মালয়েশিয়া ও ৫-১০ শতাংশ সিঙ্গাপুরে ভ্রমণে যান। সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ওমানসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ভ্রমণে যান ১০-১৫ শতাংশ বাংলাদেশি পর্যটক। এ ছাড়া দেশি পর্যটকদের ৫-৮ শতাংশ ইউরোপে, ৫-৮ শতাংশ নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও চীন ভ্রমণে যান।

একাধিক ট্যুর অপারেটর জানান, বর্তমানে মালয়েশিয়ার ভিসা সহজ থাকলেও ভিয়েতনাম ৮০ শতাংশ ও সিঙ্গাপুরের ৭০ শতাংশ ভিসা আবেদন বাতিল হচ্ছে। নেপালের উড়োজাহাজভাড়া বেশি হওয়ায় অনেকে আগ্রহী হচ্ছেন না। যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁদের একটি বড় অংশ ইউরোপের ভিসার কাজে। এক সপ্তাহ বন্ধ থাকার পর ভিসার আবেদন নিতে শুরু করেছে থাইল্যান্ড। শুধু জটিলতা ছাড়া শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপে কিছু পর্যটক যাচ্ছেন।

জানতে চাইলে ট্যুর অপারেটর প্রতিষ্ঠান মার্কেট এন্টেস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ শাফাত উদ্দিন আহমেদ *প্রথম আলো*কে বলেন, দেশের অভ্যন্তরে ট্যুর অপারেটরদের ব্যবসার জায়গা তুলনামূলক কম। বিভিন্ন দেশের ভ্রমণের প্যাকেজ, ভিসা প্রক্রিয়া, উড়োজাহাজ ও ক্রুজের টিকিট বিক্রি করেই টিকে আছে অনেকে। তবে ৫ আগস্টের পর ব্যবসা ২০-৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমে গেছে।

বাংলাদেশি পর্যটকদের কাছে ভারত কতটা জনপ্রিয়, তা একটি পরিসংখ্যানেই বোঝা যায়। সেটি হচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে গত বছর ভারতে সর্বোচ্চ পর্যটক যান। ২০১৯ সালে ২৫ লাখ ৭৭ হাজার বাংলাদেশি ভারতে যান। এরপর করোনার কারণে সংখ্যাটি কমলেও ২০২২ সাল থেকে আবার বাড়তে থাকে।

ভারতের ট্যুরিজম মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া ১২ লাখ ৭৭ হাজার পর্যটকের ২২ শতাংশ আকাশপথে ও বাকিরা সড়কপথে ভারত ভ্রমণ করেন। এই পর্যটকের ৬৪ দশমিক ৮ শতাংশ ঘুরতে, সাড়ে ২৫ শতাংশ চিকিৎসা এবং ব্যবসা ও পেশাগত কাজে ৫ দশমিক ৪ শতাংশ ভারতে যান। গত বছর ২১ লাখ ১৯ হাজার বাংলাদেশি ভারতে যান। চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে (জানুয়ারি-জুন) বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ৪৭ লাখ ৮০ হাজার পর্যটক ভারত ভ্রমণ করেন। তার মধ্যে বাংলাদেশ থেকে সর্বোচ্চ ২১ দশমিক ৫৫ শতাংশ গিয়েছিলেন।

অন্যদিকে ভারতের তুলনায় কম হলেও বাংলাদেশ থেকে থাইল্যান্ডে বছরে এক লাখের বেশি পর্যটক যান। ভারত ও ইউএইর মতো গন্তব্যে ভিসা সীমিত হওয়ায় থাইল্যান্ডে যেতে চাইছেন অনেকে। তবে অনেকে আবেদন করায় ভিসা পেতে এখন ২০-২৫ দিন পর্যন্ত সময় লাগছে। আগে তিন কর্মদিবসের মধ্যে ভিসা মিলত।

ট্যুরিজম অথরিটি অব থাইল্যান্ডের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) ১ লাখ ২ হাজার জন বাংলাদেশি থাইল্যান্ড ভ্রমণ করেন। গত বছরের একই সময়ে দেশটিতে গিয়েছিলেন ১ লাখ ১ হাজার মানুষ। গত বছরের ১২ মাসে দেশটিতে যান ১ লাখ ৪০ হাজার বাংলাদেশি। এর আগের বছর বাংলাদেশ থেকে থাইল্যান্ডে ভ্রমণকারীর সংখ্যা ছিল ৮১ হাজার ১০৬ জন।

ভারত সরকার বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা সীমিত করার পর দেশটির বিভিন্ন গন্তব্য ফ্লাইটের সংখ্যা কমেছে। এ ছাড়া থাইল্যান্ড, দুবাইসহ অন্যান্য গন্তব্যের ফ্লাইটে যাত্রী তুলনামূলক কম হচ্ছে।

জানতে চাইলে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের মহাব্যবস্থাপক কামরুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, 'ভারতে আগে সপ্তাহে ৩২টি ফ্লাইট পরিচালনা করা হলেও এখন আমরা ১২টি পরিচালনা করছি। এসব ফ্লাইটে আসনের বিপরীতে গড়ে ৬০ শতাংশ যাত্রী থাকছেন। ব্যাংককে আমরা প্রতিদিন ফ্লাইট পরিচালনা করছি। তাতে গড়ে ৭৫-৮০ শতাংশ আসনে যাত্রী থাকছেন। তবে ভিসা নিয়মিত থাকলে যাত্রীর সংখ্যা আরও বাড়ত। তবে শীত মৌসুমে ব্যাংককে যাত্রী বাড়বে এমন আভাস মিলছে।'

বিদেশে যাওয়া পর্যটকদের নিয়ে কাজ করে এমন ১২৩ ট্যুর অপারেটরদের সংগঠন দ্য বাংলাদেশ আউটবন্ড ট্যুর অপারেটরস ফোরাম। তাদের তথ্য অনুযায়ী, ট্যুর অপারেটরদের ৮০ শতাংশ ব্যবসা বিদেশে যাওয়া পর্যটকদের কাছ থেকে আসে।

জানতে চাইলে সংগঠনটির সভাপতি চৌধুরী হাসানুজ্জামান *প্রথম আলো*কে বলেন, করোনার পর নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছে পর্যটন খাত। ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ। ভারতসহ বিভিন্ন দেশের ভিসা প্রক্রিয়া কবে নাগাদ স্বাভাবিক হবে, সেটি কেউ বলতে পারছে না। সব মিলিয়ে অনিশ্চিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পর্যটন খাতকে বাঁচিয়ে রাখতে সরকারকে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে বলে মনে করেন তিনি।

নৌপথে পণ্য পরিবহনে বাড়বে খরচ

নতুন নীতিমালা

আমদানিকারকেরা বলছেন, নীতিমালা কার্যকর হলে নৌপথে পণ্য পরিবহনে প্রতিযোগিতামূলক দরের পরিবর্তে বেশি দরে জাহাজ ভাড়া নিতে হবে।

> মুক্তবাজার অর্থনীতিতে পণ্য পরিবহন কোনো সংগঠনের হাতে জিম্মি হতে পারে না। এটি প্রতিযোগিতা আইনের পরিপন্থী।
>
> **আমিরুল হক**, এমডি, প্রিমিয়ার সিমেন্ট

> ভাড়া আগের চেয়ে বেশি হবে না। ভাড়া এমনভাবে নির্ধারণ করা হবে, যাতে জাহাজমালিক ও আমদানিকারকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন না হয়।
>
> **সাঈদ আহমেদ**, সভাপতি, বিসিভোয়া

মাসুদ মিলাদ, *চট্টগ্রাম*

চট্টগ্রাম বন্দর থেকে নারায়ণগঞ্জ নৌপথে প্রতি টন গম পরিবহনে আগে খরচ হতো ৬৬২ টাকা। লাইটার জাহাজ পরিচালনাকারী সংস্থা 'ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেল' থেকে জাহাজ বরাদ্দ নিলে এই ভাড়া দিতে হতো। গত বছরের ডিসেম্বরে সংস্থাটি ভেঙে যাওয়ার পর থেকে আমদানিকারকেরা দর-কষাকষি করে খোলাবাজার থেকে লাইটার জাহাজ ভাড়া নিচ্ছেন। তাতে একই পথে টনপ্রতি ভাড়া ১২০ টাকা কমে ৫৪০ টাকায় নেমেছে। ভোগ্যপণ্য ছাড়া সিমেন্টের কাঁচামাল পরিবহনে এই খরচ সাশ্রয় হচ্ছে আরও বেশি—টনপ্রতি ১৫৪ টাকা।

তবে এখন কম খরচে পণ্য পরিবহনের সুযোগ আর থাকছে না। কারণ, ভেঙে যাওয়া পুরোনো সংস্থাটি আবার নতুন নামে সংগঠিত হচ্ছে। এ জন্য গত ১৫ অক্টোবর নীতিমালা করেছে নৌপরিবহন অধিদপ্তর। নতুন নীতিমালায় পুরোনো সংস্থার নামের আগে বাংলাদেশ যুক্ত করে নতুন নাম দেওয়া হয়েছে 'বাংলাদেশ ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন সেল'।

নতুন নীতিমালায় জাহাজমালিকদের সংগঠনগুলো নিয়ে এই সেল গঠনের কথা বলা হয়েছে। তাদের ছাড়পত্র ছাড়া নদীপথে পণ্য পরিবহনের সুযোগ নেই বলে নীতিমালায় বলা হয়েছে। ভাড়াও দিতে হবে তাদের নির্ধারিত দর অনুযায়ী। দর-কষাকষি করার কোনো সুযোগ নেই। তবে কারখানার নিজস্ব নামে লাইটার জাহাজ থাকলে সেগুলোতে পণ্য পরিবহন করার সুযোগ রাখা হয়েছে।

আমদানিকারকেরা বলছেন, নতুন নীতিমালা বাস্তবায়িত হলে শুধু গম নয়, নৌপথে ভোগ্যপণ্যের মতো শিল্পের কাঁচামাল, সারসহ সব পণ্য পরিবহনে খরচ বাড়তে পারে। সর্বশেষ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বন্দরের বহির্নোঙরে আমদানি করা বড় জাহাজ থেকে ৭ কোটি ১৩ লাখ টন পণ্য লাইটার জাহাজে স্থানান্তর করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় নেওয়া হয়েছে। পণ্যভেদে ও দূরত্বভেদে ভাড়া কমবেশি হয়। নতুন নীতিমালা কার্যকর হলে তাতে টনপ্রতি গড়ে ১২০ টাকা বাড়তি খরচ ধরে আমদানিকারকদের হিসাবে বছরে পণ্য পরিবহন খরচ বাড়তে পারে ৮৫৫ কোটি টাকা। নিজস্ব জাহাজে যে পণ্য পরিবহন হবে, শুধু সেই পরিমাণ পণ্য পরিবহনে অর্থ সাশ্রয় হতে পারে।

নতুন নীতিমালা নিয়ে *প্রথম আলো* দেশীয় ও বহুজাতিক ছয়টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনাকারীদের সঙ্গে কথা বলেছে। তাঁরা বলছেন, পণ্য পরিবহনের জন্য আমরা চাইলে এখন খোলাবাজার থেকে প্রতিযোগিতামূলক দরে ট্রাক ভাড়া করতে পারি, বিশ্ববাজার থেকে বড় জাহাজ ভাড়া করতে পারি। তাহলে শুধু নদীপথে পণ্য পরিবহনের জন্য কেন নির্ধারিত সংস্থা থেকে ভাড়া নিতে হবে, যেখানে দর-কষাকষির সুযোগ থাকবে না।

জানতে চাইলে প্রিমিয়ার সিমেন্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আমিরুল হক *প্রথম আলো*কে বলেন, মুক্তবাজার অর্থনীতিতে পণ্য পরিবহন কোনো সংগঠনের হাতে জিম্মি হতে পারে না। এটি প্রতিযোগিতা আইনের পরিপন্থী। এতে শিল্পের কাঁচামাল ও ভোগ্যপণ্য পরিবহনে যেমন বাড়তি খরচ হবে, তেমনি দ্রুত পণ্য কারখানায় নেওয়ার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা তৈরি হবে।

চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে বড় জাহাজে করে যেসব পণ্য আমদানি হয়, তা ছোট জাহাজের মাধ্যমে নদীপথ ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় নেওয়া হয়। দুই দশক আগে জাহাজমালিকেরা 'ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন সেল' গঠন করে ক্রম অনুযায়ী আমদানিকারকদের জাহাজ বরাদ্দ দিত। তবে কয়েক বছর ধরে এই সংস্থার কর্মকর্তারা নানা অনিয়মে জড়িয়ে পড়েন। আবার আমদানি বেড়ে যাওয়ায় চাহিদা অনুযায়ী জাহাজ বরাদ্দও পাওয়া যেত না। তাতে বড় জাহাজ থেকে পণ্য খালাসে দেরি হওয়ায় বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ক্ষতিপূরণ গুনতে হতো আমদানিকারকদের। আবার সাধারণ জাহাজমালিকদের জাহাজ বরাদ্দ না দিয়ে নেতাদের জাহাজ বেশি বরাদ্দ দেওয়ার অভিযোগও ছিল। অনিয়মের কারণে গত বছরের ডিসেম্বরে জাহাজমালিকদের তিন সংগঠনের দ্বন্দ্বে ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেল ভেঙে যায়। এরপর নতুন নীতিমালা প্রণয়নের জন্য তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারকে চাপ দিতে থাকেন জাহাজমালিকদের নেতৃত্বে থাকা আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীরা। তাঁদের চাপে নৌপরিবহন অধিদপ্তর নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন করে। তবে সিমেন্ট প্রস্তুতকারক সমিতির নেতারা কয়েকটি সভা বয়কট করেন। আমদানিকারকদের আপত্তি সত্ত্বেও সরকারের পটপরিবর্তনের পর গত ১৫ অক্টোবর নীতিমালা প্রণয়ন করে নৌপরিবহন অধিদপ্তর।

নীতিমালা প্রণয়নের পর জাহাজমালিকদের তিন সংগঠনের একটি 'বাংলাদেশ কার্গো ভেসেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন বা বিসিভোয়া'র নেতারা নৌপথে তদারকি শুরু করেছেন। এখনো জাহাজ বরাদ্দ কার্যক্রম শুরু না হলেও তাঁরা ছাড়পত্র ছাড়া জাহাজ চালানো যাবে না বলে জাহাজের মাস্টারদের জানিয়ে দিচ্ছেন। জানতে চাইলে বিসিভোয়ার নবনির্বাচিত সভাপতি সাঈদ আহমেদ *প্রথম আলো*কে বলেন, আগে যেসব অনিয়মের কথা শোনা যেত, এখন সেগুলো হবে না। ভাড়া আগের মতোই থাকবে কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, আগের চেয়ে বেশি হবে না। ভাড়া এমনভাবে নির্ধারণ করা হবে, যাতে জাহাজমালিক ও আমদানিকারকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন না হয়।

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমোডর মোহাম্মদ মাকসুদ আলম *প্রথম আলো*কে বলেন, নৌপথে পণ্য পরিবহনে শৃঙ্খলা আনতে এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। জাহাজমালিক ও আমদানিকারক—কোনো পক্ষই যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে খেয়াল রেখেই এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

ঝালাই স্টিল মিলের লোহার অবকাঠামো তৈরি করছেন শ্রমিকেরা। গতকাল রাজধানীর পোস্তগোলায়। ছবি : দীপু মালাকার

অপরিকল্পিত ঋণের বিশাল দায়

অর্থ বিভাগের চিঠি

তিন মাসে এনবিআরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ছিল ৯৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। এর বিপরীতে আদায় হয়েছে ৭০ হাজার ৯০৩ কোটি টাকা।

- অর্থ বিভাগ বলেছে, প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ প্রতি মাসে বাজেট বরাদ্দ থেকে নিজেদের বেতন-ভাতাটা ঠিকমতো নিচ্ছে। কিন্তু তারা বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন, রাজস্ব সংগ্রহ, ব্যয় এবং বৈদেশিক অনুদান ও ঋণ গ্রহণ—এসব পরিকল্পনা তৈরির কাজটা যথাযথভাবে করছে না।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

সরকারি আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য নেই। রাজস্ব আহরণ ও সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু কোনো পরিকল্পনা না থাকার কারণেই এমন হয়েছে। এতে আর্থিক শৃঙ্খলা যেমন নিশ্চিত করা যাচ্ছে না, তেমনি বছরজুড়ে সরকারকে বিপুল পরিমাণ ঋণ নিতে হয়, যার জন্য বড় অঙ্কের সুদ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা থাকে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ এসব কথা জানিয়ে সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদ সচিবসহ সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিব এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার (পিএসও) ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের উদ্দেশে চিঠি পাঠিয়েছে। অর্থ বিভাগ চিঠিতে সব মন্ত্রণালয় ও দপ্তরকে বাজেট বাস্তবায়নে মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

অর্থ বিভাগ চিঠিতে বলেছে, প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের জন্য যে বাজেট বরাদ্দ থাকছে, তা থেকে প্রতি মাসে নিজেদের বেতন-ভাতাটা তারা ঠিকমতো নিচ্ছে। কিন্তু তারা বাজেটে ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা, রাজস্ব সংগ্রহের পরিকল্পনা, ব্যয় পরিকল্পনা এবং বৈদেশিক অনুদান ও ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা তৈরির কাজটা যথাযথভাবে করছে না।

প্রতিবারের মতো চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটেও কিছু কার্যক্রম ঘোষণা করা হয়েছে। এগুলো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট ও সময়নিষ্ঠ পরিকল্পনা দরকার। আগের বছরগুলোর অভিজ্ঞতা বলছে, মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের বাজেট বাস্তবায়ন অর্থবছরের প্রথমার্ধে ধীরগতিতে চলে। শুরুর দিকে রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রেও চলে ধীরগতি।

অর্থ বিভাগের চিঠির বক্তব্যের সঙ্গে বাস্তবতারও খুব মিল পাওয়া যায়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) হিসাব অনুসারে, গত জুলাই-সেপ্টেম্বর তিন মাসে এনবিআরের মোট রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ছিল ৯৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। এর বিপরীতে সংস্থাটি আদায় হয়েছে ৭০ হাজার ৯০৩ কোটি টাকা। এ সময়ে রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি হয়েছে ২৫ হাজার ৫৯৭ কোটি টাকা।

জানা গেছে, এনবিআর চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) কোনো মাসেই রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। সংস্থাটির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, বর্ষাকালে কাজ খুব একটা হয় না। এ সময়ে রাজস্ব আদায়ও কম হয়। এবার অবশ্য জুলাইয়ে আন্দোলনের কারণে রাজস্ব আদায় কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে।

চিঠিতে অর্থ বিভাগ বলেছে, ইউটিলিটি বা পরিষেবার বিল দেওয়া, নির্মাণ ও পূর্ত কাজ করা, মালামাল কেনা—এসব কাজে সবাই পদক্ষেপ নেয় বছরের শেষ দিকে। এতে সরকারি ব্যয়ের গুণগত মান বজায় রাখা হচ্ছে না। ফলে বছর শেষে সরকারকে অপরিকল্পিত ঋণের দায়ভার নিতে হচ্ছে। অর্থ বিভাগ বলেছে, বেতন-ভাতার জন্য বরাদ্দ সমানভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে রাখা উচিত। এ ক্ষেত্রে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। আর প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে আগের মাসের সব ইউটিলিটি বিল পরিশোধ করতে হবে।

অর্থ বিভাগ অর্থবছরের প্রথম ত্রৈমাসিক থেকেই মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরুর বিষয়ে জোর দিয়েছে। সেই সঙ্গে বলেছে, পরের ত্রৈমাসিকগুলোতে এমনভাবে টাকা বরাদ্দ রাখতে হবে, যাতে ভালোভাবে ঠিকাদারদের বিল পরিশোধ করা যায় এবং শেষ ত্রৈমাসিকে মাত্রাতিরিক্ত বিল পরিশোধের চাপ সৃষ্টি না হয়। পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় পণ্য-সেবা কেনার জন্যও যথাযথ পরিকল্পনা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে চিঠিতে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী বাজেট বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না, তা যাচাইয়ে সব মন্ত্রণালয় ও দপ্তরকে বাজেট বাস্তবায়ন নিয়ে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলের তাগিদ দিয়েছে অর্থ বিভাগ। পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন পাঠাতে হবে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটিতে। এ কমিটি অনুমোদন করলে প্রতিটি প্রান্তিক শেষ হওয়ার এক মাসের মধ্যে প্রতিবেদন যাবে অর্থ বিভাগে।

সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন অনুযায়ী বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব সংগ্রহ এবং ব্যয়ের গতিধারা তিন মাস পরপর পর্যালোচনা করার কথা। পর্যালোচনার ফলাফল ও করণীয়-সম্পর্কিত প্রতিবেদন সংসদের পরের অধিবেশনে উপস্থাপনের কথা অর্থমন্ত্রীর। এখন যেহেতু সংসদ নেই, সেহেতু এ দায়িত্ব অর্থ বিভাগ নিজেই নিয়েছে।

অর্থ বিভাগের সূত্রগুলো জানায়, প্রথম প্রান্তিকের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন পাঠানোর শেষ দিন ছিল গত রোববার; কিন্তু সেদিন পর্যন্ত অনেক মন্ত্রণালয় ও দপ্তর প্রতিবেদন পাঠায়নি।

এস আলমের নিয়োগ দেওয়া ৫৭৯ কর্মকর্তা চাকরিচ্যুত

সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের বিতর্কিত ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এস আলম গ্রুপ নিয়ন্ত্রিত পর্ষদের নিয়োগ দেওয়া ৫৭৯ কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর পুনর্গঠিত ব্যাংকটির পর্ষদ এসব নিয়োগ বাতিল করেছে।

সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের মানবসম্পদ বিভাগ গত বৃহস্পতিবার এসব কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুতির চিঠি দিয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ব্যাংকটির একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, এই কর্মকর্তাদের অধিকাংশ চট্টগ্রামের একটি বিশেষ এলাকার। পরীক্ষা ছাড়াই তাঁদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

এসআইবিএলের ওই কর্মকর্তা আরও জানান, ব্যাংকটিতে বর্তমানে ৪ হাজার ৭০০ কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে প্রায় ২ হাজার চট্টগ্রামের পটিয়া এলাকার। ২০২৪ সালে ব্যাংকটিতে ৫৭৯ জনকে শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এসব নিয়োগে কোনো ধরনের সার্কুলার, পরীক্ষা, সার্টিফিকেট যাচাই-বাছাই করা হয়নি।

জানা যায়, সম্প্রতি ব্যাংকটির এক পর্ষদ সভায় ৫৭৯ কর্মকর্তার নিয়োগ বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়। সেই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গত বৃহস্পতিবার তাঁদের প্রত্যেককে চিঠি দিয়ে চাকরিচ্যুতির কথা জানায় ব্যাংকের মানবসম্পদ বিভাগ। গতকাল শুক্রবার বা ১ নভেম্বর থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকরের কথাও জানানো হয় চিঠিতে।

২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর রাজধানীর ওয়েস্টিন হোটেলে অনুষ্ঠিত বিশেষ এক সভায় চট্টগ্রামভিত্তিক এস আলম গ্রুপ সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ নেয়। আগের দিন রাতে ব্যাংকটির তৎকালীন চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও কোম্পানি সচিবকে তুলে নিয়ে যায় প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থা। দখলের পর এস আলম গ্রুপের পক্ষ থেকে ব্যাংকের চেয়ারম্যান করা হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আনোয়ারুল আজিম আরিফকে।

এসআইবিএলের মালিকানা পরিবর্তনের সময়ই এস আলম গ্রুপ কয়েকজন উদ্যোক্তা ও পরিচালককে বাদ দেয়। এরপর এস আলম গ্রুপ সংশ্লিষ্টরা ব্যাংকটি থেকে নামে-বেনামে বিপুল পরিমাণ অর্থ বের করে নেয়। যে কারণে ব্যাংকটি ইতিমধ্যে আর্থিক সংকটে পড়েছে। এই ব্যাংকে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের পটিয়ার বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রসঙ্গত ব্যাংকটির মালিকানায় থাকা এস আলম গ্রুপের কর্ণধার সাইফুল আলমের (এস আলম) বাড়িও পটিয়ায়।

গত ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ২৫ আগস্ট এসআইবিএলের পর্ষদ বাতিল করে এটিকে এস আলম গ্রুপের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সেই সঙ্গে পুরোনো একজন উদ্যোক্তা শেয়ারধারীকে পরিচালক এবং আরও চারজনকে স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগের মাধ্যমে পর্ষদ পুনর্গঠন করা হয়।

করপোরেট সংবাদ

ব্র্যাক ব্যাংক ও হাইডেলবার্গ ম্যাটেরিয়ালসের চুক্তি

হাইডেলবার্গ ম্যাটেরিয়ালসকে ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট সলিউশন দেবে ব্র্যাক ব্যাংক। এ জন্য দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্প্রতি চুক্তি হয়েছে। হাইডেলবার্গ ম্যাটেরিয়ালস বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক টেরেন্স ওং কিয়ান হক এবং ব্র্যাক ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক তারেক রেফাত উল্লাহ খান এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ সময় হাইডেলবার্গ ম্যাটেরিয়ালসের প্রধান অর্থ কর্মকর্তা জসিম উদ্দিন চৌধুরী, ব্র্যাক ব্যাংকের হেড অব ট্রানজেকশন ব্যাংকিং এ কে এম ফয়সাল হালিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

ব্যাংক এশিয়ার নতুন অ্যাপ চালু

ব্যাংক এশিয়া 'আমার হিসাব-কিতাব' নামে একটি ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি অ্যাপ চালু করেছে। ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জিয়াউল হাসান মোল্লা সম্প্রতি ঢাকার সাভারের মির্জাপুরের গণস্বাস্থ্য পিএইচএতে আয়োজিত এক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অ্যাপটির উদ্বোধন করেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালাটিতে ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, শাখা প্রধান, এজেন্ট, মাইক্রো মার্চেন্ট, মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা এবং তৈরি পোশাকশিল্পের কর্মকর্তারা অংশ নেন। **বিজ্ঞপ্তি**

পুরস্কৃত হলেন ইউনিক হোটেলের সিইও শাখাওয়াত হোসেন

ইউনিক হোটেলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শাখাওয়াত হোসেন 'হোটেলিয়ার অব দ্য ইয়ার ২০২৪' পুরস্কার পেয়েছেন। বাংলাদেশ মনিটরের পক্ষ থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। সম্প্রতি রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুরস্কার তুলে দেন প্যাসিফিক এশিয়া ট্রাভেল অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান পিটার এ সিমোন, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের চেয়ারম্যান আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী ও বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী আবু তাহের মো. জাবের প্রমুখ। **বিজ্ঞপ্তি**

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ জলসিঁড়ি, মিরপুর ডিওএইচএস ও সাভার ডিওএইচএসে রেডি ও নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৯৯১১৪০২০০, ০১৯৯১১৪০২০১। সি-৬০৩৪৫৬

✸ বসুন্ধরায় দক্ষিণমুখী আগাখান ও ভিকারুন্নেছা স্কুল সংলগ্ন এফ, জি ও কে ব্লকে ৩ ও ৪ বেডের নির্মাণাধীন ও রেডি ফ্ল্যাট কিস্তিতে বিক্রয়। ০১৭১৩৫০২৩৯২,০১৭১৩৫০২৫৯৩। মো.বু-৬০৩৮৩৭

✸ শুক্রাবাদে গ্যাস সংযোগসহ ১২৩০ ব.ফু., হস্তান্তর মার্চ ২০২৫ ইং, সোবহানবাগ (তল্লাবাগ)-এ ১৪৯৫ ও ১৫২৫ ব.ফু., মগবাজার (মধুবাগ)-এ ১০০০-১৫০৫ ব.ফু. নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট সুলভ মূল্যে বিক্রয়। ০১৬১৫১২৪৭৯৩, ০১৭১৫১২৪৭৯৩। ডি-৬০৩৯৩৮

✸ মোহাম্মদপুর নবোদয় কনভেনশন হলের পেছনে ২৫ ফুট কর্ণার প্লটে খোলামেলা বিআরবি হোমস নির্মিতব্য বিলাসবহুল ফ্ল্যাট। ০১৮১১৪৮৫৪৭৯, ০১৮১১৪৮৫৪৮০। ডি-৬০৩৪৯৪

✸ আদাবরে ১২৫০ বর্গফুট রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। ০১৭১১৪৫৭৫১৫। ডি-৬০৩৭৪০

✸ বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে ২৫ সোহরাওয়ার্দী এভিনিউ সুনামধন্য ডেভেলপার কর্তৃক নির্মিত ব্রান্ডনিউ সিঙ্গেল ইউনিট ৩৮৪০ বর্গফুট ২ কার পার্কিংসহ তিনটি ফ্ল্যাট জরুরী বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭১৩৯০৯০৪৮, ০১৭১৫১৩৪২৫৬। টিবু-৬০৩৫৭৮

✸ বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে জাতিসংঘ সড়কে মনোরম পরিবেশে তিন বেডের ৪৩৮১ বর্গফুটের আকর্ষণীয় ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ : ০১৮৪৪৬০০৩৫১,০১৮৪৪৬০০৩৫৩। ডি-৬০৩৯৪০

✸ বসুন্ধরা আ/এ ই ব্লকে ১৭০০ ও ২৩০০ বর্গফুটের প্রায় রেডি ২টি ফ্ল্যাট বিশাল ছাড়ে বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৭৫৫-৬০৫০৭১। টিবু-৬০৩৬৮৯

✸ বসুন্ধরা এম ব্লকে ৪০ ফিট এভিনিউ রোডে দক্ষিণ-পশ্চিম কর্নার প্লটে ২২১০ বর্গফুটের সিঙ্গেল ইউনিটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। ০১৭০৪১৭০০৭৭,০১৭০৪১৭০০৭৬। মো.বু-৬০৩৮৩৯

✸ প্রায় রেডি ২৭৬০ বর্গফুটের ১টি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয় হবে। বসুন্ধরা, ব্লক-বি। ০১৯৩৯৯১৯৮০১,০১৯৩৯৯১৯৮০২। সি-৬০৩৬৯০

✸ উত্তরা ১৫ নম্বর সেক্টরে উত্তরা নর্থ মেট্রোরেল স্টেশনের সন্নিকটে কন্ডোমিনিয়াম প্রজেক্টে চার বেডরুমের কয়েকটি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৭১৫৯৪২১১৫। বিকেএন-৬০৩৮২২

✸ ধানমন্ডি ৮/এ সাতমসজিদ রোডের পশ্চিমে নাভানার নির্মিত ১৯৯১ ব.ফু. পার্কিংসহ ৯ তলায় সামনে কর্ণার সাইডে ইন্টেরিয়রকৃত তিতাস গ্যাসসহ ব্যবহৃত ফ্ল্যাট। ০১৭১৯৭৭৩৯৯৩। ডি-৬০৩৯৪২

পাত্রী চাই

✸ ক্যাপ্টেন ডাক্তার বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, মেডিকেল কোর, বাবা সরকারি বিসিএস কর্মকর্তা (২৮-৫-১০˝) পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। মোবা : ০১৭৯১৬৪৮৫৬৭। ডি-৬০৩৯৩২

✸ আমেরিকান গ্রীনকার্ড হোল্ডার, সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার মাইক্রোসফট, বিএসসি সিএসই বুয়েট, পিএইচডি আমেরিকা (৩৪-৫-৮˝) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী। ০১৭৪১৮৭৩৭০৭। ডি-৬০৩৯৩৩

✸ বিবিএ এমবিএ আইবিএ ঢাবি, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে কর্মরত ঢাকায় সেটেল্ড (৩০-৫-৮˝) সুদর্শন পাত্রের জন্য পাত্রী। ০১৭০৮৬৫৭৮৪১। ডি-৬০৩৯৩৪

✸ ডক্টরেট মেলবোর্ন অস্ট্রেলিয়ার সিটিজেন ভার্সিটির লেকচারার সপরিবারে সেটেল্ড (৫-৮-৩২) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। মোবাইল : ০১৭১২-৭৭৯৬২০, alammoudud@gmail.com ডি-৬০৩৯২৫

✸ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্র অস্ট্রেলিয়া হতে গ্র্যাজুয়েশন (আর্কিটেক্ট) (২৮-৫-১১˝) নিজ কোম্পানির ডিরেক্টর পাত্রের পাত্রী চাই। মোবা : ০১৬১৮-৮৭০৬৮৪/০১৯৭০-৫০৪৫০৪। ডি-৬০৩৯২৬

✸ মিশিগান, ভার্জিনিয়া, আটলান্টা, নিউইয়ার্ক টেক্সাস ক্যালিফোর্নিয়া বোস্টন ফ্লোরিডা, ডালাস ও ওয়াশিংটনে বসবাসরত উচ্চশিক্ষিত পাত্রদের লগন, গুলশান-১। ০১৭১৫২৫৯৭৮৭, ০১৭১০০৮৪০০৯। ডি-৬০৩৮৯৭

✸ কানাডার মন্টিয়াল অটোয়া টরেন্টো, ভ্যানকুভার ও অস্ট্রেলিয়ার সিডনি মেলবোর্ন ক্যানবেরা ও পার্থে বসবাসরত উচ্চশিক্ষিত পাত্রদের লগন, গুলশান-১। ০১৭১৫২৫৯৭৮৭, ০১৭১০০৮৪০০৯। ডি-৬০৩৮৯৮

✸ ঢাকায় বসবাসরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রদের জন্য উচ্চশিক্ষিতা ধার্মিক পাত্রী চাই। (৬-০˝+৩৪) বারএটল (ইউকে) ও পাত্র (৬-২˝+৩০) এমবিএ (ইউএসএ)। যোগাযোগ : ০১৭১১৬৪০২৭৭; E-mail :kabirrn@fargroupbd.com টিবু-৬০৩৬১৭

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ মিরপুর-২এ চেতনা মডেল একাডেমী স্কুলের সন্নিকটে ১৪৬২ বর্গফুটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৮১৯৫০১৬৪৬, ০১৭১৭৬৮৪৩৯৩। এসবি-৬০৩৯১৯

✸ উত্তরা-১৫নং সেক্টরে মেট্রোরেল সেন্টার স্টেশনের সন্নিকটে ১৬৯৭ বর্গফুটের সিঙ্গেল ইউনিটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। # ০১৭১৬-৪৫৯৪৫৮, ০১৬১৬-০২৫১৩৪। এসবি-৬০৩৯১৮

✸ কলাবাগান, পান্থপথ, পূর্ব রাজাবাজার, খিলক্ষেতে অবস্থিত নির্মাণাধীন ১৩০০-২৪০০ বর্গফুটের কিছু সংখ্যক ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। মোবা : ০১৭১১-২১৮৪৪১, ০১৭১১-২১৮৪১৫। ডি-৬০৩৯০৭

✸ ধানমন্ডি ৫নং সড়কে ২৩২৮, ৩০০০ বর্গফুট এবং ১২ এ সড়কে ২২০০, ৪৪০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৮৪৪৬০০৩৫৩; ০১৮৪৪৬০০৩৫১। ডি-৬০৩৯৪১

✸ ধানমন্ডি ২৮নং (পুরাতন) রোডে ২৮৫০ বর্গফুট পার্কিংসহ ৬ তলা ভবনের ৩য় তলার সামনে ৪ বেডের সম্পূর্ণ রেনোভেশন ও ইন্টেরিয়রকৃত ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭১৪৮৫৫১১০। ডি-৬০৩৯৪৩

✸ উত্তরা ৬নং সেক্টরের পূর্ব পাশে ফায়দাবাদ চৌরাস্তা ৩০ ফিট রোডের সাথে দুটি লিফট, নিজস্ব পানির পাম্প ১২৮২ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট প্রতি বর্গফুট ৩৫০০/-। ০১৭৭০২২৬৬৯৯। ডি-৬০৩৯২৯

✸ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় মালিবাগ মেইন রোডের সন্নিকটে পশ্চিম হাজীপাড়ায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ড্রইং-ডাইনিংসহ ১২৫৫-১২৭৫ বর্গফুট। মোবাইল : ০১৭০৩-৪৬২৭২৮, ০১৭০৩-৪৬২৮১২। ডি-৬০৩৯০৯

✸ মিরপুর কাজীপাড়া কেন্দ্রীয় মসজিদের সাথে মেইনরোড হইতে ১ প্লট ভিতরে কাজীপাড়া মেট্রোরেলের স্টেশনের সাথে রেডি ১১৫৫, ১৩৪০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট। ০১৭৭০২২৬৬৯৯। ডি-৬০৩৯৩০

✸ তাজমহল রোড মোহাম্মদপুরে ১৬০০ বর্গফুটের ৩ বেডের লাক্সারিয়াস ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। রিহ্যাব মেম্বার। ০১৭৮৮৩২৭৯২৮। মিবু-৬০৩৯২১

✸ ধানমন্ডি কেয়ারিপ্লাজার পাশে ১৯২০ বর্গফুটের ৩ বেডের সুইমিংপুলসহ লাক্সারিয়াস ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। রিহ্যাব মেম্বার। # ০১৭৮৮৩২৭৯২৮। মিবু-৬০৩৯২২

✸ বসুন্ধরা আ/এ জি-ব্লকে রেডি ১৪১৫, এল ব্লকে সেমি রেডি ১৬৩৫ ও নির্মাণাধীন ১৬৩৫ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৭১১৬৮৫৪১১। মিবু-৬০৩৯২৩

✸ উত্তরায় ১৬৭০, সাভার ডিওএইচএস ১৩৯০ ও গেন্ডারিয়ায় ৭/৯৬৫ বর্গফুট রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭২৪-০৭৯৭৯৬,০১৭৩৪-২০৯৯৯৮। ডি-৬০৩৯০৮

✸ ধানমন্ডি আ/এ অবস্থিত রাজউক নির্মিত ব্রান্ডনিউ ২৬২৯ বর্গফুটের রেডি এ্যাপার্টমেন্ট কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সুবিধাসহ জরুরী ভিত্তিতে বিক্রয় হবে। ০১৭৯৫-৪৩৪১৩৪। ডি-৬০৩৯০৫

পাত্রী চাই

✸ বিসিএস ডাক্তার (৩২-৫-৭˝) বুয়েট পিডিবি (৩১-৫-৭˝) আর্মির ক্যাপ্টেন (২৮-৫-৭˝) অস্ট্রেলিয়ার ইঞ্জিনিয়ার (২৯-৫-১১˝) পাত্রদের। নাহার আপা-মহাখালী-ডিওএইচএস # ০১৭২০-৮২০৬১৮। ডি-৬০৩৯৫৫

✸ বাবা প্রফেসর এমবিবিএস ঢাকা মেডিকেল (বিসিএস) এমডি, আইএএলপি কোর্স কমপ্লিট, এমফিল ইংল্যান্ড পোস্টিং ঢাকা মেডিকেল (৩৮+৫-৮˝) ডিভোর্স পাত্রের # ০১৯৩৯-৫০০৭০৯। ডি-৬০৩৯৫৬

✸ বিসিএস ডাক্তার (৩০-৫-৮˝) ম্যাজিস্ট্রেট (৩১-৫-৯˝) বাংলাদেশ ব্যাংক (৩৪-৫-১০˝) পিডব্লিউডি (৩২-৫-৯˝) কাস্টমস (৩০-৫-৮˝) সুদর্শন পাত্রের ম্যাট্রিমনি বাংলাদেশ হোম সার্ভিস। ০১৮৯৬২২৪৫৬৫। ডি-৬০৩৯৪৮

✸ বিবিএ এমবিএ ঢাকা ইউনিভার্সিটি ৩৮তম বিসিএস রেলওয়েতে কর্মরত সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত পরিবার (৩৩-৫-৯˝) ঢাকায় বসবাসরত সুদর্শন পাত্রের # ০১৮৯৬২২৪৫৫৮। ডি-৬০৩৯৫০

✸ সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, বিএসসি সিএসই-কুয়েট (৩৪-৫-১০˝) উচ্চশিক্ষিত পরিবারের, ঢাকায় বসবাসরত সুদর্শন পাত্রের পাত্রী। ০১৮৯৬২২৪৫৬৭। ডি-৬০৩৯৫২

পাত্র চাই

✸ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা ও/এ লেভেল কানাডা ও লন্ডন হতে গ্র্যাজুয়েশন (৩৪-৫-৭) পাত্রীর পাত্র চাই। মোবাইল : ০১৬১৮-৮৭১০০৩/ ০১৯৯২-৪৩৩৩২৮। ডি-৬০৩৯২৭

✸ অভিজাত এলাকায় সেটেল্ড, শিল্পপতি পরিবারের ২৪ থেকে ৩০ বছর বয়সের বেশ কয়েকজন সুন্দরী পাত্রীর সন্ধান রয়েছে। 'বিবাহ বন্ধন'। ০১৭০৬৩১৯৩৩৩। ডি-৬০৩৯৩৫

✸ অভিজাত এলাকায় বসবাসরত ডাক্তার পিতা-মাতার এমবিবিএস প্লাব-২ সুন্দরী (৫-৪˝+২৬) ডাক্তার পাত্রীর পাত্র চাই। অভিভাবক যোগাযোগ করুন # ০১৭৩২-২১৩০৫১। ডি-৬০৩৯৫৪

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ আফতাবনগর প্রধান রাস্তা সংলগ্ন এবং ইষ্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে চমৎকার লোকেশনে অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধায় নির্মাণাধীন এবং খোলামেলা প্রজেক্টে ৩ বেড, ৩ বাথ, ড্রয়িং-ডাইনিং ও কিচেনসহ ফ্ল্যাট বিক্রয়। সাইজ : ১২৫০, ২৫০০ বর্গফুট। যোগাযোগ : ০১৭৬২৬৮৫১২৩, ০১৭৬২৬৮৫১২৪। সি-৬০৩৬৯১

✸ মগবাজার মোড়ের কাছে টঙ্গী ডাইভারশন রোডের সাথে ১৪৫৭ এবং ১৪২৭ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৪৮৫১৭৪৪৪, ০১৭৪১২২০০৯১। ডি-৬০৩৯২৪

✸ দক্ষিণ বাড্ডায় লিংক রোডে বৈশাখী সরণী গেইট সংলগ্ন প্রজেক্টে, ১১৯৫ ব.ফু. রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। ০১৬৭৪-৩৫০৪৭০,০১৭১৬-৩০৫৬১৪। ডি-৬০৩৯০৩

✸ আদাবর মনসুরাবাদ আ/এ ১৭৫০ ব.ফু. কর্ণার প্লটে বিলাসবহুল ফ্ল্যাট (১০০% রেডি)। মোহাম্মদপুর চন্দ্রিমা হাউজিংয়ে দক্ষিণমুখী ১৯৫০ ব.ফু. নির্মানাধীন ফ্ল্যাট। ০১৭১৬-৫০২৬৬১,০১৭৪৫-০৮০৫১২। ডি-৬০৩৯১২

✸ বসুন্ধরায় কে ব্লকে নির্মাণাধীন বিল্ডিং-এ ২১০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা : ০১৭০০-৭৭০০০৬। ডি-৬০৩৯০০

✸ আকর্ষনীয় মূল্যে বসুন্ধরা, জলসিঁড়ি, মোহাম্মদপুর, পূর্বাচল, কারওয়ান বাজার, মহাখালী, ময়নারটেক, আশকোনা, বাড্ডাসহ অন্যান্য এলাকায় ফ্ল্যাট/জমি/বাড়ী ক্রয়/বিক্রয়। ফাইন হোমস লি.। ০১৭০৬৩১৪১০১, ০১৭০৬৩১৪১০৫। ডি-৬০৩৯১৩

✸ আফতাবনগরে ই ব্লকে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের বিপরীতে নির্মাণাধীন বিল্ডিং-এ ১৪৫০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা : ০১৭০০-৭৭০০০৫। ডি-৬০৩৯০১

✸ জলসিঁড়িতে (৪০˝-১০০˝ রাস্তা) নির্মাণাধীন প্রকল্পে সেক্টর-১৩, ১৭তে ২৭৫০ ও ২৮০০ বর্গফুট এর ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। ০১৩২৯৭১১৫৪০। সি-৬০৩৬৯৭

✸ উত্তরা ১৭নং সেক্টরে, মেট্রোরেল স্টেশন-২ সংলগ্ন ১৮৭৬ বর্গফুটের ৩ বেড ড্রয়িং ডাইনিংসহ সিঙ্গেল ইউনিট ফ্ল্যাট। ০১৮৯৬২৬২৫৮৩, ০১৮৯৬২৬২৫৮৪। সি-৬০৩৭৯৪

পাত্র-পাত্রী চাই

✸ সুপ্রতিষ্ঠিত বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ডাক্তার, পররাষ্ট্র, ম্যাজিস্ট্রেট, শিল্পপতি, সিটিজেনশীপ, হিন্দু সম্প্রদায়সহ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। তামান্না আপা-হোম সার্ভিস # ০১৭৮৭৫১১৭১৭, tamannamediaonline@gmail.com ডি-৬০৩৯২৮

✸ দীর্ঘ ১৫ বছর পাত্র-পাত্রী ম্যাচমেকিং-এর ক্ষেত্রে আস্থা, নিষ্ঠা, সততার মাধ্যমে অভিজাত উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত এবং পারিবারিক ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রেখে কাজ করছে "ম্যারেজ সল্যুশন বিডি" "দৃষ্টিভঙ্গি বদলান/জীবন বদলে যাবে"# মোবাইল : ০১৭৪৫-৫৭৩৩৪৯/০১৬১৮-৮৭০৬৮৫। সি-৬০৩৮৭২

✸ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ক্যাডারসহ সকল ধরনের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ম্যাট্রিমনি-বাংলদেশ-উত্তরা-হোম সার্ভিস। মোবাইল : ০১৩১৫১৩১৩৫৭। ডি-৬০৩৯৫৩

এম্ব্রয়ডারীমেশিন বিক্রয় হইবে

1. SWF/UA-WD ৯২০-৫৫, ৯ কালার ২০ হেড, হেড টু হেড ৩০ সেমি, মেশিনের সংখ্যা ০২
2. SWF/SB-WD৯২০-৫৫, ৯ রঙ ২০ হেড, হেড টু হেড ৩০ সেমি, মেশিনের সংখ্যা ০২
3. SWF/UA-SERISE, ৬ রঙ ২০ হেড, হেড টু হেড ৩০ সেমি, মেশিনের সংখ্যা ০১
4. SWF/SB-SERISE, ৯ রঙ ৬ হেড, হেড টু হেড ৩০ সেমি, মেশিনের সংখ্যা ০১
5. SEF/UA-SERISE, ৯ রঙ ২০ হেড, হেড টু হেড ৩০ সেমি, মেশিনের সংখ্যা ০২
6. SEF/UA-SERISE, ৯ রঙ ৬ হেড, Sample , মেশিনের সংখ্যা ০১

যোগাযোগ: ০১৭১১৫৬১৯০৫ , / ০১৭৪২৫০৮৮৪৩

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ ইষ্টার্ন হাউজিং বনশ্রী জি ব্লকে মেইন রোডের সন্নিকটে ১২৪১ ও ১২৭৪ বর্গফুটের ৩ বেড ড্রয়িং ডাইনিংসহ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। # ০১৭৯৩৩৩৯২২২। সি-৬০৩৮০৩

✸ ইষ্টার্ন হাউজিং আফতাবনগর এফ ও এইচ-ব্লকে ১৬৮০ ও ১৩৪৮ বর্গফুটের ৪/৩ বেড ড্রয়িং ডাইনিংসহ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৮৯৬২৬২৫৮৩, ০১৮৯৬২৬২৫৮৪। সি-৬০৩৮০৫

✸ মোহাম্মদপুর শাহজালাল হাউজিং-এ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের পিছনে নির্মাণাধীন বিল্ডিং-এ ১৪৩৫-১৫২০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭০০-৭৭০০০৬। ডি-৬০৩৯০২

✸ বসুন্ধরা এফ ব্লক রানিয়া এভিনিউতে ১৮৫০ বর্গফুটের দক্ষিণমুখী নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। ০১৭০৪১৭০০৭৮, ০১৭০৪১৭০০৭৭। মো.বু-৬০৩৮৪০

✸ মোহাম্মাদপুর বসিলায় নিরিবিলি পরিবেশে ১১২০-১৫২০ ব.ফু. দক্ষিণমুখী রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। ০১৮১০০৩২৫১৪, ০১৮১০০৩২৫১৩। মো.বু-৬০৩৮৪১

✸ শ্যামলী রিং রোড সংলগ্ন মোহাম্মাদপুর ও আদাবরে নিরিবিলি পরিবেশে ৮৯০-১৮২০ ব.ফু. দক্ষিণমুখী প্রায় রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮১০০৩২৫১৫, ০১৮১০০৩২৫১০। মো.বু-৬০৩৮৪২

✸ মোহাম্মদপুরে এখনই বসবাসযোগ্য দক্ষিণমুখী ১৪৪৩, ১৩৮৫ ও ১৩৩৮ বর্গফুটের সম্পূর্ণ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭৩০০১৯৭৫০। ডি-৬০৩৯৪৭

বিবিধ বিক্রয়

✸ **বাগান বাড়ি :** বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এন-ব্লকে ৬০ ফিট রাস্তার পাশে দক্ষিণমুখী ১০ কাঠা ভিআইপি প্লট বাগানবাড়িসহ বিক্রয় হবে। মোবাইল : ০১৭৬৩৮২৬৯৪২,০১৭০৮৪২২৩৯৬। ডি-৬০৩৯১৫

✸ **বাড়ি :** পূর্ব শেওড়াপাড়া জামতলা পানির পাম্পের সাথে ৩ কাঠা জায়গার উপর তিনতলা বাড়ী তিনটি দোকান আছে এবং মাদ্রাসা ভাড়া দেওয়া আছে বর্তমানে ভাড়া আছে ১,৫০,০০০/- মালিকানা পরিবর্তন হইলে ২,০০,০০০/- বেশি ভাড়া আসবে-প্রকৃত ক্রেতাগন যোগাযোগ করিবেন। ০১৭৭০২২৬৬৯৯। ডি-৬০৩৯৩১

✸ **কমার্শিয়াল স্পেস :** ঢাকার মহাখালীতে ৩৪৬০ বর্গফুট রেডি কমার্শিয়াল স্পেস বিক্রয়/ভাড়া চলছে। ০১৭১১৪৫৭৫১৫। ডি-৬০৩৭৩৯

ভাড়া হবে

✸ **আবাসিক হোটেল :** বিজয়নগরে অবস্থিত ৭৬টি রুম সম্বলিত লিফট, জেনারেটর ও কার পার্কিংসহ ১টি স্বনামধন্য আধুনিক মানের আবাসিক হোটেল ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ০১৭১১৫৪৮৮৩৩, ০১৭১১৬৪০২৭৭। টিবু-৬০৩৬১০

✸ **স্পেস :** কলাবাগান বাসস্ট্যান্ডে চালু 'আজিজ খন্দকার সুপার মার্কেটে' ৩য় তলায় ৯০০ ব.ফুট ৪র্থ-৭ম তলায় ২০০ ব.ফুট থেকে ৮০০০ ব.ফুট প্রতি ফ্লোরে ভাড়া হবে। হাসপাতাল, আবাসিক হোটেল, চাইনিজ, স্নাকস, টেইলারিং, মোবাইল, কাপড়ের দোকান ভাড়া দেয়া হচ্ছে। আজিজ খন্দকার টাওয়ার, ১১৯ লেক সার্কাস কলাবাগান। ০১৯৭১৫২৪১৬৪, ০১৯৫৬৬৬০৪১৪। ডি-৬০৩৯৪৯

গাড়ী বিক্রয়

প্রায় নতুন অবস্থায় একটি Nissan X-Trail মডেলের গাড়ী বিক্রয় হবে। ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি ২০০০সিসি, রেজিস্ট্রেশন-২০২০, কালার পার্ল, তৈরী-২০১৮, কিলো মাইলেজ-৮৪৭৯২। **যোগাযোগের ঠিকানা- সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি বাংলাদেশ লিমিটেড, ডিএসই টাওয়ার (লেভেল-৫), প্লট#৪৬, রোড#২১, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯। ফোন: ০৯৬৭৮-৩৬৪৩৬৪**

প্লট বিক্রয়

✸ বারিধারা বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পে এম-ব্লকে ৪ কাঠা প্লট জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয় হবে। সম্মানিত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করবেন। যোগাযোগ : ০১৬১০৬০০০৭০। ডি-৬০৩৭৫৫

✸ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এখনই বাড়ি করার উপযোগী এন-ব্লকে চমৎকার লোকেশনে ৪ কাঠার দক্ষিণমুখী একটি রেডি প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৭৩৮৯৯৯১১১। সি-৬০৩৭৯৭

✸ পূর্বাচল ২৭নং সেক্টরের সাথে বালি ভরাট চলমান, কাঠা প্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ২.৭৫ লক্ষ টাকা। মোবা : ০১৮৯৭-৬২৩৯৬২। টিবু-৬০৩৬৬৪

✸ সাভার ডিওএইচএস প্লট-৫১, রোড-২, উত্তরমুখী ৫ কাঠার প্লটটি বিক্রয় হইবে। শুধুমাত্র সামর্থ্যবান এবং প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন : ০১৭৩৩৫৬৬৯৬৭। aaintnl2050@gmail.com ডি-৬০৩৭৩৫

✸ বসুন্ধরা আবাসিকে এল-ব্লকে-৩, ৪ কাঠা ও পি-ব্লকে ৩ কাঠা দক্ষিণমুখী প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৯১৯৪৯১৪৩৫। যাবু-৬০৩৯৪৪

✸ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এম-ব্লকে ১০ কাঠার দক্ষিণমুখী প্লট বিক্রয় হবে। # ০১৭১৭৮০০৭৯৯। যাবু-৬০৩৯৪৫

✸ রাজউক পূর্বাচলে ২৫নং সেক্টরে রোড ১২০, ৭৫ ফিট রোডের সাথে ১০ কাঠার বাগান করা ৭ ফিট বাউন্ডারীকৃত প্লট বিক্রয়। সরাসরি মালিক # ০১৭১০১৩৯৬৭৪। যাবু-৬০৩৯৪৬

জমি বিক্রয়

✸ গজারিয়া ভবেরচর ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সাথে ফ্যাক্টরীসহ ৪৭০ শতক জমি বিক্রয় করা হবে। ০১৩২৯৭২৯৪৩৪,০১৩২১২১২৯৯১। ডি-৬০৩৯০৬

প্লট বিক্রয়

✸ ঢাকা-আরিচা (আমিনবাজার) মহাসড়ক টু মাওয়া বাইপাস রোডে কিস্তি সুবিধাসহ প্লট বুকিং চলছে। বিস্তারিত : ০১৭০০-৭৬৯৮০৩। ডি-৬০৩৯০৪

✸ ৩০০˝ পূর্বাচল/১২০˝ মাদানী এভিনিউ/আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ির সাথে বাউন্ডারীকৃত রেডি প্লট কাঠা ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। মোবা : ০১৭৫৫-৬৩৫১১৫। ডি-৬০৩৮৯৬

✸ জলসিঁড়িতে ৪ নাম্বার সেক্টরে ১৩০ ফিট ও ৪০ ফিট রোডে মাদানী এভিনিউতে ৫ কাঠা একটি প্লট বিক্রয় হবে। মোবা : ০১৭৬৩৮২৬৯৪২, ০১৭০৮৪২২৩৯৬। ডি-৬০৩৯১৪

✸ রাজউক পূর্বাচলে ৮নং সেক্টরে ৫ কাঠা প্লট বিক্রয় করব। সম্মানিত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন : ০১৭১৮০০৯১৪৬। ডি-৬০৩৯১০

✸ বসুন্ধরা ঢাকা, রাজউক প্ল্যান পাস করা, আই-ব্লক ৮ কাঠা # এল-ব্লক ৫ কাঠা কর্নার # এম-ব্লক ৮ কাঠা # এন এক্স ১০ কাঠা কর্নার। মোবাইল : ০১৭২৭৫২৫৫৮৫। ডি-৬০৩৯১১

✸ বারিধারা বসুন্ধরায় এল-ব্লকে ৩০০ ফিট রোডের সন্নিকটে ৫ কাঠার আকর্ষণীয় বাউন্ডারীকৃত প্লট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৯১০০০৬৪৬৪, ০১৬৭৭৭১৪৩১২। মহাবু-৬০৩৮৯৯

✸ আর্মি হাউজিং (জলসিঁড়ি) গা ঘেঁষেই ১০০% রেডি প্লট, এখনই বাড়ি করে বসবাস করুন। কাঠা ৫ লক্ষ। মোবাইল : ০১৮৯৪৯৩৯২৩৪। সি-৬০৩৬৯৩

✸ ঢাকা-মাওয়া ৪০০˝ ফিট এক্সপ্রেসওয়ে-সংলগ্ন, বাউন্ডারিকৃত রেডি প্লট কমমূল্যে বিক্রয় চলছে। মোবাইল : ০১৩২৯৭১১৫৪৫। ডি-৬০৩৬৯৫

জমি বিক্রয়

এখনই বিনিয়োগের সঠিক সময়

মোহাম্মদপুর- বসিলা রোড সংলগ্ন

একক / শেয়ারে রেডি জমি কিনুন এবং এখনই আবাসিক ও বানিজ্যিক ভবন নির্মান করুন। ২০˝,৩০˝ ও ১০০˝ রোডের সাথে ৫,১০,২০,৪০,৬০ ও তদুর্দ্ধ কাঠার জমি বিক্রয়।

যোগাযোগ ঃ 01708149978,01708149979

LAND FOR SALE ON GULSHAN AVENUE (NORTH)

- 11 (ELEVEN) KATTHAS, 1 CHATTAK, 30 SQ.FT
- CONVERTIBLE FOR COMMERCIAL USE FROM RAJUK
- TWO STORIED BUILDING
- NO ENCUMBRANCES OR BANK LOAN, CLEAN TITLE
- ALL RAJUK AND LAND TAX PAPERS UP TO DATE
- ONLY GENUINE BUYERS (NO BROKERS)

PLEASE CONTACT FOR APPOINTMENT: 02-55052011, 01721-802009

রূপালী ব্যাংক পিএলসি
RUPALI BANK PLC
উত্তম সেবার নিশ্চয়তা

Email: br-4911@rupalibank.org | বাড়েরা বাজার শাখা | Mobile-01810684814

বন্ধকী সম্পত্তি নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

(অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ১২(৩) ধারা মোতাবেক)

এতদ্বারা সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, রূপালী ব্যাংক পিএলসি, বাড়েরা বাজার শাখা, কুমিল্লা এর খেলাপি ঋণ গ্রহীতা মেসার্স বিসমিল্লাহ এন্টারপ্রাইজ, প্রোপ্রাইটর-মোঃ সাইফুল ইসলাম, পিতা-মোঃ আচমত আলী, মাতা-মোসাঃ আয়েশা খাতুন। ব্যবসায়িক ঠিকানা : মহিচাইল, চান্দিনা, কুমিল্লা। মোঃ সাইফুল ইসলাম, পিতা-মোঃ আচমত আলী, মাতা-মোসাঃ আয়েশা খাতুন। স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা : ছাতাড্ডা, চান্দিনা, কুমিল্লা এর নিকট হইতে গত ৩০/০৯/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সুদসহ সমুদয় পাওনা টাকা ৩২,২৩,২৯০/৫৩ (বত্রিশ লক্ষ তেইশ হাজার দুইশত নব্বই টাকা পয়সা তিপান্ন মাত্র) আদায়কালতক সুদ ও অন্যান্য খরচসহ আদায়ের নিমিত্তে ব্যাংকের অনুকূলে প্রদত্ত বন্ধক দাতার নিম্ন তফসিলভুক্ত সম্পত্তি নিলাম বিক্রয়ের জন্য আগ্রহী ক্রেতাদের নিকট হইতে নিম্ন বর্ণিত শর্তাবলীতে সীলমোহরকৃত দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে।

সম্পত্তির তফসিল

জেলা-কুমিল্লা, থানা-চান্দিনা, মৌজা-ছাতাড্ডা, জেএল নং-সাবেক ৪৩ হালে ৪৩, সিএস খতিয়ান নং-১১, আরএস খতিয়ান নং-০৫, বিএস খতিয়ান নং-৩২৭, জমা খারিজ খতিয়ান নং-৭২১, সিএস/আরএস দাগ নং-৬৪০, বিএস দাগ নং-১১০৫। মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২৩ (তেইশ) শতক ভূমি ও তদস্থিত স্থাপনাদিসহ।

শর্তাবলী

০১. আগামী ১৭/১১/২০২৪ ইং তারিখে বেলা ০৪.০০ ঘটিকার মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে রূপালী ব্যাংক পিএলসি, বাড়েরা বাজার শাখা, কুমিল্লা রক্ষিত বাক্সে দরপত্র সরাসরি অথবা রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিতে হবে এবং ঐদিন বেলা ০৪.০০ ঘটিকায় দরপত্র দরদাতাদের সামনে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র খোলা হবে।

০২. দরপত্রে দরদাতার পূর্ণ নাম, পিতা/স্বামীর নাম, পূর্ণাঙ্গ স্থায়ী ও অস্থায়ী ঠিকানা উল্লেখ করিতে হইবে (মোবাইল নম্বরসহ)

০৩. প্রত্যেক দরদাতা উদ্ধৃতদর অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) লক্ষ টাকা হলে উহার ২০%, উদ্ধৃত দর ১০ (দশ) লক্ষ টাকার অধিক এবং অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা হলে উহার ১৫% এর সমপরিমাণ টাকার জামানত স্বরূপ ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার এর মাধ্যমে রূপালী ব্যাংক পিএলসি., বাড়েরা বাজার শাখা, কুমিল্লা এর অনুকূলে দরপত্রের সাথে দাখিল করিতে হইবে।

০৪. অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) লক্ষ টাকা উদ্ধৃত দর গৃহীত হবার ৩০ দিবসের মধ্যে, ১০ (দশ) লক্ষ টাকার অধিক এবং অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা হলে উদ্ধৃতদর গৃহীত হবার পরবর্তী ৬০ দিবসের মধ্যে দরদাতা সমুদয় মূল্য পরিশোধ করবেন এবং তা করতে ব্যর্থ হলে জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত বলে গণ্য হবে।

০৫. উপরোক্ত অনুচ্ছেদ নং ০৪ এর অধীনে সর্বোচ্চ জামানত বাজেয়াপ্ত হলে বাজেয়াপ্তকৃত অর্থ এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতার দরপত্রের মূল্য সর্বসাকুল্য সর্বোচ্চ দরদাতার উদ্ধৃত মূল্য অপেক্ষা বেশী হলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পত্তি নিলামে খরিদ করতে আহ্বান করা হবে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা আহুত হবার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করবেন এবং করিতে ব্যর্থ হলে তার জামানত বাজেয়াপ্ত হবে এবং জামানতের উক্ত অর্থ দাবিকৃত টাকার সহিত সমন্বয় করা হবে।

০৬. কর্তৃপক্ষ যে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। অকৃতকার্য দরপত্রের জামানত যথাসময়ে ফেরত দেওয়া হইবে।

০৭. কর্তৃপক্ষ দরপত্র দাতাকে শর্তপালন সাপেক্ষে বন্ধকী সম্পত্তি প্রয়োজনে অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ধারা-১২ উপধারা-৫ ও ৫(ক) অনুসারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা তাহার মনোনীত প্রথম শ্রেণীর কোন ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে ক্রেতার অনুকূলে দখল হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

০৮. কর্তৃপক্ষ দরপত্র দাতাকে (ক্রেতা) রেজিস্ট্রেশন খরচ স্ট্যাম্প ডিউটি, অন্যান্য শুল্ক (যদি থাকে) এবং দলিল নিবন্ধন সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ বহন করিতে হইবে।

০৯. বর্ণিত তফসিলভুক্ত সম্পত্তির উপর কোন সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের যথা পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, পিডিবি, পল্লীবিদ্যুৎ, গ্যাস সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, ভূমি কর ইত্যাদিসহ যেকোন পাওনা বা দাবি থাকিলে তাহা পরিশোধের কোন দায়-দায়িত্ব অত্র ব্যাংকের উপর বর্তাইবে না।

১০. নিলামে অংশগ্রহণকারী ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ বিস্তারিত তথ্য অবগত হইবার জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত অফিস চলাকালীন সময়ে যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

রূপালী ব্যাংক পিএলসি এর পক্ষে

ব্যবস্থাপক
বাড়েরা বাজার শাখা, কুমিল্লা

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি
এস্টাব্লিসমেন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

অত্র ব্যাংকের ক্রয়সূত্রে মালিকানাধীন কম/বেশী ২০৯ শতাংশ স্থাবর সম্পত্তি

বিক্রয়ের নিলাম বিজ্ঞপ্তি

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নম্বর-এস্টেট/ফা-২৩/৯৮১/২০২৪ — তারিখ : ২৯/১০/২০২৪

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি এর রাজশাহী সার্কেলাধীন বগুড়া অঞ্চলের শাজাহানপুর উপজেলার বেতগাড়ীতে অবস্থিত অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি এর ক্রয়সূত্রে মালিকানাধীন ২৮৮ শতাংশের মধ্যে একত্রে কম/বেশী ২০৯ শতাংশ তফসিল বর্ণিত উন্মুক্ত জমি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তক্রমে বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ক্রেতাগণের নিকট হতে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলীতে বিক্রয় দরপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে।

শর্তাবলী

১) ক) প্রতি সেট দরপত্র সিডিউল অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি এর যে কোন শাখা কর্তৃক ইস্যুকৃত অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি এর অনুকূলে ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা মূল্য মানের পে-অর্ডার প্রদান করে (অফেরতযোগ্য) এস্টাব্লিসমেন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন হতে অফিস চলাকালীন সময়ে ২৮/১১/২০২৪ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করা যাবে।
খ) ৩০/১১/২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.০০ ঘটিকার মধ্যে এস্টাব্লিসমেন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনে রক্ষিত বাক্সে দরপত্র ফেলতে হবে। প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ নির্ধারিত ৩০/১১/২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.১৫ ঘটিকায় দরপত্র কমিটি কর্তৃক দরপত্রদাতাদের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) উপ-মহাব্যবস্থাপক (ইএন্ডইডি) এর দপ্তর কক্ষে (৭ম তলা) খোলা হবে। উক্ত তারিখ ছুটি কিংবা অন্য কোন কারণে কার্যালয় বন্ধ থাকলে পরবর্তী কর্মদিবসে দরপত্র বাক্স খোলা হবে।

২) দরপত্র দাখিল করবার সময় প্রযোজ্য জামানত এবং অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধের সময়সীমা নিম্নোক্ত ছকে দেওয়া হলো :

জামানত	অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধের সময়সীমা
ক) প্রদত্ত উদ্ধৃত দর ১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দরপত্র মূল্যের ২০% হারে।	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে।
খ) প্রদত্ত উদ্ধৃত দর ১০.০১ লক্ষ টাকা হতে ৫০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দরপত্র মূল্যের ১৫% হার।	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে।
গ) প্রদত্ত উদ্ধৃত দর ৫০.০০ লক্ষ টাকার অধিক হলে দরপত্র মূল্যের ১০% হারে।	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে।

জামানতের অর্থ অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, এস্টাব্লিসমেন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর অনুকূলে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি এর যে কোন শাখা কর্তৃক ইস্যুকৃত পে-অর্ডার মারফত প্রদান করতে হবে। ব্যর্থতায় জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হবে।

৩) দরপত্রে দরপত্রদাতার বর্তমান ও স্থায়ী পূর্ণ ঠিকানা, মোবাইল নম্বর সম্বলিত তথ্য উল্লেখ করতে হবে। জামানত/তফসিলভুক্ত সম্পত্তি আংশিক ক্রয়ের জন্য দরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। দরপত্রদাতা ব্যক্তি হলে জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি দাখিল করতে হবে।

৪) দাখিলকৃত দরপত্র সীলমোহরকৃত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) খামের উপর স্পষ্ট অক্ষরে সম্পত্তি ক্রয় দরপত্র প্রস্তাব উল্লেখ করতে হবে। উদ্ধৃত দর টাকার অংকে এবং কথায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৫) একাধিক দরপত্র গৃহীত হলে সর্বোচ্চ গ্রহীত দরপত্রদাতার ব্যর্থতায় পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি সর্বোচ্চ দরপত্রদাতার দরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে। তাহাকেও ২নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত প্রযোজ্য সময়সীমার মধ্যে (পরবর্তী ৩০ দিন/৬০ দিন/৯০ দিনের মধ্যে) এবং ২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উদ্ধৃত দরের বাকী যথাক্রমে ৮০%, ৮৫%, ৯০% জমা দিতে হবে। ব্যর্থতায় তাহার জামানতও বাজেয়াপ্ত হবে।

৬) কম জামানত বা জামানতবিহীন দরপত্র এবং ত্রুটিপূর্ণ দরপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৭) তফশিলোক্ত সম্পত্তির উপর কোন সরকারী, আধা-সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন কর ইত্যাদিসহ অন্য যে কোন পাওনাদারের পাওনা বা দাবী থাকলে তা পরিশোধের কোন দায়-দায়িত্ব ব্যাংক কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাবে না।

৮) কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে সর্বোচ্চ মূল্যের দরপত্র বা যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

৯) সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত এবং ক্রয়কৃত সম্পত্তির ট্যাক্সসহ অন্যান্য যাবতীয় খরচ ক্রেতাকে বহন করতে হবে।

১০) বাতিলকৃত এবং গৃহীত দরপত্র ব্যতীত অন্যান্য দরপত্রদাতাকে জামানতের টাকা ফেরত প্রদান করা হবে।

১১) সম্পত্তিটি ব্যাংকের নিজস্ব সম্পত্তি হওয়ায় ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তথা বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

সম্পত্তির তফসিল

জেলা	উপজেলা	জেএল নং	মৌজা	খতিয়ান নং	দাগ নং	মোট জমির পরিমাণ (শতাংশ)
বগুড়া	শাজাহানপুর	১৭৮	বেতগাড়ী	১৮৩	৮৭৪, ৮৭৬	২১
		১৭৮	বেতগাড়ী	১৫১, ১৮৩, ২০৮	৮৫২, ৮৫৪, ৮৬৭, ৮৭৬	৬৫
		১৭৮	বেতগাড়ী	৫৪, ২১৬, ১৯৯, ৯৭, ১২৮, ১৫৬, ১৯২, ১৯৮	৮৪৪, ৮৫১, ৮৫৩, ৮৭২, ৮৭৩, ৮৭৭, ৮৭৮	২০২
					সর্বমোট	২৮৮ শতাংশের কাতে কমবেশী ২০৯ শতাংশ

চৌহদ্দি : উত্তরে-দেশী মিট ইন্ডাঃ, দক্ষিণে-১৬ ফুট প্রশস্ত রাস্তা তৎপর নিজ এবং তৎপর ব্র্যাক লার্নিং সেন্টার, বগুড়া। পূর্বে-তামিম এগ্রোঃ ইন্ডাঃ, পশ্চিমে-ঢাকা-বগুড়া-রংপুর হাইওয়ে।

উপ-মহাব্যবস্থাপক
অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি
এস্টাব্লিসমেন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

AGRANI BANK PLC.
ESTABLISHMENT & ENGINEERING DIVISION
HEAD OFFICE, 9/D DILKUSHA, MOTIJHEEL, C/A, DHAKA

Invitation For Tender

1.	Ministry/Division	Bank and Financial Institutions Division
2.	Agency	Agrani Bank PLC. 9/D, Dilkusha, Motijheel C/A, Dhaka.
3.	Procuring Entity Name	Agrani Bank PLC., Establishment & Engineering Division, Head office (7th floor), 9/D, Dilkusha, Motijheel C/A, Dhaka-1000.
4.	Procuring Entity District	Dhaka.
5.	Invitation for	Supply & Installation of 04 (Four) Air Coolers for Agrani Bank PLC., GM's Secretariat, Chattogram Circle, Chattogram.
6.	Invitation Ref No	E&ED/Engg./Mecha-359/2024
7.	Date	Date : 24/10/2024
KEY INFORMATION		
8.	Procurement Method	Open Tendering Method (OTM)
9.	Budget and Source of Funds	Own fund of Agrani Bank PLC.
10.	Tender Publication Date	24/10/2024
11.	Tender Last Selling Date	17/11/2024
12.	Tender Receiving Date and Time	18/11/2024 at 10:00 AM to 03:00 PM
	Tender Closing Date and Time	18/11/2024 at 03:00 PM
13.	Tender Opening Date and Time	18/11/2024 at 3:15 PM in presence of Tenderers or their representatives (if any present)
14.	Name & Address of the office(s)	
	Selling Tender Document	Agrani Bank PLC., Establishment & Engineering Division, Head office (7th floor), 9/D, Dilkusha, Motijheel C/A, Dhaka-1000.
	Receiving Tender Document	Agrani Bank PLC., Establishment & Engineering Division, Head Office (7th Floor), 9/D, Dilkusha, Motijheel C/A, Dhaka-1000.
	Opeing Tender Document	DGM's Chamber, Agrani Bank PLC., Establishment & Engineering Division, Head Office (7th Floor), 9/D, Dilkusha, Motijheel C/A, Dhaka-1000.
INFORMATION FOR TENDERER		
15.	Eligibility of Tender	Supplier who have minimum 03 (Three) years of general experience of similar nature of works, Years counting backward from the date of publication of IFT.
		Having experience in successfully completion of Air Cooler with a value of at-least **3.00 Lac.** in a single Tender during last 03 (Three) years (The year counting backward from the date of invitation of this Tender (IFT).
		The Tenderer must Process attested copy of: i) Up to date valid Trade license, ii) Up-to-date income tax certificate, iii) Valid VAT registration certificate, iv) e-TIN Certificate, v) In case of Limited Company, the certificate of Incorporation, Memorandum of Association, Article of association & Power of attorney.
		vi) Having minimum amount of liquid assets or working capital or credit facilities shall be **Tk, 4.00 Lac.** Letter of commitment for Bank's undertaking for line of Credit is issued from the concerned Bank in between publication date and submission date of STD.
		The Tenderer must submit attested copy of: i) International Standard Compliance (CE/UL/ISO/Any other), ii) Catalogue/ Brochure must be submitted with Tender. iii) Necessary document of Distributor/Authorized Dealer/Importer of Mentioned Brand.
		All other reputed qualification, terms and conditions of the tenderer are shown in the tender data sheet (TDS) of Tender documents and all experience certificates will be submitted as per format. Necessary supporting Documents to be submitted as per requirement of ITT Clauses and technical specification of the tender.
16.	Completion Time	03 weeks from the date of Contract Signing.
17.	Brief Description of Goods	Any brand manufactured or assembled in Bangladesh/ China/ Turkey/ Vietnam or equivalent to these countries accepted/ approved by the bank authority in accordance with fulfillment of the given specifications and having relevant certificates as mentioned & as per detailed specification & standard as mentioned in STD.

Sl. No.	Capacity	Type	Quantity
01	22,500-24,000 BTU/Hr (2.00 Ton)	Split	03
02	34,000-36,000 BTU/Hr (3.00 Ton)	Ceiling	01

18.	Brief Description of Related Services	As described in Tender document.
19.	Tender Document Price	Tk. 1000.00 (Taka One Thousand) only per set (non-refundable) by Pay order/Bank Draft from any schedule bank of Bangladesh in favor of Agrani Bank PLC., Head Office, Dhaka.
20.	Tender Security Money (Tk.)	The amount of the Tender Security will be 10,000/- (Ten Thousand Taka Only) in the form of Pay Order/Bank Draft (refundable) from any scheduled bank of Bangladesh in favou of Agrani Bank PLC., Head office, Dhaka.
PROCURING ENTITY DETAILS		
20.	Name of Official Inviting Tender	Md. Abdur Rahman
21.	Designation of Official Inviting Tender	Deputy General Manager
22.	Address of Official Inviting Tender	Agrani Bank PLC., Establishment & Engineering Division, Head Office (7th Floor), 9/D, Dilkusha, Motijheel C/A, Dhaka.
23.	Contact details of Official Inviting Tender	Deputy General Manager, Establishment & Engineering Division, Agrani Bank PLC., Head Office (7th Floor), 9/D, Dilkusha, Motijheel C/A, Dhaka. Tel: 02-223381674; e-mail: dgmeed@agranibank.org

24.
a. If it is not possible to receive/open the tender on the schedule date & time for any unavoidable circumstances the same will be received/open on the next working date at the same time & same venue.
b. All submitted documents must be signed by the tenderer in every page of tender all original/photo copy must be attested as per prevailing Laws & Rules.
c. If the Tenderer submits any false/incorrect or forged certificate, action may be taken as per PPA-2006 and PPR-2008 and its amendments.
d. This tender shall be governed by the PPR-2008 and its amendments.
e. The Procuring Entity reserves the right to modify any information of the tender. It also reserves right to reject all Tenders prior to acceptance without assigning any reason. Agrani Bank PLC., shall not be under any obligation to accepted the lowest tender.

(Md. Abdur Rahman)
Deputy General Manager

পুরস্কার পাচ্ছেন জোলি

মারিয়া ছবিতে অভিনয়ের জন্য গোথামস অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন অ্যাঞ্জেলিনা জোলি। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

সিয়াটলে প্রশংসিত

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের সিয়াটলে ১৯তম তাসভীর ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রশংসিত হয়েছে বাংলাদেশি-মার্কিন পরিচালক জাক মীরের প্রথম সিনেমা *দ্য স্টোরি অব আ রক*। গত ১৯ অক্টোবর ওয়াশিংটনের প্যাকার আইম্যাক্স থিয়েটারে প্রদর্শিত হয় সিনেমাটি। এক কিশোরীর জীবনের নানা চ্যালেঞ্জ নিয়ে নির্মিত হয়েছে ছবিটি। এতে মনিকা চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাফানা নোমনি। এ ছাড়া আছেন সাহানা রহমান সুমি, নাফিসা জারিন, লারা লোটাস, সিমরিন লুবাবা। **বিনোদন ডেস্ক**

দ্য স্টোরি অব আ রক-এর পোস্টার
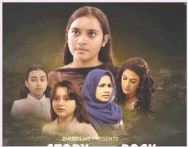
আগামী দিওয়ালিতে ‘থামা’

আগামী বছর দেওয়ালিতে মুক্তি পাবে *থামা*। দিনেশ ভিজানের এই ছবির মূল চরিত্রে আছেন আয়ুষ্মান খুরানা, রাশমিকা মান্দানা, নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী ও পরেশ রাওয়াল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবির প্রথম ঝলক প্রকাশ করেছেন নির্মাতারা।
প্রতিনিধি, *মুম্বাই*

আয়ুষ্মান খুরানা। ছবি : এএনআই

এবার ওটিটিতে

প্রেক্ষাগৃহে সেভাবে ব্যবসা করতে পারেনি টড ফিলিপসের *জোকার : ফলি আ ডিউ*। তাই মুক্তির পর এক মাস পেরোতে না পেরোতেই ওটিটিতে চলে এসেছে। গত ২৯ অক্টোবর থেকে ছবিটি অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে। এর প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন হোয়াকিন ফিনিক্স ও লেডি গাগা।
বিনোদন ডেস্ক

জোকার ২-এর দৃশ্য। ছবি : আইএমডিবি

ফিরছেন ইয়ামি

বলিউড অভিনেত্রী ইয়ামি গৌতম পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন গত মে মাসে। তার পর থেকে বিরতিতে আছেন তিনি। এবার কাজে ফেরার আভাস দিলেন এই অভিনেত্রী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে শরীরচর্চার একটি ছবি পোস্ট করে ইয়ামি লিখেছেন, ‘সময় এসেছে, ফিট হওয়ার’। জানা গেছে, স্বামী পরিচালক আদিত্য ধরের একটি ছবির মাধ্যমে কাজে ফিরতে চলেছেন ইয়ামি।
প্রতিনিধি, *মুম্বাই*

ইয়ামি গৌতম। ছবি : এএনআই

শীর্ষে ‘ডোন্ট মুভ’

চলতি সপ্তাহে নেটফ্লিক্সের বৈশ্বিক তালিকার শীর্ষে রয়েছে হরর-থ্রিলার সিনেমা *ডোন্ট মুভ*। অ্যাডাম স্ক্রিন্ডলার পরিচালিত এ ছবিতে দেখা গেছে কেলসি অ্যাসবিল, ফিন উইটরককে। এক তরুণী ও খুনির ইঁদুর-দৌড় নিয়ে এগিয়েছে সিনেমাটির গল্প।
বিনোদন ডেস্ক

ডোন্ট মুভ-এর দৃশ্য। ছবি : আইএমডিবি

গানওয়ালারা গাইবেন আজ

শিল্পী বলতে একের ভেতর তিন—গীতিকার, সুরকার ও গায়ক। এমন শিল্পীদের নিয়ে এ আয়োজনের খবর জানাচ্ছেন **লতিফুল হক**

‘গানওয়ালাদের গান’ আয়োজনের পোস্টারে লিমন, জয় শাহরিয়ার, আহমেদ হাসান সানি, সভ্যতা, শুভ্র, কাকতাল ও সুহৃদ স্বাগত। ছবি : আজব কারখানার ফেসবুক থেকে

কনসার্ট

‘এটা কে লিখেছে?’ রেকর্ডিং স্টুডিওতে গাইছেন তরুণ বব ডিলান। বাইরে থাকা একজন পাশের জনের উদ্দেশে প্রশ্নটা ছুড়ে দেন। যাঁর উদ্দেশে প্রশ্ন, তিনি হাত দিয়ে ডিলানকে দেখিয়ে দেন। প্রশ্নকর্তাকে সন্তুষ্টির হাসি হাসতে দেখা যায়। দৃশ্যটি ডিলানকে নিয়ে মুক্তির অপেক্ষায় থাকা জেমস ম্যানগোল্ডের সিনেমা *আ কমপ্লিট আননোন*-এর। পুরো ট্রেলারে গীতিকার, সুরকার, শিল্পী ডিলানের শুরুর দিকের সংগ্রাম তুলে ধরা হয়েছে। তরুণ সেই ডিলানের পরে বিশ্বসেরা শিল্পী হয়ে ওঠার গল্পটা অনেকেরই জানা।

শিল্পী বলতে একের ভেতর তিন—গীতিকার, সুরকার ও গায়ক। ডিলানের মতো গীতিকার, সুরকার ও গায়কেরা দেশেও ছিলেন, আছেন। কিন্তু তাঁদের একসঙ্গে করে গানের আয়োজনের কথা খুব শোনা যায়নি। এবার তেমনই উদ্যোগ নিয়েছে সংগীত প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ‘আজব কারখানা’। তাদের আয়োজনে আজ অনুষ্ঠিত হবে ‘গানওয়ালাদের গান’। রাজধানীর কারওয়ান বাজারের ঢাকা ট্রেড সেন্টারে এ আয়োজনে গাইবেন লিমন, জয় শাহরিয়ার, আহমেদ হাসান সানি, সভ্যতা, শুভ্র, কাকতাল ও সুহৃদ স্বাগত।

‘এই ধরনের শিল্পীদের (গীতিকার, সুরকার ও গায়ক) সাধারণত একটা আলাদা দর্শন, নিজস্ব অভিব্যক্তি থাকে। কিন্তু তাঁরা অনেক সময়ই পাদপ্রদীপের আলোর বাইরে থাকেন। সেই জায়গা থেকে এ ধরনের শিল্পীদের নিয়ে আলাদা একটা আয়োজনের কথা ভেবেছি।’ ‘গানওয়ালাদের গান’ আয়োজন করেছে জয় শাহরিয়ারের প্রতিষ্ঠান ‘আজব কারখানা’। আয়োজনটি নিয়ে জানতে চাইলে গতকাল দুপুরে এভাবেই *প্রথম আলো*কে বললেন তিনি। প্রয়াত শিল্পী সঞ্জীব চৌধুরীর জন্মদিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে প্রতিবছর গানের অনুষ্ঠান করেন জয়, এ অনুষ্ঠান করতে গিয়েই গানওয়ালাদের নিয়ে আলাদা আয়োজনের কথা মনে হয় তাঁর। জয় জানালেন, এই ধারার শিল্পীদের একটা আলাদা শ্রোতা আছে। তাই সবাইকে যদি এক ছাদের নিচে হাজির করা যায়, তাহলে অন্য রকম একটা আবহ তৈরি হবে।

- রাজধানীর কারওয়ান বাজারের ঢাকা ট্রেড সেন্টারে এ আয়োজনে গাইবেন লিমন, জয় শাহরিয়ার, আহমেদ হাসান সানি, সভ্যতা, শুভ্র, কাকতাল ও সুহৃত স্বাগত।
- আজ বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়ে এই আয়োজন চলবে রাত ৮টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত।

দেশে একটা সময় লাকী আখান্দের মতো শিল্পী ছিলেন। তাঁর লেখা, সুর করা আর গাওয়া অনেক গানেই ডুবে থাকেন এই সময়ের তরুণেরা। তবে নিজের সময়ে খুব একটা কনসার্টে গাইতে পারেননি শিল্পী। একই কথা প্রযোজ্য ‘এক পায়ে নূপুর তোমার’ দিয়ে পরিচিতি পাওয়া শিল্পী রাশেদ উদ্দিন আহমেদ তপুর ক্ষেত্রেও। ‘গানওয়ালাদের গান’ নিয়ে জানতে চাইলে লাকী আখান্দ্ আর তপুর উদাহরণ দিলেন আহমেদ হাসান সানি। এই তরুণ শিল্পীর ভাষ্যে, ‘আগে এই ধারার শিল্পীদের নিয়ে সেভাবে কনসার্ট হতো না। ফলে ব্যান্ডের বাইরে যেসব শিল্পী আছেন, তাঁদের গাওয়ার প্ল্যাটফর্ম ছিল না। কনসার্ট বলতে আমাদের এখানে সাধারণত রক বা ব্যান্ডের গানকেই বোঝানো হয়। অথচ পৃথিবীর সব জায়গাতেই কিন্তু বব ডিলান থেকে শুরু করে এ ধরনের শিল্পীদের নিয়মিত কনসার্ট হয়। আমাদের একটা যা হয় না, এটা খুবই দুঃখজনক। ফলে এ ধরনের আয়োজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের শিল্পীদের গান যাঁরা পছন্দ করেন, তাঁদের একটা শোনার জায়গা তৈরি হবে।’

‘গানওয়ালাদের গান’কে কমিউনিটি আয়োজন বলছেন জয়। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন, ‘সবাই কিন্তু এই আয়োজনের অংশ। এই ধরনের আয়োজন বাণিজ্যিকভাবে চ্যালেঞ্জিং। শো থেকে যে আয় হবে, সেটা সবাই মিলে ভাগ করে নেব। আমার ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে এভাবে কাজ করেছি, মেইনস্ট্রিমে এভাবে হয় না। আমাদের আইডিয়া আছে, নতুন অনেক কিছু করতে চাই, পারি না; কারণ, এগুলোতে বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। স্পনসর লাগে, টাকা উঠবে কি না, সে চিন্তা থাকে। ফলে আইডিয়ার বাস্তবায়ন হয় না।’

এই আয়োজনে যাঁরা গাইবেন, তাঁদের ফেসবুকে ঢুঁ মেরে দেখা গেল, পুরোটাই ‘গানওয়ালাদের গান’ আয়োজনের খবর। জয় মনে করেন, অনুষ্ঠানটি সবাই নিজের মনে করছেন, সে জন্যই এভাবে প্রচার করছেন। গীতিকার, সুরকার, গায়কদের নিয়ে এমন আয়োজন নিয়মিতই করার ইচ্ছা তাঁর।

আজ বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়ে এই আয়োজন চলবে রাত ৮টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। এই আয়োজনের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে ‘আজব কারখানা’র ওয়েবসাইটে।

নোয়েলের ঢাকা-দর্শন, সঙ্গে হৃদি-জেফার

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

‘নোয়েলগোজক্রেজি’ নামে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নোয়েল রবিনসনের পরিচিতি। জার্মান এই টিকটকার ও নৃত্যশিল্পীকে কখনো মরুর বুকে, কখনোবা ফুটবল মাঠে, আবার কখনো চীনের প্রাচীরে পায়ের কারিকুরি দেখাতে দেখা যায়। তাঁর এই পায়ের জাদুতে তিনি মুগ্ধ করেছেন নেটিজেনদের। সম্প্রতি বাংলাদেশের রাস্তায় দেখা গেল জার্মান এই টিকটকার ও নৃত্যশিল্পীকে। ঢাকার রাস্তায় নোয়েলকে হঠাৎ দেখে তরুণেরা অবাকও হয়েছেন। ঢাকার রাস্তায় ঘোরাঘুরির কয়েকটি ভিডিও ক্লিপ নোয়েল তাঁর টিকটক, ইনস্টাগ্রাম ও ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে আপলোড করেছেন।

নোয়েলের পোস্ট করা কোনো ভিডিওতে দেখা গেছে, সেই সিগনেচার নৃত্য নিয়ে সবখানে হাজির হয়েছেন। কখনো তিনি নেচেছেন পথচারী, দোকানদার, কখনোবা পুলিশের সঙ্গেই। এমনকি নেচেছেন *তুফান* সিনেমার ‘লাগে উরাধুরা’ গানেও। নৃত্যশিল্পী হৃদি শেখের সঙ্গে গুলশানের রাস্তায় মাস্টার ডি, প্রতীক হাসান ও মামজি স্ট্রেনজারের ‘প্রেমে দিওয়ানা’ গানের তালেও নেচেছেন। এ ছাড়া জেফার রহমানের ‘ঝুমকা’ এবং প্রতীক ও প্রীতমের ‘গার্লফ্রেন্ডের বিয়া’ গানে টিকটক ও রিলস করতে দেখা গেছে। তরুণ এই টিকটকার ও নৃত্যশিল্পী নোয়েলের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনুসারীর সংখ্যা বিস্ময়কর। ইনস্টাগ্রামে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা ১ কোটি ৫ লাখের বেশি, ইউটিউবে ১ কোটি ৭৮ লাখের বেশি এবং ফেসবুকে এই নৃত্যশিল্পীর অনুসারী ১৪ লাখের বেশি।

টিকটক, ইনস্টাগ্রামে যাঁরা নোয়েলের অনুসারী এবং ইউটিউবে সাবস্ক্রাইবার হিসেবে আছেন, তাঁরা নোয়েলের দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানোর ভিডিওর সঙ্গে পরিচিত। বিশ্বের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য স্থানে নোয়েলকে তাঁর সিগনেচার নাচের মুদ্রায় দেখা যায়। মূলত নিজের কনটেন্ট তৈরি করতেই বিশ্বভ্রমণে বের হয়ে থাকেন তিনি। এরই অংশ হিসেবে সম্প্রতি ভারত হয়ে বাংলাদেশে তাঁর ঘুরতে আসা।

রাজধানী ঢাকা রীতিমতো চষে বেড়িয়েছেন এই টিকটক তারকা। সংসদ ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, লালবাগ কেল্লাসহ বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখেছেন তিনি। যেখানেই গেছেন, সেখানেই তৈরি করছেন মজার কনটেন্ট। রিলস আকারে প্রকাশ করছেন ফেসবুক-ইনস্টাগ্রামে। এদিকে এক ফ্রেমে দেখা গেছে নোয়েল এবং হৃদি শেখ ও জেফারকেও।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেই ছবি প্রকাশ করে নোয়েলকে স্বাগত জানিয়েছেন বাংলাদেশি এই গায়িকা। পাশাপাশি মজা করে জেফার লিখেছেন, ‘চুল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন চুলপ্রেমীরা!’ সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন মিষ্টি হাসির একটি ইমোজি। হৃদি শেখ তাঁর ফেসবুকে দুজনের স্থিরচিত্র পোস্ট করে লিখেছেন, ‘নাচ যখন সেতুবন্ধ তৈরি করে, তখন জাদুকরি কিছুই ঘটে। নোয়েল, আপনার সঙ্গে বাংলাদেশের আনন্দ ভাগাভাগি করার ব্যাপারটি ছিল দারুণ। চলুন, আমরা মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে থাকি।’

জার্মান টিকটকার ও নৃত্যশিল্পী নোয়েল রবিনসনের সঙ্গে জেফার রহমান। ছবি : জেফারের ফেসবুক

অজয়ের পুলিশ বাহিনী বনাম কার্তিক

বলিউড

প্রতিনিধি, *মুম্বাই*

‘সংঘর্ষ’ এড়াতে চেয়েছিলেন কার্তিক আরিয়ান। কিন্তু রোহিত শেঠি অনড়। তাই *সিংহাম এগেইন* ও *ভুল ভুলাইয়া ৩*—এই দুই বড় ছবির হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে জমজমাট দেওয়ালির ছবির বাজার। ভারতে দেওয়ালি মানেই বড় তারকার বড় ছবি। এর মধ্যে এবার ময়দানে একঝাঁক তারকা। গতকাল শুক্রবার মুক্তি পেয়েছে রোহিত শেঠির *সিংহাম এগেইন* আর আনিস বাজমির *ভুল ভুলাইয়া ৩*। এই দুই পরিচালক বক্স অফিস দখল করতে পুরোপুরি প্রস্তুত।

দেশজুড়ে *ভুল ভুলাইয়া ৩* ছবির জোর প্রচারণা চালিয়েছেন কার্তিক। সঙ্গে ছিলেন কখনো বিদ্যা বালান, কখনো মাধুরী দীক্ষিত, কখনো তৃপ্তি দিমরি। কার্তিক যে শহরেই গেছেন, তাঁকে ঘিরে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে দেখা গেছে বেশ আগ্রহ। তাই *ভুল ভুলাইয়া ৩*-কে ঘিরে এখন কিছুটা আশাবাদী ও আত্মবিশ্বাসী তিনি। কিছুদিন আগেই এক অনুষ্ঠানে তাঁর কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস, ‘দেওয়ালির ব্যাপ্তি অনেক। আমার মনে হয়, এই আবহে দুটি ছবিই একসঙ্গে ভালো আয় করতে পারবে। ওনাদের (রোহিত-অজয়) *সিংহাম এগেইন* অ্যাকশন ঘরানার ছবি আর আমাদেরটা কমেডি। আমাদের ছবির ঘরানা আলাদা। আমার মনে হয়, দর্শক এই দুই ছবির জন্য অধীর অপেক্ষায় আছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি ওনার (রোহিত) ছবি পছন্দ করি। আমি ওনার ছবি দেখতে যাব। আমার বিশ্বাস, আপনারাও আমার ছবি দেখতে আসবেন।’

রোহিত শেঠির *সিংহাম* ফ্র্যাঞ্চাইজি সব সময় দর্শকের ভালোবাসা পেয়ে এসেছে। এই ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ঘিরে দর্শকের প্রত্যাশা একটু বেশি থাকে। আর *সিংহাম এগেইন*-এর বাজেটও ৪০০ কোটি। একসঙ্গে একঝাঁক সুপারস্টার নিয়ে বাজিমাত করতে চান রোহিত। তাঁর ছবির মূল নায়ক অজয় দেবগন। আর তাঁর বিশাল পুলিশ বাহিনীতে ‘ইন্সপেক্টর সিম্বা ভালেরাও’রূপে রণবীর সিং, ‘ইন্সপেক্টর বীর সূর্যবংশী’ হয়ে অক্ষয় কুমারকেও দেখা যাবে। এ ছবির অন্য তারকারা হলেন জ্যাকি শ্রফ, টাইগার শ্রফ, অর্জুন কাপুর। সালমান খানও যে রোহিতের পুলিশ ইউনিভার্সে যোগ দিতে চলেছেন, কিছুদিন আগেই তা জানিয়েছিলেন নির্মাতারা। আইকনিক চরিত্র ‘ইন্সপেক্টর চুলবুল পান্ডে’রূপে এ ছবিতে চমক দেখালেন ভাইজান। এখানেই শেষ নয়। রোহিতের পুলিশ ইউনিভার্সের প্রথম নারী পুলিশ, অর্থাৎ ‘লেডি সিংহাম’রূপে দুষ্টের দমন করতে আসছেন দীপিকা পাড়ুকোন। *সিংহাম এগেইন*-এ অজয়ের স্ত্রীর ভূমিকায় আছেন কারিনা কাপুর খান। এ ছবির ট্রেলারে স্পষ্ট যে পৌরাণিক মহাকাব্য রামায়ণের আধারে ছবিটি নির্মাণ করা হয়েছে।

অগ্রিম বুকিংয়ের দৌড়ে *সিংহাম এগেইন*-এর চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে *ভুল ভুলাইয়া ৩*। *সিংহাম* ফ্র্যাঞ্চাইজির মতোই *ভুল ভুলাইয়া* ফ্র্যাঞ্চাইজি সব সময় দর্শককে বিনোদন দিয়ে এসেছে। ২০০৭ সালে মুক্তি পেয়েছিল এই ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথম ছবি। প্রিয়দর্শন পরিচালিত ছবিতে ছিলেন অক্ষয় কুমার ও বিদ্যা বালান। তবে *ভুল ভুলাইয়া ২*-এ নির্মাতারা অনেক বদল এনেছিলেন। এই ভৌতিক হাসির ছবি পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল আনিস বাজমির কাঁধে। আর অক্ষয়ের বদলে আনা হয় কার্তিক আরিয়ানকে। দ্বিতীয় সিকুয়েলে বিদ্যার বদলে যমজ বোনের চরিত্রে দেখা গিয়েছিল অভিনেত্রী টাবুকে। ছবিটি বক্স অফিসে দারুণ সফলতা পেয়েছিল। ‘রুহ বাবা’র ভূমিকায় দর্শকের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন কার্তিক। *ভুল ভুলাইয়া ৩* ছবিতে আবার ‘রুহ বাবা’র ভূমিকায় দর্শকের মন জয় করতে এসেছেন কার্তিক। বলতে গেলে, অজয়ের বিশাল পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে একাই লড়তে হবে কার্তিককে। তবে আনিস *ভুল ভুলাইয়া ৩*-এ একজোড়া ‘মঞ্জুলিকা’ এনে বড়সড় চমক দিয়েছেন। ‘মঞ্জুলিকা’র ভূমিকায় আছেন দুই বিটাউন তারকা মাধুরী দীক্ষিত ও বিদ্যা বালান। এ ছবির আরেক আকর্ষণ কার্তিক-তৃপ্তি দিমরির জুটি।

সিংহাম এগেইন-এর তুলনায় *ভুল ভুলাইয়া ৩* ছবির বাজেট অনেকটাই কম। আনিসের এ ছবির বাজেট ১৫০ কোটির মতো। তাই এ ছবির মাধ্যমে তাড়াতাড়িই হয়তোবা লাভের মুখ দেখতে পাবেন আনিস।

এমনিতেও এ বছর অ্যাকশনধর্মী ছবির চেয়ে বক্স অফিসে দাপট দেখাচ্ছে ভৌতিক হাসির ছবি। আর এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ *মুনজ্যা*, *স্ত্রী ২*। তাই অনেকেই *ভুল ভুলাইয়া ৩* ছবিকে এগিয়ে রেখেছেন।

অজয় দেবগন ও কার্তিক আরিয়ান। কোলাজ

যাত্রা

সুরুভী অপেরার *নিহত গোলাপ* পালার দৃশ্য। এটির পালাকার আগন্তুক, নির্দেশক কবির খান। *নিহত গোলাপ* পালাটি দিয়ে গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মুক্তমঞ্চে শুরু হয়েছে সাত দিনের যাত্রা উৎসব। শিল্পকলা একাডেমির এ আয়োজন দেখতে গতকাল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছিল উপচে পড়া ভিড়। ছবি : আশরাফুল আলম

“ ইয়ামালের কথা শুনে মনে হলো, সে এটা অপয়া করে দিতে চায়নি।

আইতানা বোনমাতি
বার্সেলোনার তারকা কেন ব্যালন ডি'অর ছুঁতে চাননি, তা নিয়ে সেরা নারী ফুটবলার

নাজমুলই অধিনায়ক, প্রথমবার নাহিদ

আফগানিস্তান সিরিজের দল

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

তিন সংস্করণের ক্রিকেটে বাংলাদেশ দলের অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করার পর থেকেই বাংলাদেশ ক্রিকেটের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নাজমুল হোসেন। কিন্তু গত পরশু চট্টগ্রামে বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদের সঙ্গে কথা বলার পর গতকাল নাজমুলকে অধিনায়ক রেখেই আফগানিস্তান সিরিজের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বিসিবি।

স্বাভাবিকভাবেই এ নিয়ে প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেনকে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে। যদিও তিনি বিষয়টি ক্রিকেট বোর্ডের কোর্টে ঠেলে দিয়েছেন, 'এটা (নাজমুলকে অধিনায়ক রাখা) বোর্ডের সিদ্ধান্ত। এই ব্যাপারে নির্বাচকদের কিছু না বলাই ভালো।'

আফগানিস্তান সিরিজ দিয়ে এক বছরের বেশি সময় পর ওয়ানডে দলে ফিরেছেন বাঁহাতি স্পিনার নাসুম আহমেদ। তিনি সর্বশেষ দেশের হয়ে খেলেছেন গত বছর অক্টোবরে, ভারতের মাটিতে ওয়ানডে বিশ্বকাপে। দীর্ঘ বিরতির পর তাঁর জাতীয় দলে ফেরা নিয়ে প্রধান নির্বাচকের ব্যাখ্যা, 'সাকিব থাকলে হয়তো বাঁহাতি স্পিনের জায়গাটা ভিন্ন হতে পারত। আমাদের বাঁহাতি স্পিনে তানভীর ও নাসুমকেই মূল বোলার মনে করি। রাকিবুলের আরও সময় দরকার বলে মনে করি। নাসুম কঠোর পরিশ্রম করছে। সমন্বয়ের জন্য তাকে নিয়ে রাখা।'

পেস বোলিং বিভাগে বৈচিত্র্য যোগ করতে আফগান সিরিজ দিয়ে প্রথমবারের মতো ওয়ানডে দলে ডাক পেয়েছেন নাহিদ রানা। তানজিম হাসান চোটে পড়ায় ও হাসান মাহমুদকে বিশ্রাম দেওয়ায় সুযোগ এসেছে রানার, 'আমরা তাকে ওয়ানডেতে দেখিনি। এখান থেকে দেখতে চাইব। আমরা আশা করছি সে ভালো করবে। আর তার গতিময় বোলিং আমাদের জন্য আরেকটি বিকল্প হতে পারে বলে আশা করছি।'

অসুস্থতার কারণে আফগানিস্তান সিরিজের দলে নেই লিটন দাস। নিরাপত্তাঝুঁকিতে দেশে ফিরতে না পারায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মিরপুর টেস্টে খেলতে পারেননি সাকিব। গত পরশু বিসিবি সভাপতি ফারুক জানিয়েছিলেন, আফগানিস্তান সিরিজে সাকিব নিজেই খেলতে চান না। ফলে দলে রাখা হয়নি তাঁকে।

দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে ছাড়াই বাংলাদেশ দল ৩ ও ৪ নভেম্বর দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে যাবে। দুই দলের প্রথম ওয়ানডে ম্যাচটি হবে ৬ নভেম্বর। ৯ ও ১১ নভেম্বর হবে পরের দুটি ম্যাচ। সিরিজের সব কটি ম্যাচ হবে শারজায়।

বাংলাদেশ দল

নাজমুল হোসেন (অধিনায়ক), সৌম্য সরকার, তানজিদ হাসান, জাকির হাসান, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী, মেহেদী হাসান মিরাজ (সহ-অধিনায়ক), রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, শরীফুল ইসলাম ও নাহিদ রানা।

মাঠে খেলা পাবেন তো সাবিনারা

সাফ জয়ের পর

মেয়েরা নিজেদের কাজটা করেছেন ভালোভাবে, এবার কি তাঁরা নিয়মিত ঘরোয়া খেলা পাবেন?

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাবিনা খাতুন

২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের মেয়েরা প্রথমবার সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফিরলে সংবর্ধনার ধুম পড়ে গিয়েছিল। সংবর্ধনা নিতে নিতে একসময় মেয়েরা ক্লান্তই হয়ে পড়েছিলেন। টানা দ্বিতীয়বার মেয়েরা সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেশে আসার পর বৃহস্পতিবার বাফুফে ভবনে ক্রীড়া উপদেষ্টা গোটা দলকে এক কোটি টাকা পুরস্কার দিয়েছেন। প্রধান উপদেষ্টার রাষ্ট্রীয়ভাবে সংবর্ধনা দেওয়ার কথা। মেয়েরা আরও কিছু সংবর্ধনা পেতে পারেন। সংবর্ধনা, অভিনন্দন, আর্থিক পুরস্কার; সবই তাঁদের প্রাপ্য।

কিন্তু প্রথমবার সাফ জেতার কদিন পরই সব চলে যায় আড়ালে। ঘরোয়া দূরে থাক, মেয়েরা ৯ মাস কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচও পাননি। বলা ভালো, তাঁদের জন্য ম্যাচ আয়োজন করেনি বাফুফে। উপরন্তু আর্থিক সংকটের অজুহাত দেখিয়ে মেয়েদের অলিম্পিক বাছাই খেলতে মিয়ানমারে পাঠানো হয়নি। নিয়মিত ঘরোয়া ফুটবল না হওয়া, আর্থিক অনিশ্চয়তা—নানা রকমের হতাশা নিয়ে দল ছেড়ে গেছেন সাফজয়ী ডিফেন্ডার আঁখি, ফরোয়ার্ড স্বপ্নারা। মেয়েদের ধরে রাখতে দরকার নিয়মিত ঘরোয়া ফুটবল। কিন্তু বাংলাদেশের মেয়েদের কাছে নিয়মিত লিগ মানে দূর কল্পনা। ছেলেরা নিয়মিত লিগ-টুর্নামেন্ট পেলেও মেয়েরা এক শ হাত পেছনে। তাঁদের জন্য ঘরোয়া কোনো টুর্নামেন্টই নেই। লিগ আছে নামকাওয়াস্তে। তা-ও সর্বশেষ লিগে বসুন্ধরা কিংস দল না গড়ায় মেয়েরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কয়েকটি দলকে হাতেপায়ে ধরে লিগে খেলাতে রাজি করানো হয়। এটাই হলো দেশের নারী ফুটবলের বাস্তব অবস্থা। জুনিয়রদের অনেকে একটা পর্যায়ে হারিয়ে যাচ্ছেন। সেই হারিয়ে যাওয়ার খবরও কেউ রাখে না।

এ অবস্থার উন্নতি চান অধিনায়ক সাবিনা খাতুন। তিনি মনে করেন, বছরে শুধু কয়েকটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেললেই হবে না। দরকার ঘরোয়া সূচি। তাই তো সাবিনা দাবির সুরেই *প্রথম আলো*কে বলছেন, 'মেয়েদের জন্য বার্ষিক ক্যালেন্ডার থাকা উচিত, যেখানে তাদের শিডিউল জানা থাকবে। সে জানতে পারবে, তৈরি থাকবে কবে কোন খেলা। লিগ করা, মাঠে খেলা রাখা—এগুলোই আমরা বাফুফের নতুন সভাপতির কাছে চাই।'

সাবিনার ক্ষেত্রে অনেক সময় বলা হয়, তাঁর পারফরম্যান্স একটু নিচের দিকে। এবারের সাফেও সেটা দেখা গেছে। গত সাফের সর্বোচ্চ ৮ গোল করা ও টুর্নামেন্টে সেরা খেলোয়াড় হওয়া সাবিনা এবার লক্ষ্যভেদ করতে পেরেছেন দুবার। ব্যক্তিগত নৈপুণ্য কেন নিচের দিকে সেই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সাতক্ষীরার মেয়ে টেনে এসেছেন দুর্বল ঘরোয়া কাঠামোর কথাই, 'আমার যেটা দরকার, সেটা না দিলে আমার কাছ থেকে তো ফল পাবেন না। আমার চাওয়া হচ্ছে মাঠে ম্যাচ রাখতে হবে। সারা বছর যদি আপনি আমাকে ক্যাম্পে রাখেন, ম্যাচ না দেন, আর এক-দুই বছর পর যদি কোনো টুর্নামেন্টের আগে বলেন, "সাবিনা তোমাকে ১০ গোল করতে হবে"; সেটা তো সম্ভব নয়। কাজেই মেয়েদের নিয়ে মন্তব্য করার আগে ভাবা উচিত, খেলোয়াড়দের প্রাপ্যটা দিচ্ছেন কি না।'

কোচ পিটার বাটলার নারী দলের দায়িত্বে আর থাকতে চান না। বিদায়ের সময় তিনি মেয়েদের জন্য যে পরামর্শ দিয়েছেন, সেটাও সাবিনার কথার সুরই। পরশু কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে এই প্রতিবেদককে বাটলার বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, খুবই ভালো কথা। কিন্তু ঘরোয়া লিগটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করতে হবে। মেয়েদের ম্যাচের মধ্যে রাখার বিকল্প নেই। শুধু বাফুফে ভবনে বছরব্যাপী ক্যাম্প করলেই হবে না। ঘরোয়া লিগ-টুর্নামেন্ট খুবই দরকার।'

মেয়েরা বাফুফে থেকে বেতন পান না নিয়মিত। সাবিনার ভাষায়, 'বেতন ঠিকই দেয়। তবে ২/৩ মাস গ্যাপ পড়ে যায়।' এখনো সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের বেতন বাকি তাঁদের। এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। তবে সাফ জিতে এসেও মেয়েরা আর চান না গতবারের মতো ৯ মাস খেলাবিহীন থাকতে। বাফুফের নতুন সভাপতি তাবিথ আউয়াল মেয়েদের জন্য নিয়মিত ঘরোয়া ফুটবলের ব্যবস্থা কি করবেন? এ প্রশ্নের উত্তর জানা গেল না। বাফুফের সভাপতি নির্বাচিত হয়েই কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে তিনি সিউলে গেছেন এএফসির পুরস্কার অনুষ্ঠানে।

১৫ মিনিটের আক্ষেপ ভারতের

মুম্বাই টেস্ট

খেলা ডেস্ক

আগের বলটিতে চার মেরেছেন। রাচিন রবীন্দ্রর করা পরের বলটিকে মিড অনে ঠেলে দিয়েই দ্রুত প্রান্ত বদল করতে চাইলেন। দিনের শেষ ওভারে বিরাট কোহলি একটি রানের জন্য কেন অমন পাগলাটে দৌড় দিলেন, সেটার অর্থ হয়তো তিনি নিজেও খুঁজে পাচ্ছেন না। কোহলি দৌড় দিলেন আর ম্যাট হেনরি কোনো ভুল করলেন না। সরাসরি থ্রোয়ে ভেঙে দিলেন স্টাম্প। ডাইভ দিয়েও শেষ রক্ষা হলো না কোহলির, ফিরলেন রানআউট হয়ে।

কোহলির আউটের পর মুম্বাই টেস্টের প্রথম দিনে কাল খেলা হয়েছে আর মাত্র ৩ বল। সেই ৩ বলে আর কেউ আউট হননি। শুবমান গিল আর ঋষভ পন্ত নিরাপদে পার করে দিয়েছেন সেই অংশটুকু। এর আগেই অবশ্য এলোমেলো হয়ে যায় ভারতের ইনিংস। শেষ বিকেলে এলোমেলো হয়ে যাওয়ার পর ৪ উইকেটে ৮৬ রান নিয়ে দিনের খেলা শেষ করেছে আগের দুই ম্যাচ হেরে এরই মধ্যে সিরিজ হারানো ভারত। এর আগে রবীন্দ্র জাদেজা ও ওয়াশিংটন সুন্দরের দুর্দান্ত বোলিংয়ে নিউজিল্যান্ডকে প্রথম ইনিংসে ২৩৫ রানে অলআউট করেছে তারা। ভারত প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের চেয়ে পিছিয়ে আছে ১৪৯ রানে।

শেষ ২টি ওভারই দিনটি ভারতের হতে দেয়নি। দিনের শেষ ২ ওভারেই যে ৩ উইকেট হারিয়েছে তারা। দলের ২৫ রানে রোহিত শর্মাকে হারানোর পর বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই খেলছিলেন যশস্বী জয়সোয়াল ও শুবমান গিল। গড়েন ৫৩ রানের জুটি। তবে এজাজ প্যাটেলের বলে রিভার্স সুইপ খেলতে গিয়ে ব্যক্তিগত ৩০ রানে বোল্ড হন জয়সোয়াল, দলের রান তখন ৭৮। নাইটওয়াচম্যান হিসেবে উইকেটে আসা মোহাম্মদ সিরাজ আউট হন মুখোমুখি হওয়া প্রথম বলেই। এরপর কোহলির ওই রানআউট।

১৮ রানে আউট হওয়া রোহিত টেস্টে অনেক দিন ধরেই ছন্দহীন। কালকের আগে সর্বশেষ ৮ ইনিংসে রোহিতের ফিফটি মাত্র ১টি। সেটি এসেছিল এই সিরিজের প্রথম টেস্টে। এর মধ্যে ২০ রানের নিচে আউট হয়েছেন ৬ বার। ভারতের ইনিংসের ৪ উইকেটের ২টি নিয়েছেন বাঁহাতি স্পিনার এজাজ প্যাটেল, ১টি উইকেট পেসার ম্যাট হেনরির। প্রথম দিনের শেষ সেশনে সব মিলিয়ে উইকেট পড়েছে ৮টি।

এর আগে নিউজিল্যান্ডের সামনে অবশ্য বড় সংগ্রহ দাঁড় করানোর সুযোগ ছিল। ৭২ রানে প্রথম ৩ উইকেট হারালেও চতুর্থ উইকেটে ড্যারিল মিচেল ও উইল ইয়াংয়ের ৮৭ রানের জুটিতে ঘুরে দাঁড়ায় কিউইরা। তবে শেষ ৭ উইকেট আবার হারায় ৭৬ রানে। মিচেলের ৮২ ও ইয়াংয়ের ৭১ রানের ইনিংস ছাড়া তেমন কিছু করতে পারেননি আর কোনো কিউই ব্যাটসম্যান। ছয়জন আউট হয়েছেন এক অঙ্কের ঘরে। ক্যারিয়ারে ১৪তম বারের মতো ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন জাদেজা, ওয়াশিংটন সুন্দর পেয়েছেন ৪ উইকেট। কাল ১৪ ওভার বোলিং করে কোনো উইকেট পাননি রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ভারতের বিপক্ষে টেস্টের কোনো ইনিংসে নিউজিল্যান্ড অলআউট হয়েছে অথচ অশ্বিন উইকেট পাননি, এমন ঘটনা এবারই প্রথম।

ভারতের অলরাউন্ডার জাদেজার আক্ষেপটা অবশ্য শুধুই দিনের শেষ ১৫ মিনিট নিয়ে, 'এটা অপ্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু ভুল-বোঝাবুঝি বা ভুল সিদ্ধান্ত হতেই পারে। আমাদের ছোট ছোট জুটি গড়তে হবে, ২৩৫ রানের চেয়ে বড় সংগ্রহ করতে হবে।'

দিন শেষে মুখের এ হাসিটা আর থাকেনি রবীন্দ্র জাদেজা-বিরাট কোহলিদের। জাদেজার ৫ উইকেটে নিউজিল্যান্ডকে অল্প রানে আটকেও যে স্বস্তি নিয়ে দিন পার করতে পারেনি ভারত। ছবি : এএফপি

সংক্ষিপ্ত স্কোর

নিউজিল্যান্ড : ৬৫.৪ ওভারে ২৩৫ (মিচেল ৮২, ইয়াং ৭১, ল্যাথাম ২৮, ফিলিপস ১৭; জাদেজা ৫/৬৫, সুন্দর ৪/৮১, আকাশ দীপ ১/২২)।

ভারত : ১৯ ওভারে ৮৬/৪ (জয়সোয়াল ৩০, গিল ৩১*, রোহিত ১৮; প্যাটেল ২/৩৩, হেনরি ১/১৫)।

ইউনাইটেডের কোচ আমোরিমই

খেলা ডেস্ক

রুবেন আমোরিম

গত সোমবার এরিক টেন হাগ বরখাস্ত হওয়ার পর থেকেই গুঞ্জনটা বাতাসে ভাসছিল। অবশেষে সেই গুঞ্জনই সত্যি হলো। টেন হাগের জায়গায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কোচ হয়েছেন রুবেন আমোরিম। ১১ নভেম্বর ইউনাইটেডের দায়িত্ব নিতে লিসবন থেকে ওল্ড ট্রাফোর্ডে যাবেন পর্তুগিজ কোচ। ইউনাইটেডের সঙ্গে তাঁর চুক্তি ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত।

স্পোর্তিং লিসবনের কোচ আমোরিমকে প্রধান কোচের দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়টি ইউনাইটেড গতকাল নিশ্চিত করেছে এক বিবৃতিতে, 'রুবেন এ মুহূর্তে ইউরোপে রোমাঞ্চ ছড়ানো এবং দারুণভাবে মূল্যায়িত একজন কোচ।' আমোরিম অবশ্য এখনই ইউনাইটেডের ডাগআউটে দাঁড়াতে পারছেন না। আগামী তিন ম্যাচ ইউনাইটেডের ডাগআউট সামলাবেন অন্তর্বর্তীকালীন কোচ রুড ফন নিস্টলরয়। টেন হাগের বিদায়ের পর আপৎকালীন কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেন সাবেক ডাচ স্ট্রাইকার। এর আগে তিনি টেন হাগের সহকারীর ভূমিকায় ছিলেন। তাঁর অধীন লেস্টার সিটিকে ৫-২ গোলে হারিয়ে কারাবাও কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে ইউনাইটেড।

২০২০ সালে স্পোর্তিং লিসবনের দায়িত্ব নেওয়ার পর পর্তুগিজ ক্লাবটিকে আমূল বদলে দেন আমোরিম। তাঁর অধীন দুটি লিগ শিরোপাসহ গত চার বছরে পাঁচটি ট্রফি জিতেছে পর্তুগিজ ক্লাবটি। আমোরিমের ওল্ড ট্রাফোর্ডে যাওয়ার গুঞ্জন ওঠার পরপরই স্পোর্তিং লিসবন জানিয়েছিল, ইউনাইটেড তাঁর জন্য ১ কোটি ১০ লাখ ইউরো রিলিজ ক্লজ দিতে রাজি হয়েছে। এরপর তাঁর ইউনাইটেডে যাওয়া সময়ের ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল।

১৬ মাস পর ফিরছেন ইবাদত

খেলবেন জাতীয় লিগে

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কাল বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের পাঁচ ম্যাচের যুব ওয়ানডে সিরিজ শেষে পুরস্কার দিতে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে এসেছিলেন ইবাদত হোসেন। ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জেতা অনূর্ধ্ব-১৯ দলের খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার পর নিজের ক্রিকেটে ফেরার দিনক্ষণও জানালেন জাতীয় দলের এই ফাস্ট বোলার। সব ঠিক থাকলে ৯ নভেম্বর জাতীয় ক্রিকেট লিগে সিলেট বিভাগের হয়ে চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচ দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরবেন ইবাদত।

দীর্ঘ অপেক্ষার পর মাঠের ক্রিকেটে ফেরার দিনক্ষণ জানিয়ে ইবাদত বললেন, 'ছন্দ ফিরে পেতে হলে আমাকে ম্যাচে বোলিং করতে হবে। এখন সেটার অপেক্ষায় আছি।' বিসিবির প্রধান চিকিৎসক দেবাশীষ চৌধুরী ইবাদতের বর্তমান অবস্থা জানাতে গিয়ে বলেছেন, 'ইবাদতকে নিয়ে আমাদের যে পরিকল্পনা, সেটা অনুযায়ী জাতীয় লিগের পরের ম্যাচটা দিয়ে তার খেলায় ফেরার কথা। আমরা ইবাদতের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতে চাচ্ছিলাম না। একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ধরে সময় নিয়ে এগোচ্ছিলাম। প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে সে কেমন করে, সেটা দেখতে চাইব।'

তবে ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে বোলিং করার ক্ষেত্রে ইবাদতের কিছু বিধিনিষেধ থাকছে। বিসিবি চিকিৎসক বলেন, 'ইবাদত এখন পাঁচ-ছয় ওভার করে বোলিং করছে। আমরা তাকে ফোর্থ রাউন্ডে খেলিয়ে দেখব। এরপর পঞ্চম রাউন্ডে গ্যাপ দিয়ে ষষ্ঠ রাউন্ডে আবার খেলানোর কথা ভেবেছি। ম্যাচগুলোতে সে কত ওভার বোলিং করবে, সেটা ফিজিও-বোলিং কোচ মিলে ঠিক করবে।'

ইবাদত হোসেন

জাতীয় লিগে খেলাটাও ইবাদতের পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার অংশ, এ কথা বলেছেন দেবাশীষ চৌধুরী, 'ম্যাচে ফেরাটাও কিন্তু তার পুনর্বাসন পরিকল্পনার অংশ। সে বোলিংয়ের পর কেমন অনুভব করে, সেটা দেখতে হবে। যদি কোনো সমস্যা হয়, তাহলে আমরা বিপিএলের আগে সেটা শোধরানোর সময় পাব।'

গত বছরের জুলাই মাসে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে বাঁ হাঁটুতে চোট পান ইবাদত। ক্যারিয়ারের সেরা সময়ে থাকা ইবাদতকে সেই চোটের কারণে শল্যবিদের ছুরির নিচে যেতে হয়। এরপর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে রানিং শুরু করতে ৯ মাস লেগে গেছে ইবাদতের। নিয়মিত বোলিং করছেন দুই মাস ধরে। সর্বশেষ বাংলাদেশ দলের ভারত সফরের টি-টোয়েন্টি দলের সঙ্গেও ছিলেন তিনি। সেখানে দলের ট্রেনার নাথান কেলির সঙ্গে আলাদাভাবে কাজ করেছেন ইবাদত।

বিশ্বকাপ খেলবেন কি না, মেসি নিজেও জানেন না

খেলা ডেস্ক

লিওনেল মেসি

আর্জেন্টিনায় সবচেয়ে বেশি কোন প্রশ্নটির মুখোমুখি হন লিওনেল মেসি? অনুমান করাটা এখন কঠিন কিছু না। প্রথমটি হতে পারে এমন, কবে অবসর নেবেন? দ্বিতীয়টি হয়তো, ২০২৬ বিশ্বকাপে কি খেলবেন? আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির ক্যারিয়ার নিয়ে আপাতত এ দুটি প্রশ্নই সবচেয়ে আলোচিত।

মেসি নিজেও জানিয়েছেন, ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা না-খেলা নিয়ে আর্জেন্টিনায় সবচেয়ে বেশি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। ফুটবলবিষয়ক অ্যাপ ৪৩৩-এ ইতালিয়ান সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ কথা জানিয়েছেন ইন্টার মায়ামি তারকা, 'আমি জানি না (২০২৬ বিশ্বকাপে খেলব কি না)। অনেক প্রশ্ন হয় এ নিয়ে, বিশেষ করে আর্জেন্টিনায়। আমি এ বছর ভালোভাবে শেষ করতে চাই। এরপর পরের বছরের প্রাক্-মৌসুম ভালোভাবে শুরু করতে চাই, প্রচুর ভ্রমণের জন্য যেটা গত বছর পারিনি।'

মেসি এরপর বলেন, '(প্রাক্-মৌসুম ভালোভাবে শুরুর পর) আমি কেমন করছি, কেমন অনুভব করছি, সেটা বোঝার চেষ্টা করব। (২০২৬ বিশ্বকাপের) আমরা যেমন কাছাকাছি রয়েছি, তেমনি সময়ও হাতে আছে অনেক এবং ফুটবলে যেকোনো কিছুই হতে পারে। প্রতিটি দিন ধরে ধরে এগোচ্ছি, এর বাইরে ভাবছি না।'

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ বিশ্বকাপ। যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে মেসির চুক্তির মেয়াদ আর এক বছর বাকি। গত বছর জুলাইয়ে ফ্রি এজেন্ট হিসেবে দক্ষিণ ফ্লোরিডার এই ক্লাবে যোগ দেন মেসি। ক্লাবটিকে প্রথম শিরোপা জেতালেও ২০২৩ সালে ভুগেছে মায়ামি। ইস্টার্ন কনফারেন্স টেবিলে ১৪তম হয়ে এমএলএসের নিয়মিত মৌসুম শেষ করে প্লে-অফে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি মায়ামি। তাতে ৩৭ বছর বয়সী মেসির ভালো করার ক্ষুধা আরও বেড়েছে। এ বছর এমএলএসে সাপোর্টার্স শিল্ড জিতেছে মায়ামি। এমএলএসের এমভিপি (মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার) হওয়ার পাঁচজনের চূড়ান্ত তালিকায় রয়েছে মেসির নাম। এ মৌসুমে মাত্র ১৯ ম্যাচেই ২০ গোল করার পাশাপাশি ১৬টি গোলও করিয়েছেন আর্জেন্টাইন এই ফরোয়ার্ড।

রেকর্ড ৮ বারের এই ব্যালন ডি'অরজয়ী জানিয়েছেন, এমএলএস কাপ জয় এখন মায়ামির সবচেয়ে বড় লক্ষ্য, 'ক্লাব বড় করতে চাইলে শিরোপা জিততে হবে। এমএলএসে বাজে (২০২৩) একটি বছর পেছনে ফেলে এসেছে ক্লাব। আমি আসার পর লিগস কাপ জিতেছে, যেটা ক্লাবের প্রথম শিরোপাও। ব্যাপারটা অসাধারণ ছিল। এখন আমরা প্লে-অফ খেলতে মরিয়া এবং আশা করি, এমএলএসও জিততে পারব। ক্লাব ও ব্যক্তিগত জায়গা থেকে আমরা এটাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি।'

ছোট পর্দায় আজ

মেয়েদের বিগ ব্যাশ লিগ *স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১*

ব্রিসবেন হিট-হোবার্ট হারিকেন্স	সকাল ৬-৩০ মি.
রেনেগেডস-পার্থ স্করচার্স	সকাল ১০টা

হংকং ক্রিকেট সিক্সেস *স্টার স্পোর্টস ১*

অস্ট্রেলিয়া-নেপাল	সকাল ৬-৩০ মি.
ভারত-আরব আমিরাত	সকাল ৭-২৫ মি.

মুম্বাই টেস্ট-২য় দিন *স্পোর্টস ১৮-১, টি স্পোর্টস*

ভারত-নিউজিল্যান্ড	সকাল ১০টা

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ *স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১*

নিউক্যাসল-আর্সেনাল	সন্ধ্যা ৬-৩০ মি.
বোর্নমাউথ-ম্যানচেস্টার সিটি	রাত ৯টা
উলভারহ্যাম্পটন-ক্রিস্টাল প্যালেস	রাত ১১-৩০ মি.

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ *স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২*

লিভারপুল-ব্রাইটন	রাত ৯টা

টেনিস : প্যারিস মাস্টার্স *সনি স্পোর্টস টেন ৫*

সেমিফাইনাল	সন্ধ্যা ৭টা

জার্মান বুন্দেসলিগা *সনি স্পোর্টস টেন ২*

বায়ার্ন মিউনিখ-ইউনিয়ন বার্লিন	রাত ৮-৩০ মি.
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড-লাইপজিগ	রাত ১১-৩০ মি.

দশরথ রঙ্গশালা কত আনন্দময় স্মৃতির সাক্ষী

মাসুদ আলম, *কাঠমান্ডু থেকে ফিরে*

বাংলাদেশের ফুটবলে সবচেয়ে পয়মন্ত ভেন্যুর নাম কী? কুইজের প্রশ্ন হতেই পারে। একটু ক্লু দেওয়া যাক। এখন পর্যন্ত লাল-সবুজের ফুটবল পাঁচটি বড় সাফল্য পেয়েছে। একটি দেশে, বাকি চারটি বিদেশে। দেশে বাংলাদেশ একমাত্র বড় শিরোপা জিতেছে ২০০৩ সালে। আমিনুল-রজনীরা সাফ শিরোপা জেতেন বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে।

দেশের বাইরে চার শিরোপার প্রথমটি মিয়ানমারে। ১৯৯৫ সালে মোনেম মুন্নার নেতৃত্বে মিয়ানমারে চার জাতি টুর্নামেন্ট জেতে বাংলাদেশ। বাকি তিন শিরোপাই দশরথ রঙ্গশালায়। চুন্নু-আসলাম-জনি-কায়সাররা যা পারেননি, বিপ্লব-আলফাজরা এই দশরথেই ১৯৯৯ সালে দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলে প্রথম শ্রেষ্ঠত্বের ফুল ফোটান।

ছেলেদের ওই কীর্তিই দশরথকে স্মরণীয় করে রাখতে পারত বাংলাদেশের কাছে। কিন্তু ২০২২ সালে বাংলাদেশের মেয়েরা এখানেই ইতিহাস গড়ে প্রথমবার সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জেতেন। সেই শিরোপা এবার তাঁরা ধরেও রেখেছেন দশরথে। সাবিনা খাতুনদের কল্যাণে বাংলাদেশের মেয়েরা এখানে দুবার দক্ষিণ এশিয়ার সেরা হয়েছেন। দশরথ বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে পয়মন্ত এক ভেন্যুই।

নেপালের অন্য মাঠেও সাফল্য পেয়েছে বাংলাদেশ। ২০১৫ সালে অনূর্ধ্ব-১৫ দল এএফসি আঞ্চলিক সেরা হওয়া কাঠমান্ডুর পাশে ললিতপুরের আর্মি মাঠে। গত আগস্টে বাংলাদেশের যুবারা প্রথমবার সাফ অনূর্ধ্ব-২০ শিরোপা জিতেছেন ললিতপুরের আনফা কমপ্লেক্স মাঠে। তবে দশরথ রঙ্গশালাই বাংলাদেশের ফুটবলারদের হৃদয়ে গেঁথে গেছে।

নেপালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে চার শহীদের একজন দশরথ চাঁদ ঠাকুরির নামে স্টেডিয়ামটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৬ সালে। ১৯০৩ সালে নেপালের বাইতাদি জেলায় জন্ম নেওয়া দশরথ ছিলেন নেপালে রানা শাসনামলে রাজনৈতিক বিপ্লবে সক্রিয় মুখ এবং দেশটির অন্যতম রাজনীতিবিদ। কাঠমান্ডু শহরের ত্রিপুরেশ্বর এলাকায় চৌরাস্তার মাঝখানে স্টেডিয়ামের সামনেই দশরথের মূর্তি বসানো হয়েছে।

সাফে ছেলেমেয়েদের নানা টুর্নামেন্ট হওয়ার সুবাদে দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলের নেপাল এখন অঘোষিত রাজধানী। বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের কাছে স্টেডিয়ামটা চেনা হয়ে গেছে। বাংলাদেশ নারী দলের এক ফুটবলার ছোটবেলা থেকেই কাঠমান্ডুতে এসে খেলার স্মৃতিচারণা করছিলেন। দশরথ তাঁর কাছে দ্বিতীয় বাড়ি হয়ে উঠেছে।

সংস্কারের নামে ঢাকার বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম পড়ে আছে ৩৮ মাস হলো। কিন্তু প্রাকৃতিক নানা ঝড়ঝাপটা সামলে দশরথ দ্রুত উঠে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৮ সালে স্টেডিয়ামটি সংস্কার করে ১৯৯৯ সাফ গেমস হয়। ২০১২ সালে এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপ। ২০১৩ সালে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ। ২০১৫ সালের এপ্রিলে ভূমিকম্পে দশরথ স্টেডিয়াম লন্ডভন্ড হলে কিছুদিন খেলা বন্ধ থাকে। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভূমিকম্পে আবার স্টেডিয়ামটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই ধাক্কা সামলে এবং মূল কাঠামো ঠিক রেখে সর্বশেষ এটি সংস্কার করে ২০১৯ সালে দক্ষিণ এশিয়ান গেমস হয়েছে।

গ্যালারিতে নতুন চেয়ার বসেছে। ধারণক্ষমতা কমে এখন ১৫ হাজার। মজার ব্যাপার, স্টেডিয়ামের এক পাশে রাস্তার ধারে গ্রিল ধরে বাইরে থেকে খেলাও দেখা যায়। নেপালের সবচেয়ে বড় এই স্টেডিয়ামে ফুটবল, অ্যাথলেটিকস, সাংস্কৃতিক ও বিনোদন অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। ২০১১ সালে কাঠমান্ডুতে ব্রায়ান অ্যাডামস প্রথম রক কনসার্ট করেছেন দশরথে। ২০১৩ সালে কনসার্ট করেছেন পাকিস্তানের গায়ক আতিফ আসলাম।

বাংলাদেশের এমন অনেক উচ্ছ্বাসের সাক্ষী কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়াম। ছবি : বাফুফে

আজও হলো না প্রেসবক্স

কাঠমান্ডুতে বায়ুদূষণ অনেক কমেছে। থামেল এলাকায় বেড়েছে পর্যটকের ভিড়। মুদ্রার মান বেড়ে প্রায় বাংলাদেশের কাছাকাছি। নেপালের শহুরে লোকজন ঐতিহ্যবাহী টুপি পরা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। শহরময় জরাজীর্ণতার ছাপ থাকলেও আধুনিকতার ছোঁয়াও লেগেছে। কিন্তু শহরে একটা জিনিস বদলায়নি। দশরথ রঙ্গশালায় আজও কোনো প্রেসবক্স হয়নি! ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের সাফ গেমস ফুটবলের সোনা জয়ের সেই ঐতিহাসিক ক্ষণটা কাভার করতে হয়েছে খোলা আকাশের নিচের বসে। হাতে লেখার সেই যুগে দশরথে প্রয়োজনীয় চেয়ার-টেবিলও তখন দুষ্প্রাপ্য। নির্ধারিত কোনো আসন না থাকায় সাংবাদিকেরা যেখানে জায়গা পেতেন, বসে পড়তেন। ২০২৪ সালেও প্রায় একই অবস্থা।

ভিভিআইপিদের জন্যও সে অর্থে কোনো বক্স নেই। গ্যালারির মাঝখানে খোলা জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা বসেন, হতে পারেন তিনি নেপালের প্রধানমন্ত্রীও। বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে চলমান সংস্কারকাজে ভিভিআইপিদের বসার জন্য বুলেটপ্রুফ গ্লাসের জন্য বরাদ্দ নাকি প্রায় কোটি টাকা। বঙ্গবন্ধুতে ভিআইপিতে বক্সে একটা চেয়ারের জন্য বরাদ্দ ১৬ হাজার টাকা। দশরথের সব চেয়ারই সাধারণ মানের। বুলেটপ্রুফ গ্লাস তাদের জন্য দূর কল্পনা।

১৯৯৯-২০০৪। ২৫ বছরে দশরথে কয়েকবার নানা টুর্নামেন্ট কাভার করে অভিজ্ঞতা প্রায় একই। দুই স্তরের নতুন গ্যালারির নিচের অংশে সাংবাদিকদের জায়গা সংরক্ষিত রাখা হয়েছে, নতুনত্ব এ-ই যা। ওপরে ছোট্ট লেখা 'প্রেস ট্রিবিউন'। গ্যালারির ওপরের অংশে ছাদ। কিন্তু আকাশ মেঘ করলে সাংবাদিকেরা ল্যাপটপ খুলে বসার আগে ১০ বার ভাবেন। বৃষ্টি হলে ল্যাপটপ নিয়ে ছুটতে হয়। ঠাঁই হবে কোথায়, সে-ও এক চিন্তা বটে।

তবে উন্মুক্ত গ্যালারিতে বসে খেলা কাভারের সুবিধাও আছে। কাছ থেকে ম্যাচ দেখা যায়, মাঠের শব্দ কানে আসে। দশরথে খেলা দেখার আনন্দও তাই আলাদা।

ব্যয় বাড়িয়েও অর্ধেক কাজ বাকি

চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

অবকাঠামো উন্নয়নের এই প্রকল্পে ব্যয় হচ্ছে ৩৬০ কোটি টাকা। এর মধ্যে মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে দুবার, ব্যয় বেড়েছে প্রায় ৪০ কোটি টাকা।

সুজয় চৌধুরী, *চট্টগ্রাম* ও **তানবির আহমেদ চৌধুরী**, *চুয়েট*

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়নে সম্ভাব্যতা যাচাই ছাড়া নেওয়া হয়েছিল প্রকল্পটি। দুবার মেয়াদ ও ব্যয় বাড়ানো হয়েছিল। সেই মেয়াদও শেষ হয় চলতি বছরের জুনে। এখনো ৫০ শতাংশ কাজ বাকি।

২০১৭ সালের ১৬ জুন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় অনুমোদন পায় এই উন্নয়ন প্রকল্প। প্রকল্পের অধীনে একাডেমিক ভবন, ছাত্রছাত্রী হল, ডরমিটরি, চিকিৎসাকেন্দ্র, মসজিদ, গবেষণাকেন্দ্রসহ ২৬ রকমের নির্মাণকাজ করার কথা রয়েছে। এতে ব্যয় হচ্ছে ৩৬০ কোটি টাকা।

শুরুতে ২০২১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়। এরপর ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত মেয়াদ বাড়ানো হয়। ব্যয় বাড়ে প্রায় ৪০ কোটি টাকা। এরপরও কাজের অগ্রগতি না থাকায় দ্বিতীয় দফায় চলতি বছরের জুন পর্যন্ত মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল।

প্রকল্পের নথি অনুযায়ী, ১৯১ কোটি টাকার কাজ করছে তিন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান—মেসার্স আইএস ট্রেডিং, মেসার্স জে জে ট্রেডার্স ও এনকে ট্রেডার্স। এসব প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। এ ছাড়া ১৫৩ কোটি টাকার কাজ করছে অন্তত ৩৫টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। এর বাইরে প্রায় ১৬ কোটি টাকার কাজ এখনো শুরুই হয়নি।

চুয়েটের পাঁচ তলা ছাত্রী হলের কাজ চলছে ধীর গতিতে। ৩০ অক্টোবর তোলা। প্রথম আলো

কাজ শেষ করতে না পারার পেছনে প্রশাসন ও ঠিকাদারদের গাফিলতিকে দায়ী করেছেন জ্যেষ্ঠ শিক্ষকেরা। তাঁরা বলছেন, সম্ভাব্যতা যাচাই না করে প্রকল্পটি নেওয়ার কারণে প্রতিটি ধাপে জটিলতা তৈরি হয়েছে। এ ছাড়া দলীয় ঠিকাদার হওয়ায় জটিলতা আরও বেড়েছে। বড় দুই ঠিকাদারই আত্মগোপনে চলে গেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করা পুর ও পরিবেশ প্রকৌশল অনুষদের ডিন সুদীপ কুমার পাল সম্ভাব্যতা যাচাই ছাড়া পছন্দের ঠিকাদার দিয়ে নির্মাণকাজ করানোর বিষয়টি স্বীকার করেন। তিনি সম্প্রতি *প্রথম আলোকে* বলেন, অভ্যন্তরীণভাবে চুয়েট কর্তৃপক্ষ অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী যাচাই-বাছাই করে প্রকল্পটি নিয়েছিল। তাঁর দাবি, ৬০ শতাংশ কাজ শেষ। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশলীদের হিসাবে কাজ হয়েছে সাকল্যে ৫০ শতাংশ।

বাকি কাজের জন্য এখন নতুন করে দুই বছর ও আরও ৪০ কোটি টাকার ব্যয় বাড়ানোর বিষয়ে আবেদন করা হয়েছে। তবে এখনো সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া যায়নি।

পছন্দের ঠিকাদারে কাজ

চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার অদূরে রাউজান উপজেলার পাহাড়তলী ইউনিয়নে চুয়েট ক্যাম্পাসের অবস্থান। চট্টগ্রাম-৬ আসন পড়েছে রাউজানে। এই আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন আওয়ামী লীগের এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী।

চুয়েটের জ্যেষ্ঠ পাঁচ শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলোকে* বলেন, চুয়েটে কে কী কাজ করবে, তা নিয়ন্ত্রণ করতেন এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী ও তাঁর অনুসারীরা। সাধারণত বাইরের ঠিকাদার দরপত্রে অংশ নিতে পারতেন না।

নথিপত্র অনুযায়ী, প্রকল্পে সবচেয়ে বেশি কাজ করছে মেসার্স আইএস ট্রেডিং ও মেসার্স জে জে ট্রেডার্স। তারা যৌথভাবে চারটি ও আলাদাভাবে পাঁচটি কাজ করছে। এতে মোট ব্যয় হচ্ছে ১০৯ কোটি টাকা। এখান থেকে মাত্র দুটির কাজ শেষ হয়েছে।

মেসার্স আইএস ট্রেডিংয়ের স্বত্বাধিকারী পাহাড়তলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রোকন উদ্দিন। তিনি রাউজান উপজেলা আওয়ামী লীগের কৃষি ও সমবায়বিষয়ক সম্পাদক। আওয়ামী লীগের পতনের পর এই ঠিকাদার আত্মগোপনে চলে গেছেন।

মেয়াদ বাড়িয়েও কাজ শেষ করতে না পারার পেছনে তদারকির অভাব ও প্রশাসনের গাফিলতিকে দায়ী করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, বিগত প্রশাসনের অজ্ঞতার কারণেই প্রকল্পের কাজ এগোয়নি। তাঁরা ঠিকাদারের কাছ থেকে কাজ আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

পাঠকের লেখা-৪৩

প্রিয় পাঠক, *প্রথম আলোয়* নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে আপনাদের লেখা। আপনিও পাঠান। গল্প-কবিতা নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতা। আপনার নিজের জীবনের বা চোখে দেখা সত্যিকারের গল্প; আনন্দ বা সফলতায় ভরা কিংবা মানবিক, ইতিবাচক বা অভাবনীয় সব ঘটনা। শব্দসংখ্যা সর্বোচ্চ ৬০০। দেশে থাকুন কি বিদেশে; নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরসহ পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় : readers@prothomalo.com

প্রথম আলো ও একটুখানি স্মৃতি

ফয়সাল আহমেদ, *শিকদারী, বাগমারা, রাজশাহী*

মুড়ির ঠোঙায় প্রথম পরিচয়। মুড়ি খাওয়ার পর পৃষ্ঠাটায় চোখ বোলাতে গিয়ে ভালো লেগে যায়। ছোট্ট একটা রম্য গল্প আর একটা কার্টুন ছিল পৃষ্ঠাটায়। পাশেই এক বড় ভাইয়ের মাধ্যমে জানতে পারি পৃষ্ঠাটা আলপিন নামক কোনো এক ম্যাগাজিনের, যা প্রতি সোমবার প্রথম আলো পত্রিকার সঙ্গে বের হয়।

২০০৫ সালের কথা। বাড়ি থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে বাগমারা উপজেলা সদরে ভবানীগঞ্জ সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে ক্লাস সিক্সে ভর্তি হয়েছি। যোগাযোগের রাস্তা অতটা ভালো ছিল না। সাইকেল নিয়ে নিয়মিত যাতায়াত করতাম। বাড়ি থেকে নাশতার জন্য ৫ টাকা দিত। একটা শিঙাড়ার দাম ছিল ২ টাকা, মাঝেমধ্যে ঝালমুড়ি কিংবা ১ টাকা দামের নারিকেল আইসক্রিম খেতাম।

আলপিনের পৃষ্ঠাটা ভালো লাগার পর পরের সোমবারের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। আর সঙ্গে প্রতিদিনের নাশতার খরচ থেকে ১ টাকা, ২ টাকা করে বাঁচানো শুরু করি। এটাই উপায়, কেননা বাড়ি থেকে পত্রিকা কেনার জন্য টাকা চাইলে দেওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

পরের সোমবার প্রথমবারের মতো প্রথম আলো তথা আলপিন হাতে পাই। বাসায় গিয়ে এক নিশ্বাসে পড়ে শেষ করি। সপ্তাহজুড়ে কয়েকবার রিভিশনসহ প্রায় মুখস্থ হয়ে যায়, তবু মন ভরে না। একই লেখা বারবার পড়ি আর পরের সোমবারের অপেক্ষা করতে থাকি। পরে আস্তে আস্তে ছুটির দিনের সঙ্গেও পরিচিত হই। এরপর থেকে শনিবার ও সোমবার করে প্রথম আলো নিতাম।

হাটবার হওয়ার কারণে সোমবার আমাদের স্কুলে মর্নিং শিফট চালু ছিল। সকাল ৯টার সময় স্কুল ছুটি হয়ে যেত। আর শহর থেকে এই মফস্সলে পত্রিকা আসতে অধিকাংশ দিনই ১১টা পার হয়ে যেত। আর কোনো সমস্যা হলে তো মাঝেমধ্যে ১টা, ২টাও বাজত।

স্কুল ছুটির পর বন্ধুরা সবাই চলে গেলেও আমি অপেক্ষায় থাকতাম কখন পত্রিকা আসবে। সঞ্জয় পেপার হাউসের পাশের পোস্ট অফিসের ময়লা সিঁড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেছি, কোনো বিরক্ত মনে হয়নি। না ছিল অ্যান্ড্রয়েড ফোন, না ছিল সময় কাটানোর জন্য ফেসবুক-ইউটিউব। কাজের মধ্যে সামনের আমগাছটার দিকে তাকিয়ে থাকা কিংবা ব্যাগ থেকে আগের সোমবারের আলপিন বের করে আরেকবার রিভিশন দেওয়া। তিন-চার ঘণ্টা অপেক্ষার পর পত্রিকার গাঁট থেকে যখন নতুন পত্রিকাটা পাওয়ার পর যে রকম ভালো লাগা কাজ করত, সে অনুভূতি অন্য কোনো কিছুর মধ্যে আজও পাইনি। নতুন পত্রিকার একটা আলাদা অসাধারণ ঘ্রাণ থাকে। ঘ্রাণটা একেবারেই অনন্য।

অলংকরণ : **আরাফাত করিম**

আর পত্রিকা আসার ঠিক আগমুহূর্তে সঞ্জয় পেপার হাউসের সেই টিনের ঘরে সব পত্রিকার বাগমারা প্রতিনিধিদের যেন মেলা বসত। সবাই নিজ নিজ পত্রিকার অপেক্ষায় থাকতেন। অনেকেই জানতেন আমার সেই পত্রিকা কেনার ব্যাপারটা। বিশেষ করে প্রথম আলো বাগমারা প্রতিনিধি মামুন ভাই (মামুনুর রশীদ) খুব স্নেহ করতেন।

প্রথম যেদিন সোমবারে আলপিন ছাড়া শুধু প্রথম আলোটা হাতে পেলাম, সেদিন খুব খারাপ লেগেছিল। এর পর থেকে শুধু শনিবার ছুটির দিনে পড়ি আর মাঝেমধ্যে মামুন ভাইয়ের কাছে খোঁজ নিতে থাকি আলপিনের ব্যাপারে।

এক সোমবার রস+আলোর ব্যাপারে জানতে পারি। পত্রিকা কম আসার কারণে প্রথম সংখ্যাটা মিস হয়ে যায়। দ্বিতীয় সংখ্যা হাতে নিয়ে প্রথমে অতটা ভালো না লাগলেও আস্তে আস্তে পুরোনো প্রেম আলপিনকে ভুলে রস+আলোর প্রেমে পড়তে থাকি। আলপিনের চেয়ে আকার-আকৃতিতে প্রশস্ত এবং একটু অন্য রকমের রস+আলোর প্রতিও আস্তে আস্তে আসক্ত হয়ে যাই।

পোস্টকার্ড আর হলুদ খামে ভরে কিছু লেখাও পাঠাতাম সে সময়। যার অধিকাংশই ছাপা হতো না যদিও, তবু অপেক্ষায় থাকতাম নিজের নামটা রস+আলোতে দেখার জন্য।

স্মরণীয় একটা দিনের কথা আজও মনে পড়ে। পাঠকের লেখা নিয়ে রস+আলোর একটা সংখ্যা বেরিয়েছিল। সেখানে আমার একটা লেখা প্রথমবারের মতো ছাপা হয়। ছাপার অক্ষরে রস+আলোতে নিজের নামটা প্রথমবারের মতো দেখার অনুভূতি যে কতটা আনন্দের ছিল, তা বোঝাতে পারব না। বারবার লেখাটা বের করে পড়তাম, আর প্রতিবারই অন্য রকম ভালো লাগা কাজ করত।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে লেখাপড়া শেষ করেছি। রাজধানী ঢাকা শহরে থাকি কয়েক বছর যাবৎ। আজও প্রথম আলোর সঙ্গে সেই সম্পর্কটা আগের মতোই আছে। তবে এখন শুধু সোমবার নয়, প্রতিদিন সকালে হকারের কলবেলের অপেক্ষায় থাকি। নতুন পত্রিকার সেই পুরোনো ঘ্রাণটা এখনো ভালো লাগে আগের মতোই, মনে করিয়ে দেয় সেই হারিয়ে যাওয়া পোস্ট অফিসের বারান্দায় অপেক্ষার দিনগুলো।

প্রযুক্তি হয়তো-বা অনেক কিছুই দিয়েছে—ই-পেপার, অনলাইন; কিন্তু আমার ভালো লাগাটা কোনোভাবেই কাগজের পত্রিকা থেকে সরাতে পারি না।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

০১ নভেম্বর, ২০২৪
১৬ কার্তিক, ১৪৩১
২৮ রবিউস সানি, ১৪৪৬

- ‘সূর্য দীঘল বাড়ী’ উপন্যাসের রচয়িতা কে?
  উত্তর: আবু ইসহাক (জন্ম: ১ নভেম্বর, ১৯২৬)
- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস কোনটি?
  উত্তর: পথের পাঁচালী। (মৃত্যু: ১ নভেম্বর, ১৯৫০)
- ভারত সরকার দীনবন্ধু মিত্রকে কোন উপাধিতে ভূষিত করেন?
  উত্তর: রায়বাহাদুর। (মৃত্যু: ১ নভেম্বর, ১৮৭৩)
- বাংলাদেশের বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা হয় কবে?
  উত্তর: ১ নভেম্বর, ২০০৭
- কাজী নজরুলের ‘ভাঙ্গার গান’ বইটি নিষিদ্ধি হয় কবে?
  উত্তর: ১১ নভেম্বর, ১৯২৪ সালে।
- ২০২৪ সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের সেরা গোলরক্ষক কে?
  উত্তর: রুপনা চাকমা।
- ‘সোনালি শিশির’ ছোট গল্পের রচয়িতা কে?
  উত্তর: রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ।
- বাংলাদেশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সদস্যপদ লাভ করে কবে?
  উত্তর: ১৭ মে, ১৯৭২

০১ নভেম্বর আজকের এই দিনে

বাংলাদেশ

১৯২৬	বাংলাদেশি সাহিত্যিক আবু ইসহাক জন্মগ্রহণ করেন।
১৯৫০	বাঙালি কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুবরণ করেন।
১৮৭৩	বাঙালি নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র মৃত্যুবরণ করেন।
২০০৭	বাংলাদেশের বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করা হয়।
১৮৫৮	ব্রিটিশ রাজতন্ত্র ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ভারতের শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

এছাড়াও এইদিনে আন্তর্জাতিক যেসব ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল

১৯৭৯	বলিভিয়ার সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল করে।
১৯৮১	অ্যান্টিগুয়া ও বারমুডা স্বাধীন হয়।

আবু ইসহাক
(১৯২৬-২০০৩)

◉ **জন্ম:** আবু ইসহাক ১ নভেম্বর, ১৯২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

◉ **পরিচয়:** আবু ইসহাক-এর সম্পাদনায় বাংলা একাডেমির 'সমকালীন অভিধান' প্রকাশিত হয়। এদিক থেকে তার সূর্যদীঘল বাড়ি উপন্যাসটিকে বাস্তব জীবনের সার্থক চিত্রণের উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা যায়। একমাত্র নাটক 'জয়ধ্বনি'। 'সূর্য দীঘল বাড়ি' তার বিখ্যাত উপন্যাস। 'জোঁক' তার বিখ্যাত গল্প যা 'মহাপতঙ্গ' গ্রন্থের অন্তর্গত।

◈ **পুরস্কার:** ১৯৬০ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ২০০৪ সালে মরণোত্তর 'স্বাধীনতা পদক এবং ১৯৯৭ সালে একুশে পদক লাভ করেন।

মৃত্যু

১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

◉ **উপন্যাস:** সূর্য দীঘল বাড়ি (১৯৫৫); পদ্মার পলিদ্বীপ (১৯৮৬); জাল (১৯৮৮)

◉ **গল্পগ্রন্থ:** হারেম (১৯৬২); মহাপতঙ্গ (১৯৬৩); ছোটগল্প– জোঁক; অভিশাপ

প্রয়াণ দিবসে
শ্রদ্ধাঞ্জলি

দীনবন্ধু মিত্র

০১ নভেম্বর

পরিচিতি

জন্ম: ১৮৩০ সালে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ার চৌবেড়িয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

পরিচয়: পিতামাতা নাম রেখেছিলেন 'গন্ধর্ব নারায়ণ মিত্র'। দরিদ্র পরিবারে জন্ম দীনবন্ধুর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রাম্য পাঠশালায়। সেখানে কিছুদিন পাঠগ্রহণের পর তাঁর পিতা তাঁকে জমিদারের সেরেস্তার কাজে নিযুক্ত করে দেন। তিনি ডাক বিভাগে চাকরি করতেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রেরণায় কবিতা লেখার মাধ্যমে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। নীলদর্পণ (১৮৬০) তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক ও শ্রেষ্ঠ রচনাও। ১৮৭১ সালে ভারত সরকার কর্তৃক 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন।

মৃত্যু: ১৮৭৩ সালের ১ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

নাটক	প্রহসন	কাব্যগ্রন্থ
নীলদর্পণ (১৮৬০)	সধবার একাদশী (১৮৬৬)	সুরধুনী কাব্য
নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩)	বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬)	দ্বাদশ কবিতা (১৮৭২)
লীলাবতী (১৮৬৭)	জামাই বারিক (১৮৭২)	
কমলে কামিনী (১৮৭৩		

গল্প
যমালয়ে জীবন্ত মানুষ (১৮৭২)
পোড়া মহেশ্বর (১৮৭২)